লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

১৯১৩-২০১৩ 1913–2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

*Love for all*
*Hatred for none*

পাক্ষিক
# আহ্‌মদী
The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৭ বর্ষ | ৯ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ অগ্রহায়ণ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ | ২১ মহররম, ১৪৩৬ হিজরি | ১৫ নবুওয়ত, ১৩৯৩ হি. শা. | ১৫ নভেম্বর, ২০১৪ ঈসাব্দ



## বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উদযাপন কার্যক্রম উপলক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলার বটিয়াপাড়ায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নবনির্মিত মসজিদ 'মসজিদে নূর' -এর শুভ উদ্বোধন

[মসজিদ উদ্বোধন হয় গত ২৪ অক্টোবর, ২০১৪। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) একান্ত দয়াপরবশ হয়ে মসজিদের নাম রাখেন 'মসজিদে নূর'। আলোকচিত্রে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবসহ অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে।]

বিস্তারিত ভিতরের পাতায়-

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন-

**"তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।"**

(বুখারী ও মুসলিম)।

**"বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই। খোদা তোমাদের হৃদয় দেখে থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন।"**

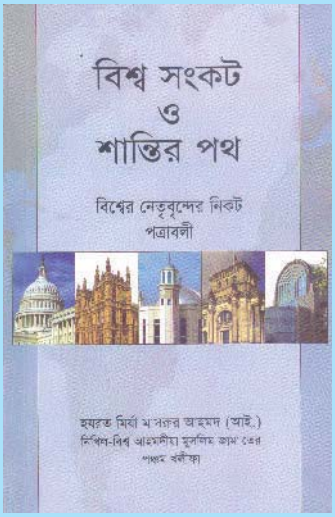

-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬




হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

# সম্পাদকীয়

## রহমান খোদার দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয়দের একজন হযরত আলী (রা.)

হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "রহমান খোদার দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় লোকদের মাঝে হযরত আলী (রা.) ছিলেন একজন অতি বিশুদ্ধচিত্ত খোদাভীরু মানুষ, সর্বোৎকৃষ্ট বংশ ও যুগের নের্তৃস্থানীয় মানুষ, প্রবল শক্তিধর খোদার বিজয়ী সিংহ, স্নেহশীল খোদার বীর যুবক, দানশীল, পবিত্র হৃদয় এবং এমন অসাধারণ সাহসী যে গোটা শত্রুবাহিনী তাঁর মুখোমুখি হলেও রণাঙ্গণই হতো তাঁর অবস্থানের কেন্দ্রস্থল। তিনি সারাটা জীবন কষ্টদায়ক অবস্থার ভেতর কাটিয়েছেন। নিজ যুগে মানুষের জন্য নির্ধারিত তাকওয়ার উচ্চমার্গে তিনি উপনীত ছিলেন। খোদার পথে ধনসম্পদ খরচ, মানুষের কষ্ট লাঘব, এতীম-মিসকীন ও প্রতিবেশীদের দেখাশুনা করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবার আগে। যুদ্ধে তিনি বহুমুখী বীরত্ব প্রদর্শন করতেন।

**তিনি সারাটা জীবন কষ্টদায়ক অবস্থার ভেতর কাটিয়েছেন। নিজ যুগে মানুষের জন্য নির্ধারিত তাকওয়ার উচ্চমার্গে তিনি উপনীত ছিলেন। খোদার পথে ধনসম্পদ খরচ, মানুষের কষ্ট লাঘব, এতীম-মিসকীন ও প্রতিবেশীদের দেখাশুনা করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবার আগে। যুদ্ধে তিনি বহুমুখী বীরত্ব প্রদর্শন করতেন।**

একই সাথে তিনি ছিলেন সুমিষ্টভাষী ও বাগ্মী। তিনি তাঁর বক্তৃতা মানব হৃদয়ের গভীরে প্রবিষ্ট করিয়ে মনের মরিচা দূর করতেন। নিজ বক্তৃতার দিগন্তকে যুক্তির জ্যোতিতে তিনি আলোকিত করতেন। বিভিন্নমুখী কাজে তিনি ছিলেন অসাধারণ পারদর্শী। এসব বিষয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ ব্যক্তিকে পরাজিতের ন্যায় তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হতো। সব কল্যাণময় কাজ, বক্তব্যের গভীরতা ও বাগ্মিতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উত্তম আদর্শ। যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে সে নির্লজ্জতার পথ অবলম্বন করে। নিরুপায় লোকদের প্রতি সহমর্মিতায় তিনি অশ্রু বিসর্জন দিতেন এবং সল্পতুষ্ট মানুষ ও নিঃস্বদের খাবারের ব্যবস্থা করতেন। তিনি ছিলেন খোদার একজন নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। এর পাশাপাশি তিনি ছিলেন কুরআনের জ্ঞান আহরণকারীদের মধ্যে একজন শীর্ষস্থানীয় মানুষ। কুরআনের সুক্ষ্ম জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁকে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দান করা হয়েছিল। আমি তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় নয় বরং জাগ্রত অবস্থায় কাশফে দেখেছি। তিনি আমাকে সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি তফসীর তুলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, এটি আমার তফসীর। এখন আপনাকে এর উত্তরাধিকারী করা হলো। আপনাকে যা দেয়া হয়েছে এর জন্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমি হাত বাড়িয়ে তফসীরটি গ্রহণ করলাম এবং দানশীল ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।" (পুস্তক 'সিররুল খিলাফাহ' বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৫১-৫২)।

হযরত আলী (রা.)-এর পুত্র, হযরত ইমাম হোসেন (রা.) অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কারবালা প্রান্তরে চক্রান্তকারী ইয়াজিদ বাহিনীর কাছে মাথানত না করে পবিত্র মহররম মাসের ১০ তারিখে যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করেছিলেন। হযরত ইমাম হোসেন (রা.) সেদিন ন্যায় ও সত্যের মনদন্ড সমুন্নত রাখতে চরম আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা সর্বকালে অনুকরণীয় তবে শিয়ারা হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর শাহাদতের শোকে যে মাতম করে তা আবেগ তাড়িত অমুলক কাজ। শহীদে কারবালায় হযরত ইমাম হোসেন (রা.) বলেছিলেন- ***'আমি শহীদ হলে তোমরা আমার জন্য উহ্! আহ্! করো না, আঁচল ছিঁড়ো না, বরং ধৈর্য ধারণ করে থাকবে'।*** নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি হযরত ইমাম হোসেন (রা.) খিলাফতে রাশেদার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নিজ দেহের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত দান করে গেছেন, যুগ যুগ ধরে তাঁর এই ত্যাগ মুসলিম উম্মাহকে খিলাফতে রাশেদার অনুরূপ আল্লাহ্ মনোনিত খলীফা ও ঐশী ইমামত-এর ছত্র-ছায়ায় জীবন অতিবাহিত করার অনুপ্রেরণা জোগাবে।

# সূচিপত্র

**১৫ নভেম্বর, ২০১৪**


| | |
|---|---|
| **কুরআন শরীফ** | ৩ |
| **হাদীস শরীফ** | ৪ |
| **অমৃত বাণী** | ৫ |
| হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২রা নভেম্বর, ২০০৭-এর **জুমুআর খুতবা**। | ৬ |
| **প্রেস বিজ্ঞপ্তি** | ১২ |
| **কলমের জিহাদ**<br>মুহাম্মদ খলিলুর রহমান | ১৪ |
| **হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর শাহাদত ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা**<br>মাহমুদ আহমদ সুমন | ১৮ |
| **গিবত একটি জঘন্য পাপ**<br>মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন | ২২ |
| **দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি**<br>মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল | ২৪ |
| **নবীনদের পাতা- এক আলোকিত মানুষের তিরোধান**<br>আহমদ আতাউল্লাহ্, চট্টগ্রাম | ২৯ |
| **পাঠক কলাম-**<br>**"মসজিদের সাথে কেমন হবে আমাদের সম্পর্ক।"** | ৩১ |
| **সংবাদ** | ৩৪ |
| **আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ** | ৪১ |
| **হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ** | ৪৮ |


## হুযূর আনওয়ার (আই.)-প্রদত্ত Ebola Virus-এর প্রতিষেধক

কিছুদিন পূর্বে হুযূর আনওয়ার (আই.) আফ্রিকান দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়া Ebola Virus (ইবোলা ভাইরাস) থেকে রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত হোমিওপ্যাথি ঔষধ ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন Crotalus Horridus 30 (দৈনিক একবার)

এখন যেহেতু Ebola Virus এর প্রভাব আফ্রিকান দেশসমূহের বাহিরে ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও বিস্তৃতি হতে আরম্ভ করেছে যার কারণে হুযূর আনওয়ার (আই.) জামা'তের সদস্যদের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন যে Ebola Virus এর প্রতিষেধক হিসাবে নিম্ন বর্ণিত ঔষধসমূহ দুই থেকে তিন মাসের জন্য ব্যবহার করার জন্য।

**1. Crotalus Horridus 30 (দৈনিক একবার)**

**2. Acconitum 200 (সপ্তাহে একবার)**

হুযূর (আই.) ইবোলা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে দারচিনির কফি ব্যবহার করারও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

**হুযূর আনওয়ার (আই.) প্রদত্ত কল্যাণমণ্ডিত এই ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে দেশ-বিদেশের সবাই উপকৃত হোন।**

# কুরআন শরীফ

## সূরা আল হিজ্‌র-১৫

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٦﴾

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿٤٧﴾

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ

إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٨﴾

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا

بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٩﴾

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٠﴾

৪৬। নিশ্চয় মুত্তাকীরা বাগান ও ঝরণা পরিবেষ্টিত জায়গায় (সমাসীন) থাকবে।

৪৭। 'তোমরা নিরাপত্তার সাথে প্রশান্তচিত্তে[১৫০২] (ও) নির্ভয়ে এতে প্রবেশ কর।'

৪৮। আর তাদের অন্তরে যে বিদ্বেষই[১৫০৩] থাকুক আমরা (তা) দূর করে দিব (যাতে) ভাই ভাই হয়ে সামনা-সামনি আসনে বসতে পারে।

৪৯। কোন ক্লান্তি সেখানে তাদেরকে স্পর্শ করবে না[১৫০৪] এবং সেখান থেকে তাদেরকে কখনো বের করেও দেয়া হবে না।

৫০। (হে নবী!) তুমি আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও, নিশ্চয় আমি অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

---

১৫০২। 'নিরাপত্তার সাথে প্রশান্ত চিত্তে' অর্থ অভ্যন্তরীণ অশান্তি যা মানুষের অন্তরকে কুরে কুরে খায় তা থেকে শান্তি এবং বাহ্যিক বা দৈহিক যন্ত্রণা ও শাস্তির অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করা।

১৫০৩। কেবলমাত্র সেসব 'লোকেরাই প্রকৃত স্বর্গীয় শান্তিময় জীবন ভোগ করতে পারে যাদের হৃদয় তাদের ভাইদের বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ এবং ঘৃণা ও আক্রোশ থেকে মুক্ত।

১৫০৪। এই আয়াত ইঙ্গিত করছে যে, জান্নাত অবিরাম কর্মের স্থান। সেখানে বিরতীহীন কঠোর পরিশ্রমের অনিবার্য ফলশ্রুতিতে যে ক্লান্তি সৃষ্টি হয় তা বোধ করবে না এবং কঠোর শ্রমের কারণে কোন অবনতি কিংবা অপচয়ের সম্মুখীন হবে না। এই আয়াতটি এও স্পষ্ট নির্দেশ করছে যে, জান্নাতবাসীকে জান্নাত থেকে আদৌ বের করা হবে না।

# হাদীস শরীফ
# সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস
# মহানবী (সা.)

**কুরআন ঃ**

"হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে। এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপ রূপে" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৪৬-৪৭)।

হাদীস ঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের নেতা হবো, আর আমি সেই ব্যক্তি, যার কবর সর্বপ্রথম বিদীর্ণ হবে। আমিই সর্বপ্রথম শাফাআতকারী হবো এবং আমার সুপারিশই সর্ব প্রথম কবুল করা হবে" (মুসলিম)।

**ব্যাখ্যা ঃ**

হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ জগতের মধ্যমণি, তাঁর (সা.) আগমনে তৌহীদ ও স্রষ্টার অপরূপ জ্যোতিতে এ জগত দীপ্তিমান হয়েছে। তিনি এমন সূর্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন যা শুধু এ জগতকেই নয় বরং আ'লামীন বা বিশ্ব চরাচরকে কিয়ামতকাল অবধি স্বীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় রাখবেন। তাঁর (সা.) শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করা মানবের সাধ্যাতীত। তিনি সেই সত্ত্বা, যাঁর প্রশংসা স্বয়ং খোদা তা'লা করেন এবং ফিরিশ্‌তা ও মানবমন্ডলী তাঁর (সা.) প্রতি দরূদ প্রেরণ করে। কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস হতে হযরত নবী করীম (সা.)-এর অনুপম ব্যক্তিত্বের দর্পণ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়। তিনি (সা.) শুধু যে জগতের দীপ্তিমান সূর্য তা নয়, বরং পরকালেরও আলোকবর্তিকা। তাঁর (সা.) সত্ত্বা এ দুনিয়াতে যেভাবে কল্যাণ বন্টনকারী, পরকালেও তিনি (সা.) মানবমন্ডলীকে স্বীয় কল্যাণের ধারায় উপকৃত করবেন। পৃথিবীতে শুধু একজনই এমন হয়েছেন, যাঁকে দু'জাহানের জন্য সূর্য বানানো হয়েছে, অর্থাৎ যাঁর কল্যাণে দু'জগতেই সমভাবে মানব কল্যাণমন্ডিত হবে। তিনিই সকল কল্যাণের উৎস। কিয়ামত দিবসে খোদা তা'লা যাঁকে সর্বপ্রথম উত্থিত করবেন, যিনি সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাবেন এবং যিনি সুপারিশ করার অধিকার লাভ করবেন, তিনি হলেন আমাদের নবী খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম।

যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ঃ "আমি সর্বদা আশ্চর্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকি এই আরবী নবী, যাঁর নাম মুহাম্মদ, হাজার হাজার দরূদ ও সালাম তাঁর ওপর। তিনি উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর সুউচ্চ মোকামের চূড়ান্ত সীমাকে জানা সম্ভব নয়। খোদা তা'লা, যিনি তাঁর (সা.) অন্তরের গোপন রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সকল নবী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাঁর সকল উদ্দেশ্য ও সকল আকাঙ্খাকে তিনি (আল্লাহ্) তাঁর (সা.) জীবদ্দশাতেই তাঁকে (সা.) সফলতা প্রদান করেছেন, সকল ফয়েয ও কল্যাণের একমাত্র উৎস তিনিই।" (রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, ১৪৪ পৃঃ)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে মহানবী (সা.)-এর অনুকরণ অনুসরণ করার এবং তাঁর (সা.) প্রেমে বিভোর হয়ে খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছার তৌফিক দিন, আমীন।

*আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ*
মুরব্বী সিলসিলাহ্

# অমৃতবাণী

## খোদা এ যুগের মুসলমানদের ওপর দয়াপরবশ হোন

**হযরত ইমাম মাহদী (আ.)**

খোদা এ যুগের মুসলমানদের ওপর দয়াপরবশ হোন। তাদের অধিকাংশ বিশ্বাসগত বিষয়াদি জুলুম এবং অন্যায়ের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কুরআন শরীফে তারা পাঠ করে যে, হযরত ঈসা মৃত্যুবরণ করেছেন, আবার তাঁকে জীবিতও মনে করে। অনুরূপভাবে কুরআন শরীফে সূরা নূরে পাঠ করে যে, আগত সব খলীফা এ-উম্মত থেকে আসবেন তা সত্ত্বেও হযরত ঈসাকে আকাশ থেকে নামাচ্ছেন। সহী বুখারী এবং মুসলিমে পাঠ করে যে, সে ঈসা, যিনি এ উম্মতের জন্য আসবেন, তিনি এ উম্মত থেকেই আসবেন, তা সত্ত্বেও ইসরাঈলী-ঈসার জন্য অপেক্ষমান। কুরআন শরীফে পাঠ করে, ঈসা পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন না। এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁকে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আনতে চায়। এসব সত্ত্বেও ইসলামের দাবীও করে, আর বলে যে, হযরত ঈসা জড়দেহসহ আকাশে জীবিত উত্থিত হয়েছেন। ইহুদীদের বিতর্ক শুধু আধ্যাত্মিক ***'রাফা'*** সম্পর্কে ছিল এবং তাদের ধারণা ছিল যে, ঈমানদারদের মত ঈসার আত্মা আকাশে উঠানো হয়নি, কেননা তাকে ক্রুশে দেয়া হয়েছে। যাকে ক্রুশে চড়ানো হয় সে অভিশপ্ত অর্থাৎ স্বর্গে আল্লাহ্‌র দিকে তার আত্মা উঠানো হয় না। শুধু এ বিবাদেরই মীমাংসা করার কথা ছিল কুরআন শরীফের। কুরআন যে দাবী করে তা ইহুদী ও খৃষ্টানদের ভ্রান্তিকে অপনোদন করে এবং তাদের বিবাদের মীমাংসা করে। যা নিয়ে ইহুদীদের ঝগড়া ছিল তা হলো, ঈসা মসীহ্ ঈমানদার লোকদের অন্তর্ভুক্ত নন এবং তিনি পরিত্রাণ পাননি এবং তাঁর আত্মার ***'রাফা'*** খোদার দিকে হয়নি।

সুতরাং মীমাংসার বিষয় এটি ছিল যে, ঈসা মসীহ্ (আ.) ঈমানদার এবং খোদার সত্য নবী কি-না? মু'মিনদের মত তাঁর আত্মার ***'রাফা'*** খোদা তাআলার পানে হয়েছে কি হয়নি? কুরআনের মীমাংসার বিষয় শুধু এটিই ছিল। সুতরাং ***'বার্ রাফা'হুল্লাহু ইলাইহি'*** (সূরা নিসা ঃ ১৫৯)–এর অর্থ যদি এটি হয় যে, খোদা তা'লা হযরত ঈসা (আ.)-কে জড়দেহে দ্বিতীয় আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এ কার্য্যের মাধ্যমে বিষয়টির কী নিষ্পত্তি হলো? খোদা তা'লা যেন বিতর্কিত বিষয়কে বুঝাতেই পারলেন না, আর এমন সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ইহুদীদের দাবীর সাথে যার কোন সম্পর্কই নেই। তাছাড়া আয়াতে তো সুস্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে যে, ঈসার ***'রাফা'*** খোদার দিকে হয়েছে। মহাপ্রতাপান্বিত খোদা কি দ্বিতীয়-আকাশে বসে আছেন? বা মুক্তি ও ঈমানের জন্য দেহকেও কি সাথে উঠানো আবশ্যক? আর অদ্ভুত বিষয় হলো, ***'বার্ রাফা'হুল্লাহু ইলাইহি'*** (সূরা নিসা ঃ ১৫৯)-তে আকাশের উল্লেখ নেই বরং এ আয়াতের একমাত্র অর্থ হলো, খোদা মসীহ্‌কে নিজের দিকে নিয়ে গেছেন। এখন বল, হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.), হযরত ইয়াকুব (আ.), হযরত মূসা (আ.) এবং মহানবী (সা.)-কে কি নাউযুবিল্লাহ্, আল্লাহ্‌র দিকে নয়, অন্য কারো দিকে উঠানো হয়েছে? আমি এখানে বিশেষ জোর দিয়ে বলছি, এ আয়াতকে হযরত মসীহের জন্য নির্দিষ্ট মনে করা অর্থাৎ ***'রাফা ইলাল্লাহ'***-কে তাঁর জন্য বিশেষ জ্ঞান করা আর অন্য নবীদেরকে এর বাইরে রাখা কুফরী বাক্য। এর তুলনায় বড় কুফরী নেই। কেননা, এমন অর্থের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.) ছাড়া সকল নবীদের ***'রাফা'*** থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। অথচ মহানবী (সা.) মি'রাজ থেকে এসে তাঁদের ***'রাফা'***র সাক্ষ্যও দিয়েছেন। এ কথাও যেন স্মরণ থাকে যে, ঈসার ***'রাফা'***র' উল্লেখ শুধু ইহুদীদের সাবধান করা ও তাদের আপত্তি খন্ডনের উদ্দেশ্যে ছিল। তাই জানা উচিত, এ ***'রাফা'*** সব নবী, রাসূল ও সকল মু'মিনের জন্য সমান। আর মৃত্যুর পর সকল মু'মিনের ***রাফা*** হয়।

[লেকচার সিয়ালকোট পুস্তিকা বাংলা সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত]

# জুমুআর খুতবা

## “আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় বর্তমানে পৃথিবীর সকল জাতি আর প্রত্যেক দেশে খিলাফতের প্রেমীক বিদ্যমান রয়েছে”

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু’মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২রা নভেম্বর, ২০০৭-এর জুমুআর খুতবা।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

খোদা তা’লার নির্দেশক্রমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন বয়আত গ্রহণের ঘোষণা দেন তখন বয়আতের শর্তাবলীর মধ্যে একটি শর্ত রেখেছিলেন, প্রত্যেক বয়আতকারী তাঁর (আ.)-এর সাথে এমন ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হবে পার্থিব কোন আত্মীয় সম্পর্কের মাঝে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ, প্রেম-প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব এবং সেবাসূলভ অবস্থার এমন দৃষ্টান্তহীন সম্পর্ক হবে যার সাথে জাগতিক কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক তুলনা করতে পারবে না। যদি কোন সম্পর্ক নিয়ে তুলনা করা হয় তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার সামান্য পরিমাণও গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। এটি এমন একটি শর্ত যা আল্লাহ্ তা’লার বিশেষ করুণা ছাড়া পালন করা খুবই কঠিন। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেক সে ব্যক্তি যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে তাঁর হাতে বয়আত করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন অথবা আজ করছেন, স্বানন্দে মহানবী (সা.)-এর এই সত্যিকার প্রেমিক ও দাসের হাতে এ শর্তে বয়আত করছেন,

এবং এ ব্যাপারে কোন ভীতি বা অজুহাত দেখান না যে, কিভাবে এ সম্পর্ক অটুট রাখবো।

আজও যদি কোন আহমদীর শাস্তি হয় অথবা তার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয় তাহলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত সবাই একথাই লিখেন, আমরা আমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং স্ত্রী-সন্তানদের থেকে পৃথক থাকা সহ্য করতে পারি কিন্তু জামা'তের থেকে আলাদা থাকা, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বয়আত থেকে বিচ্যুত হওয়া আমাদের জন্য অসম্ভব। যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা ছাড়া এ সম্পর্ক বন্ধন রক্ষা করা দুরূহ, আর এটি জামা'তের প্রত্যেক সদস্যের প্রতি আল্লাহ্ তা'লারই অনুগ্রহ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেহেতু আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশক্রমে বয়আত নিয়েছিলেন, জামা'তের এ নৌকোও আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ী বানানো হয়েছিল, তাই আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতকারীদের হৃদয়সমূহকে এ সম্পর্কে দৃঢ় করতে চেয়েছেন এবং ভালোবাসাও এতটা বৃদ্ধি করেছিলেন, ফলে তারা সকল জাগতিক আত্মীয়তার চেয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্ককে বেশি প্রিয় জ্ঞান করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর (আ.) সাথে তাঁর প্রেমিকের দল বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, "খোদা তা'লা আমাকে বারংবার সংবাদ দিয়েছেন, আমাকে অনেক সম্মান দিবেন আর মানুষের হৃদয়ে আমার ভালোবাসা প্রথিত করবেন এবং আমার জামা'তকে পুরো বিশ্বে বিস্তৃতি দান করবেন। (তাযাল্লিয়াতে ইলাহীয়া-রূহানী খাযায়েন, ২০তম খন্ড-পৃষ্ঠা:৪০৯)

তাই প্রত্যেক বয়আতগ্রহণকারী নিজ হৃদয়ে হযরত মসীহ্ মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভালোবাসা অনুভব করে। আর আল্লাহ্ তা'লা এ ভালোবাসাকে বৃদ্ধি করেন, বয়আত করার পর বা তাঁর হাতে বয়আতের তাৎপর্য উপলব্ধি করার পর তাঁর সাথে বন্ধন ও ভালোবাসায় একজন আহমদী সমৃদ্ধ হতে থাকেন। এসব কিছু সে খোদার কৃপায় যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তারপর যেভাবে আমি বলেছি, সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে গিয়ে পবিত্র স্বভাবের মানুষকে পৃথিবীর সকল আত্মীয়তার চেয়ে তাঁর সাথে সম্পর্ক ও ভালোবাসায় সমৃদ্ধ করেছেন।

তাই আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান, যাদের হৃদয়কে খোদা তা'লা তাঁর প্রিয় মসীহ্‌র ভালোবাসায় আপ্লুত করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ্ তা'লার সম্মুখে নত হয়ে ঈমানে উন্নতি, সৎকর্ম সম্পাদন করে নিজেদের চোখের অশ্রুদ্বারা এ ভালোবাসার পরিচর্যা করতে থাকবো, ততক্ষণ এ ভালোবাসা ও সম্পর্কের কল্যাণদ্বারা আমরা আশিসমন্ডিত হতে থাকবো। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সেসব নিয়ামতের উত্তরাধিকারী হতে থাকবো। আল্লাহ্ করুন যেন এ ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে আর এ কারণে আমরা আল্লাহ্ তা'লার পুরষ্কাররাজি ও নিরাপত্তার অংশীদার হতে থাকবো।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্রকরণ শক্তি আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এ প্রেমিকের দলকে এমন তরবীয়ত করেছে যার ফলে বংশ পরম্পরায় এ ভালোবাসার ধারাবাহিকতা চলে আসছে। বরং যেভাবে আমি বলেছি, নবাগতদের মধ্যেও এ ভালোবাসা ক্রমোন্নতি করছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে যখন আল্লাহ্ তা'লা সংবাদ দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর সময় সন্নিকট তখন তিনি আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকা রচনা করেন আর এতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মৃত্যুর সংবাদ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন:-

"অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে এটিই খোদার বিধান যে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে

**"আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান আল্লাহ্ তা'লা যাদের হৃদয়কে তাঁর প্রিয় মসীহ্‌র ভালোবাসায় আপ্লুত করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ্ তা'লার সম্মুখে নত হয়ে ঈমানে উন্নতি, সৎকর্ম সম্পাদন করে নিজেদের চোখের অশ্রুদ্বারা এ ভালোবাসার পরিচর্যা করতে থাকবো, ততক্ষণ এ ভালোবাসা ও সম্পর্কের কল্যাণদ্বারা আমরা আশিসমন্ডিত হতে থাকবো।"**

ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; তাই এখন খোদা তা'লা তাঁর চিরন্তন রীতি পরিহার করবেন এটি অসম্ভব। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দু:খিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও আবশ্যক এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়ঃ। কেননা, এটি স্থায়ী, যার ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সে দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের জন্য সে দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে। যেহেতু বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সে প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্পর্কে নয় বরং তা তোমাদের সম্বন্ধে। যেমন খোদা তা'লা বলেন, 'আমি তোমার অনুবর্তী এ জামা'তকে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যের উপর প্রাধান্য দিব' তাই তোমাদের জন্য আমার বিচ্ছেদদিবস উপস্থিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যেন এরপর সে প্রতিশ্রুত দিবস আগমন করে যা চিরস্থায়ী। আমাদের সে খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী খোদা। তিনি তোমাদেরকে সেসব কিছু দেখাবেন যা তিনি অঙ্গীকার করেছেন।" (আল্ ওসীয়্যত-রূহানী খাযায়েন, ২০তম খন্ড-পৃষ্ঠা:৩০৫-৩০৬)

যখন আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে তাঁর মান্যকারীদের অন্তরে তাঁর জন্য ভালোবাসা জন্ম নিয়েছিল আর এ ভালোবাসা পার্থিব ভালোবাসার সম্পর্কের উপর প্রাধান্য লাভ করেছিল, প্রাধান্য লাভ করারই কথা, কেননা, তাঁর যুগে যারা তাঁকে ভালোবেসেছে তাদের চিত্তে উৎকণ্ঠা এবং দু:খ জন্ম নিয়ে থাকবে। তাই তিনি তাদের প্রশান্তির জন্য বলেছেন, এতে তোমাদের অন্তর দু:খিত ও উৎকণ্ঠিত যেন না হয়। এ নৌকো যা খোদা তা'লা স্বয়ং তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে বানিয়েছেন তা এমনিই বিনষ্ট হতে দেবেন না বরং আমার যাবার পরে তোমাদের আত্মিক প্রশান্তির জন্য তোমাদেরকে দ্বিতীয় কুদরতও দেখাবেন।

তাই মসীহ্ মাওউদ ও যুগ ইমাম হিসেবে তিনি বলেন, আমার প্রতি ভালোবাসা

"খোদা তা'লা আমাকে বারংবার সংবাদ দিয়েছেন, আমাকে অনেক সম্মান দিবেন আর মানুষের হৃদয়ে আমার ভালোবাসা প্রথিত করবেন এবং আমার জামা'তকে পুরো বিশ্বে বিস্তৃতি দান করবেন।"

তোমাদের হৃদয়ে বলবৎ থাক। কিন্তু আমার নামে আমার প্রতিনিধিত্বে খোদা তোমাদেরকে যে দ্বিতীয় কুদরত দেখাবেন তাঁর প্রতিও ভালোবাসার প্রকাশ করে সর্বদা তাঁকে আঁকড়ে ধরবে কেননা দ্বিতীয় কুদরত হবে স্থায়ী।

এখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক খিলাফতের প্রতিষ্ঠান সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। খিলাফত এখন স্থায়ীভাবে তোমাদের সাথে থাকবে এ কথা বলে খিলাফতের গুরুত্ব এবং এর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক, বিশ্বাস ও আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছে, আমার নামে বয়আত গ্রহণকারীদের সাথে এ অঙ্গীকার পালন করবে। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসার স্ফুলিঙ্গও তিনি অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এ অঙ্গীকার তোমার সম্পর্কে এবং তা স্থায়ী; একথা বলে তাঁর মান্যকারী হৃদয়কে প্রস্তুত করে দিয়েছেন যে, দ্বিতীয় কুদরত দেখানোর যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন এ প্রতিশ্রুতি তখনই পূর্ণ হবে যখন তোমাদের হৃদয়ে এ কুদরতের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করবে।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বিশ্বাসীদের জামা'তের সাথে এ অঙ্গীকার করেছেন, আর তাদের সাথেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন যারা ঈমানে উন্নতি করে, তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যারা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ ঈমান রেখে এ বিশ্বাসে উপনীত যে, খিলাফত খোদা তা'লার পুরস্কার সমূহের মধ্যে একটি পুরস্কার, যার হাতে বয়আত করা আবশ্যক। সুতরাং সকল পবিত্র আত্মা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ বার্তা বুঝেছেন আর খলীফার হাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুগ খলীফার সাথে নি:স্বার্থ ও অতুলনীয় বিশ্বাস ও ভ্রাতৃত্বের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে আর আজও দেখাচ্ছে। এটিই জামা'তের দৃঢ়তা এবং শক্তির কারণে

পরিনত হচ্ছে, আর যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন, তিনি তোমাদেরকে সেসব কিছু দেখাবেন যার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি প্রতি মূহুর্ত ও সর্বদা পূর্ণ হবার দৃশ্য প্রত্যেক আহমদী প্রতিনিয়ত দেখছে।

সুতরাং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন, এটি সে জামা'ত যার প্রত্যেক সদস্য, শিশু, যুবক, পুরুষ ও নারীর মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা আপন প্রতিশ্রুতি মোতাবেক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা পরিপূর্ণরূপে ভরে দিয়েছেন। এটি সকল কুদরতের আঁধার আর এক ও অদ্বিতীয় খোদার পক্ষ থেকে আহমদী জামা'তের সত্যতার প্রমাণ। এটি একথারও প্রমাণ বহন করে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিশ্চিত সেই মসীহ্ ও মাহ্দী যাঁর এ যুগে আবির্ভূত হবার কথা এবং মহানবী (সা.) যাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাঁর (আ.) পরে খিলাফতের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত সত্য ও সঠিক নেযাম এটি তারও জলন্ত প্রমাণ।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর স্কন্ধে গোটা বিশ্বকে মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে আনার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন আর আহমদীয়া খিলাফতের ব্যবস্থাপনাও এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর দাসত্ব গ্রহণ করা অর্থ হচ্ছে, এক ও অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত এবং তাঁর নির্দেশাবলীর উপর অনুশীলন। সুতরাং খিলাফতে আহমদীয়া এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর প্রতি ভালোবাসা প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা.) এবং খোদা তা'লার প্রতি ভালোবাসারই একটি নমূনা। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রেমীকদের মধ্যে ঐক্য দেখা যায়, তা মূলতঃ খোদার ভালোবাসা অন্বেষনের জন্য।

আজ বিশ্বের ১৯০টি দেশের বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ভাষার মানুষ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্য এবং তাঁর পরে তাঁর খিলাফতের জন্য যে ভালোবাসা ধারণ করেন এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পক্ষে আল্লাহ্ তা'লার সমর্থনের একটি উজ্জল নিদর্শন। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন রঙ ও ভাষাকে একটি নিদর্শন বলেছেন।

যেভাবে বলা হয়েছে,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿۲۳﴾

*(সূরা আর্ রূম.২৩)* অর্থাৎ, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আকাশসমূহ্ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণে প্রভেদ সৃষ্টি করাও অন্যতম নিদর্শন। নিশ্চয় এর মধ্যে জ্ঞানী লোকদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

আজ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বার্তা শুনে ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও ভাষার মধ্যে প্রভেদ সত্বেও পবিত্র স্বভাবের মানুষ তাঁর (আ.) হাতে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। তাঁর কাছে সমবেত হওয়া এবং তাঁর পরে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে যে খিলাফতের ব্যবস্থাপনা প্রবর্তিত রয়েছে তার সাথে ভালোবাসার এ সম্পর্কও আল্লাহ্ তা'লার সে সমর্থনপুষ্ট নিদর্শনের মধ্য থেকে একটি নিদর্শন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যেসব নিদর্শনাবলী পূর্ণ হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম নিদর্শন।

গত খুতবায় আমি আমার অপারেশনের কথা বলেছিলাম, ফলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারীরা যে ভালোবাসা ও প্রেম-প্রীতি প্রকাশ করেছে তা আমাকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রিয় জামা'তের

**"এটি সে জামা'ত যার প্রত্যেক সদস্য, প্রতিটি শিশু, যুবক, পুরুষ ও নারীর মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা আপন প্রতিশ্রুতি মোতাবেক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা পরিপূর্ণভাবে ভরে দিয়েছেন। এটি সকল কুদরতের আঁধার আর এক ও অদ্বিতীয় খোদার পক্ষ থেকে আহমদী জামা'তের সত্যতার প্রমাণ। তাঁর (আ.) পরে খিলাফতের ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত সত্য ও সঠিক নেযাম এটি তারও জলন্ত প্রমাণ।"**

প্রতি ভালোবাসায় কয়েক গুন সমৃদ্ধ করেছে। আহমদীদের ভালোবাসার অদ্ভূত ও আশ্চর্য প্রকাশ ছিল। কেউ বলছিল, যদি পিত্ত পরিবর্তন করা যায় তাহলে আমার পিত্ত আপনার জন্য হাজির আছে। একেকজন একেকভাবে ভালোবাসার বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এখনও এমন পত্র আসছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে এমন জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন যা একটি শরীরের ন্যায় আর খিলাফত এতে 'হৃদয়' এর মর্যাদা রাখে। যদি সাধারন মুসলমানদের কষ্ট হয় তাহলে মহানবী (সা.) বলেছেন, এমন অনুভব কর যেভাবে তোমার শরীরের কোন অঙ্গ কষ্ট পেয়েছে আর যদি হৃদয়'এ কষ্ট হয় তাহলে কি অবস্থা হয়, এগুলো ছিল তাদের যুক্তি-প্রমাণ। চিঠি-পত্র ছিল আবেগে ভরা। যদিও পিত্তের অপারেশন অত্যন্ত সাধারণ অপারেশন, আর আধুনিক পদ্ধতিতে যদি অপারেশ করা হয় আর আগে-পরে কোন জটিলতা দেখা না দেয় তাহলে বেশি কষ্টও হয় না। কিন্তু এতদসত্বেও যখন তারা শুনেছে, বড়-বড় শিক্ষিত মানুষ যারা এ ব্যাপারে ভালোভাবে অবহিত বরং ডাক্তাররাও, অশিক্ষিত, সাধারণ মানুষ, আফ্রিকাতে বসবাসকারী, বিভিন্ন দ্বীপে বসবাসকারী, ইউরোপ ও আমেরিকা আর এশিয়াতে বসবাসকারী আহমদীরাও অত্যন্ত উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠিত ছিলেন, এবং এভাবে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দোয়ায় রত হন আর তাদের আবেগের বহি:প্রকাশ ঘটান যা থেকে একান্ত ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার আবেগ প্রস্ফুটিত হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ প্রেমিকদেরকে সর্বদা তাঁর নিরাপত্তায় রাখুন। সকল দু:খ -বেদনা থেকে তাদেরকে নিরাপদ রাখুন। এ সম্পর্ক বিভিন্ন জাতি আর বর্ণের মধ্যে এমন এক ঐক্যের সৃষ্টি করেছে তা সর্বদা প্রতিষ্ঠিত রাখুন। যেভাবে আমি বলেছি, পাশ্চাত্য, প্রাচ্য, উত্তর, দক্ষিণ সর্বত্র প্রত্যেক দেশে বসবাসকারীরা এমন আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করেছে যে, নিরূপায় হয়ে অযাচিতভাবে মুখ থেকে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করতে হয়।

কতক চিঠি পড়ার ফলে আমি চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ প্রিয়ভাজনদের জন্য আমিও কি এতটা উদ্বিগ্ন হই কিনা। আল্লাহ্ করুন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ প্রিয়ভাজনদের জন্য আমার ভালোবাসার মানও উন্নত থেকে উন্নততর হোক।

পূর্বেও একবার আমি দোয়ার আবেদন করেছি, দোয়া করুন যেন আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারি। এখন আবারো দোয়ার আবেদন করছি, আল্লাহ্ তা'লা পূর্বের তুলনায় যেন আরো বেশি স্নেহ ও ভালোবাসার সাথে দায়িত্ব পালনের তৌফিক দেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বর্তমানে পৃথিবীর সকল জাতি আর প্রত্যেক দেশে খিলাফতের প্রেমীক বিদ্যমান রয়েছে।

"যতক্ষণ পর্যন্ত জামা'ত এবং খিলাফতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত আহমদীয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক যেভাবে এ খিলাফত স্থায়ী তদ্রুপে এ ভালোবাসাও স্থায়ী থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে যে আবেগ আমি প্রত্যক্ষ করেছি তা একথাই বলছে, এবং এ সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি সত্য, আর এ পুরষ্কার সর্বদা স্থায়ী থাকবে।

যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বর্তমানে পৃথিবীর সকল জাতি আর প্রত্যেক দেশে খিলাফতের নিষ্ঠাবান প্রেমীক বিদ্যমান রয়েছে। নিষ্ঠাবান প্রেমিকদের যে জামা'ত আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দান করেছেন, তারা আপন প্রজন্মের মধ্যেও এ ভালোবাসা কানায়-কানায় ভরে দিয়েছেন। আজ নতুন জাতি থেকে অংশ গ্রহণকারীরাও এ আবেগে আপ্লুত। এবছর যুক্তরাজ্যের জলসায় যেসব নবাগত জামা'ত যোগদান করেন, এবছরে যোগদানকারী নতুন দেশসমূহ থেকে একজন নবাগত আহমদী এসেছিলেন। ব্রাজিলের নিকটবর্তী ছোট্ট একটি দ্বীপ

**"যতক্ষণ পর্যন্ত জামা'ত এবং খিলাফতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত আহমদীয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। আর আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক যেভাবে এ খিলাফত স্থায়ী তদ্রুপে এ ভালোবাসাও স্থায়ী থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।"**

রয়েছে, সেখানকার বাসিন্দা। ফ্রান্স থেকে পুনরায় যখন আমাদের প্রতিনিধি দল সেখানে যায় তখন তারা বলেছে, জলসা থেকে ফিরে গিয়ে সেসব নবাগত একটি নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে তবলীগি অভিযান আরম্ভ করেছে আর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার বহি:প্রকাশ এত বেশি যে, দেখে মানুষ আশ্চর্য হতো। সবসময় খিলাফতের প্রতি ভালোবাসার কথা বলতে থাকে। ফিরে গিয়ে তিনি বেশ কিছু বয়আত করিয়েছেন। এ হলো আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া, কিভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও ইসলামের প্রতি ভালোবাসা যা মানব হৃদয়ে জন্ম নিচ্ছে।

তাই আল্লাহ্ তা'লা এ করুণা এখন এতটা বেড়েছে আর মানুষ এর জ্ঞান ও তাৎপর্য এমনভাবে উপলব্ধি করেছে, এখন ফিতনা সৃষ্টিকারীরা হাজার চেষ্টা করেও এ চাড়া যা এখন মজবুত বৃক্ষে পরিণত হয়েছে তাকে ধ্বংস করতে পারবে না। এখন এমন কোন শক্তি নেই যা একে উপড়ে ফেলতে পারে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'ত তাদের প্রভুর সাথে এমন দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যে, এখন কোন ঝড়, ঝঞ্ঝা একে ধ্বংস করতে পারবে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ বার্তা যে, দ্বিতীয় কুদরত দেখাও তোমাদের জন্য আবশ্যক আর এটি স্থায়ী এবং তোমার জন্য এ প্রতিশ্রুতি; এমন দৃঢ়ভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রিয়রা একে ধরেছে যে, বাঁধাহীনভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতায় হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লার এ রজ্জুকে ধরার বরকতে জামা'ত জামা'তের মূল দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। এটি সে বৃক্ষ যা সদা বসন্ত ও চির সবুজ বৃক্ষ। আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা একে প্রতিষ্ঠিত ও চির সবুজ রাখুন।

আমাদের মধ্য থেকে কখনও কেউ যেন শুষ্ক পাতার ন্যায় এথেকে ঝরে পরার উপক্রম না হয়। আর সর্বদা আমরা সে আশিস লাভ করতে থাকি যা সেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কারণে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খোদা তা'লার কাছ থেকে জেনে আমাদেরকে যার শুভসংবাদ দিয়েছেন। সর্বদা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, দৃঢ় সম্পর্ক এবং এর কল্যাণ আমাদের ঈমানের দৃঢ়তা ও দোয়ার সাথে শর্তযুক্ত। তাই এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রেখে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক আরো দৃঢ় করতে থাকুন। দোয়ার মাধ্যমে এ পবিত্র বৃক্ষের পরিচর্যা করতে থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা এর তৌফিক দান করুন।

আমি সেসব আহমদী ডাক্তার সাহেবদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা এ সময় প্রতিটি মূহুর্ত উপস্থিত থেকে নিজেদের আবেগের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা অস্ত্রপচারকারী ডাক্তার মার্কাস রেড্ডি (Marcuis Reddy)-কেও পুরষ্কৃত করুন, তার সাথে আমাদের আহমদী ডাক্তার মুজাফ্‌ফর আহমদ সাহেব ছিলেন, যিনি ব্যক্তিগতভাবে একজন সার্জন। পার্ক সাইড হাসপাতালে এ অপারেশন হয়েছিল। সেখানকার ব্যবস্থাপনাও যথেষ্ট সহযোগীতা করেছে বরং এমন মনে হচ্ছিল, যেভাবে কোন আহমদী হাসপাতালেই এ অপারেশন হচ্ছে। সেখানকার ষ্টাফ, ডাক্তার ও মানুষজন এটি দেখে আশ্চর্য হচ্ছিল যে, অপারেশনের ব্যাপারে প্রত্যেক রোগীই কিছু না কিছু চিন্তিত থাকে। আমার ব্যাপারে বলাবলি করছিল, ইনি একবারেই স্বাভাবিক। বরং একথাও বলছিল, তোমার কোন রক্ত চাপ বা উদ্বেগ একেবারেই নেই, পক্ষান্তরে তোমার চেয়ে আমাদেরই দু:শ্চিন্তা বেশি।

আমি ভাবছিলাম এরা কি জানে যে, আল্লাহ্ তা'লার করুণা কিভাবে বর্ষিত হয়। আর লক্ষ-লক্ষ আহদীর দোয়া কি কাজ করছে। কেননা এসব লোকের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি একেবারেই অপ্রজোয্য। আল্লাহ্ তা'লা এসব দোয়াকারীদেরকেও উত্তম প্রতিদান দিন আর সর্বদা তাদের সকল পূণ্য বাসনা ও দোয়া কবুল করুন।

**[হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত।]**


# To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৮ জুন ২০১৪

*In the Name of Allah, The Most Gracious, Ever Merciful.*

# Al Islam

*Love for All, Hatred for None*

# আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নেতার জার্মানিতে আরেকটি নতুন মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

## হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) জার্মানির কারবেন শহরে 'সাদিক মসজিদ' এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আনন্দের সাথে ঘোষণা করছে যে, গত ৭ জুন ২০১৪ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শ্রদ্ধেয় নেতা ও পঞ্চম খলিফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) জার্মানির কারবেন শহরের প্রথম মসজিদের স্থাপন ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। শ্রদ্ধেয় হুযূর (আই.) এ মসজিদের নাম দেন 'সাদিক মসজিদ'

(সত্যবাদীর মসজিদ)।

আনুষ্ঠানিক পর্ব শুরু হয় জার্মানি জামা'তের ন্যাশনাল আমীর আবদুল্লাহ ওয়াগিসহাউসারের স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে। এরপর সংস্কৃতি ও সমন্বয় বিষয়ক কাউন্সিলর ফিলিপ ভন লিওনার্দি ও নগর সংসদে গ্রিন পার্টির নেতা মারিও শেফার জামা'ত সম্পর্কে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন।

শ্রদ্ধেয় হুযূর (আই.) তাঁর মূল বক্তব্যে কারবেন শহরের অধিবাসীদের প্রশংসা করেন; কেননা, তারা এখানে বিভিন্ন অবস্থান ও সংস্কৃতি মানুষের একসঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করেছেন। এটি এ অঞ্চলের মানুষের 'মানবদরদী' গুণের বহিঃপ্রকাশ।

এই মসজিদের নামের উল্লেখ করে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

'এই মসজিদকে 'সত্যবাদীর মসজিদ' বলা হচ্ছে, সুতরাং আহমদী মুসলমানদের কথা ও কাজে সত্যবাদিতা, সততা ও নৈতিকতা প্রতিফলিত হওয়া উচিত। এটি সুনিশ্চিত যে, যখন এ মসজিদের কাজ সম্পূর্ণ হবে তখন এ অঞ্চলের মানুষ দেখতে আসবে আহমদীরা যা তবলিগ করেন ও চতুর্দিকে যে সত্য প্রচার করেন তার চর্চা নিজেরাও করেন।'

শ্রদ্ধেয় হুযূর (আই.) স্বদেশকে ভালোবাসার গুরুত্বও তুলে ধরেন।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি স্বদেশকে ভালোবাসা প্রকৃত মুসলমানের অনন্য বৈশিষ্ট্য। কারো মধ্যে যদি এ বৈশিষ্ট্যের অভাব থাকে তবে তার ঈমানে ঘাটতি রয়েছে।'

তাঁর বক্তব্যের পর শ্রদ্ধেয় হুযূর (আই.) সাদিক মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। শ্রদ্ধেয় হুযূর (আই.) এর পবিত্র সহধর্মিনী মোহতরমা আমতুল সাবুহ বেগম সাহেবাও একটি প্রস্তর স্থাপন করেন। এরপর কেন্দ্রীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক কর্মকর্তারা একটি করে প্রস্তর স্থাপন করেন। একজন অ-আহমদী বিশেষ অতিথিও একটি প্রস্তর স্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানটি হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) এর নেতৃত্বে নীরব দোয়ার মাধ্যমে শেষ হয়।

**অনুবাদ : কিশওয়ার হাসিন দিশা**
তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক,
লন্ডন, যুক্তরাজ্য

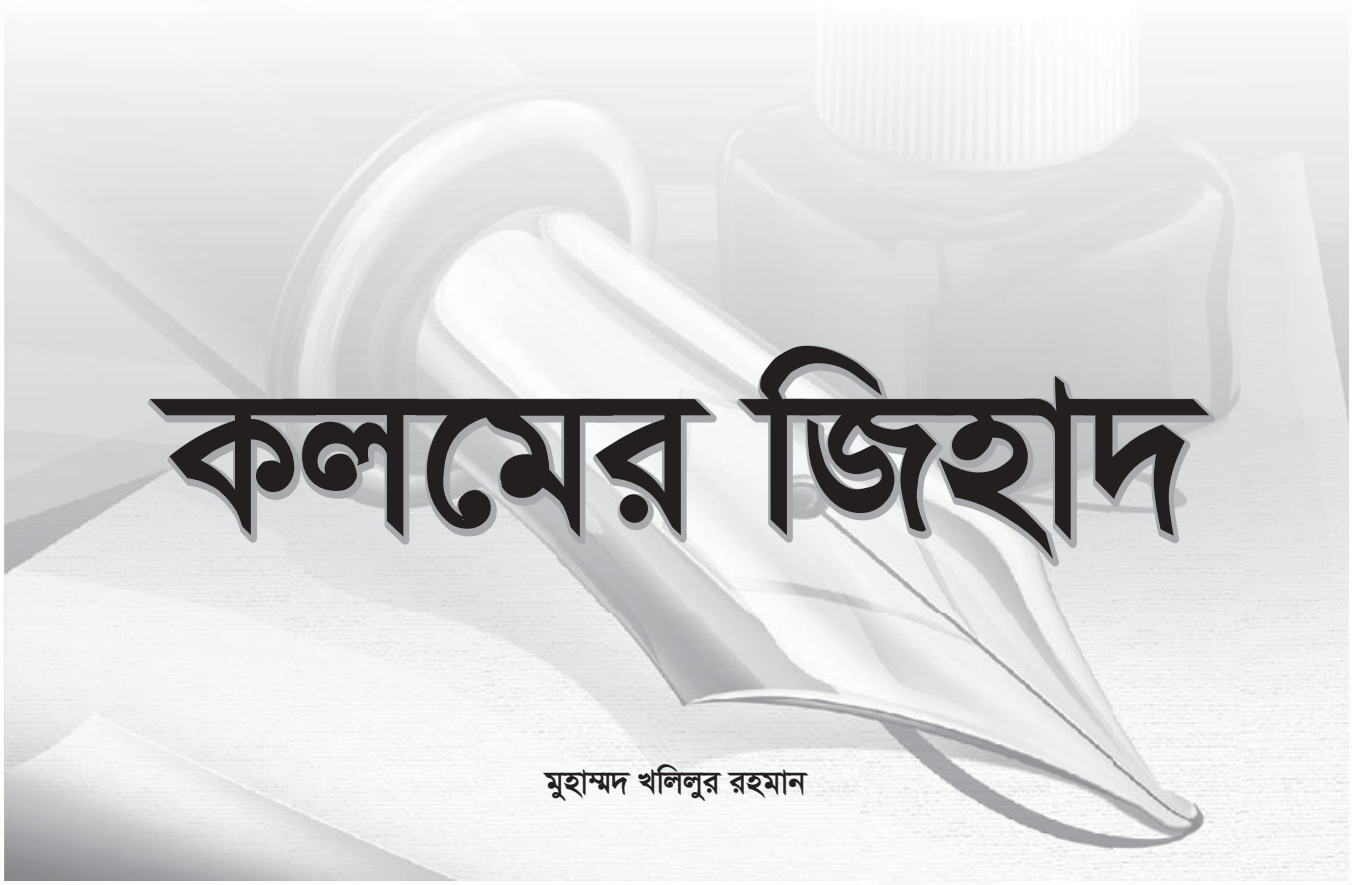

# কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-১৯)

## (৬) আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ফতোয়া

"আহলে হাদীসগণ ইসলামী উম্মতের 'ইজমা' অনুযায়ী মুরতাদ, কাফির এবং ইসলাম থেকে খারিজ। যারা তাদের কথা বিশ্বাস করবে, তারা কাফির ও গোমরাহ হবে, তাদের পেছনে নামায পড়া, তাদের যবাই করা পশু খাওয়া মুরতাদের দলভুক্ত হওয়ার সামিল (৭৭ জন আলেমের দস্তখত সহ লক্ষ্ণৌ থেকে মুহাম্মদ কাদেরী প্রকাশিত ফতোয়া)।"

## আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ফতোয়া

সত্তর জন দেওবন্দী আলেম কর্তৃক স্বাক্ষরিত ফতোয়া জারী ক'রে তাতে আহলে হাদীস সম্প্রদায়কে তারা কাফের ফতোয়া দেন এবং বলেন যে, তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা, তাদেরকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেয়া শরীয়ত অনুযায়ী নিষিদ্ধ এবং ধর্মের জন্য ফিতনা ও ভয়ের কারণ। (বিজ্ঞাপন, আবু আলাই ইলেকট্রিক প্রেস, আগ্রা থেকে প্রকাশিত)।

*উপরোক্ত ফতোয়াসমূহ পাঠ করার পর একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট, ইসলামের বিভিন্ন ফিরকা একে অপরকে কুফরী ফতোয়ায় 'আখ্যায়িত' করেছে। কুফরী ফতোয়ার কারণে যদি ফতোয়াপ্রাপ্ত গোষ্ঠী সত্যি সত্যিই কাফের বলে সাব্যস্ত হয় তাহলে ইসলামী ফিরকাসমূহের মধ্যে কাফের হতে আর কারো বাকী নেই।[২০]*

## (৭) বর্তমানকালের মোল্লাতন্ত্রঃ মুসলমানকে অমুসলমান বানানোর আনন্দে মাতোয়ারা

ফতোয়া–বিশারদ বিভিন্ন মত ও পথের আলেম সম্প্রদায় সকল প্রকার প্রগতিমূলক কর্ম প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে ফতোয়ার প্লাবন বইয়ে চলেছেন। ফলে জনসাধারণের মধ্যে এদের প্রভাব দিন দিনই ক্ষীণ এবং মূল্য–হীন হয়ে পড়েছে। আর এই অবস্থা উপলব্ধি করে তারা এখন নিজেরা সরাসরি ফতোয়া না দিয়ে কোন রাষ্ট্রীয় শক্তির ছত্র–ছায়ায় থেকে তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করতে তৎপর। আর এজন্য বিভিন্ন দেশে এইসব আলেম সম্প্রদায় নিজ নিজ সরকারের নিকট তাদের বিপক্ষকে অমুসলমান ঘোষণার জোর দাবী জানিয়ে আসছেন। কিন্তু ফতোয়াবাজ মোল্লারা ইসলামের আসল শিক্ষা ভুলে গেছে যা খুবই দুঃখজনক। মহানবী (সা.) বলেছেন, "যদি কেউ কাউকে কাফির বলে আর ঐ ব্যক্তি যদি কাফির না হয়ে থাকে তাহলে যে কাফির বলল সে কাফির হয়ে যায়।" (মুসলিম)। আমরা উপরে উল্লেখ করেছি একদল অপর দলকে যে ঢালাওভাবে কাফির আখ্যা দিয়েছে তাতে ঐ হাদীস অনুযায়ী কে যে ইসলামের গন্ডির মধ্যে অবশিষ্ট থাকে তা বলা খুবই মুস্কিল। আর এ জন্যই পাঞ্জাব দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে জাষ্টিস মুনির ও জাষ্টিস কায়ানী বলেছিলেন, "মুসলমানদের কোন দলই মুসলমানের

সংজ্ঞার ব্যাপারে একমত হতে পারেনি। একদলের অভিমত গ্রহণ করলে অবশিষ্ট সকল দলই ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়, আর এজন্য আমরা এ ব্যাপারে কোন নূতন সংজ্ঞা দিতে গেলাম না। কেননা, তাতে সেই একই অবস্থার অবতারণা হবে (পাঞ্জাব তদন্ত আদালতের রিপোর্ট–পাকিস্তান পাবলিকেশন থেকে সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত)।

***আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মীর্যা তাহের আহমদ (রাহে.) বলেন ঃ***

"শুরুতে সাধারণতঃ প্রতিটি ধর্মই এক এবং অবিভাজ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু, কালের পরিক্রমায় সেগুলোর মধ্যে বিভেদ ও বিভক্তির উৎপত্তি হয়ে থাকে এবং ক্রমাগতভাবে বিভিন্ন শাখা–প্রশাখার সৃষ্টি হয়।--- এমতাবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন ফির্কার/দল-উপদলের দৃষ্টিকোণ থেকে উৎসমূলের সেই একই ধর্ম তখন ভিন্ন ভিন্ন রঙ পরিগ্রহ করে। একেক ফির্কার অনুসারীরা একেক রঙের চশমা পরে একই উৎসের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখে থাকেন। ইসলামের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। এটা কেবল সুন্নী–ইসলাম আর শিয়া–ইসলামের এবং তাদের দৃষ্টিতে শরীয়তের ব্যাখ্যার বিষয় নয়। শিয়া–ইসলামের মধ্যেই ৩৪ টি ফির্কা রয়েছে, যাদের শরীয়তের ব্যাখ্যার মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ রয়েছে। আবার, সুন্নী ইসলামের মধ্যে আরো কম পক্ষে ৩৪টি ফির্কা রয়েছে, যাদের শরীয়তের ব্যাখ্যা একে অপরের পরিপন্থী।

এমন অনেক বিষয় আছে, যেখানে কোন দুই ফির্কা ও দুই উলামা, একমত নন। কেবল ছোটখাট বিষয় নয়; এমন অনেক মৌলিক বিষয়ও রয়েছে, যেগুলোর ক্ষেত্রে তারা ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন। কেবল 'মুনির তদন্ত কমিশন রিপোর্ট'–টি একবার পড়ে দেখুন, আপনারা বুঝে যাবেন। বিচারপতি মুনির ছিলেন পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি। ...তদন্ত চলাকালে বহু মুসলিম উলামাকে বিচারপতি মুনিরের সামনে উপস্থিত করা হয়। তাদের কাছে তিনি পরিস্কার ভাষায় জানতে চান, মুসলমানের সংজ্ঞা কী? আর তাদের দেওয়া এই সংজ্ঞা কি অন্যান্য ফির্কার কাছেও গ্রহণযোগ্য? এই সংজ্ঞা কি সবার ওপর সমভাবে প্রয়োগ করা যাবে? এর দ্বারা কি আমরা বলতে পারবো যে, হ্যাঁ, 'এই হলো মুসলমান' এবং 'ঐ হলো অমুসলিম'। তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে বিচারপতি মুনির বলেন, তদন্তকালে যতগুলো মুসলিম আলেমের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কোন দুই জন উলামাই মুসলমানের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে একমত হতে পারেন নি। এই তদন্ত কমিটিতে বিচারপতি মুনিরের সহযোগী ছিলেন বিচারপতি কায়ানী। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রসবোধের অধিকারী ছিলেন তিনি। তদন্তকালে বিশেষ কোন একজন আলেম যখন বলেন, তিনি বিষয়টি আরেকটু ভেবে দেখতে চান। তখন জবাবে বিচারপতি কায়ানী বলেন, আমি আপনাকে আর সময় দিতে পারি না। কেননা, আপনারা [আলেমগণ] ইতোমধ্যেই এ নিয়ে চিন্তা করার জন্য তেরশ বছরের বেশি সময় পেয়েছেন। এই সময় কি যথেষ্ট নয়? যদি তের শতাব্দী এবং আরো কয়েক বছরেও আপনার ইসলামের সংজ্ঞার মতো একটি মৌলিক বিষয়ে আপনাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে না পারেন, তাহলে এখন আর কি–ই বা সংজ্ঞা দিবেন? আর কতো সময়ই বা লাগাবেন?

সুতরাং এটি অত্যন্ত গুরুতর একটি বিষয়। যদি শরীয়ত সম্পর্কে কোন একটি ফির্কার ব্যাখ্যা বলবৎ করা হয়, তাহলে কেবল যে অমুসলিমগণই রাষ্ট্রের আইন–প্রণয়নে ভূমিকা রাখার মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, তা–ই নয়; বরং ইসলামের মধ্যেও এমন অনেক ফির্কা থাকবে, যারা [অমুসলিমদের মতো একইভাবে] এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।" [২১]

ইসলাম এসেছিল দুনিয়ায় সকল অমুসলমানকে মুসলমান বানাতে, সমগ্র বিশ্বে ইসলামের ঝান্ডাকে উড্ডীন করতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তথাকথিত উলামা সমাজ, সেদিকে নিজেদের শক্তি ও সামর্থকে প্রয়োগ না করে তাদের সমস্ত শক্তির অপচয় ঘটিয়েছেন এই কুফরী ফতোয়ার মধ্যে। তারা যেন মুসলমানকে অমুসলমান বানিয়ে আনন্দ পান বেশী। এই অবস্থা দেখে মহানবীর (সা.) সেই পবিত্র বাণীই বার বার মনে পড়ছেঃ" উলামাউহুম–শাররুমান তাহতা আদিমিচ্ছামায়ী, মিন ইনদিহিম তাখরুজুল ফিতনাতু ওয়া ফিহিম তাউদ–অর্থাৎ ঐ সব আলেমরা আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হবে। তাদের মধ্যেই ফেতনা জন্ম নিবে এবং তার ফলাফল তাদের মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করবে।" (বায়হাকী, মিশকাত)। আজ এই হাদীসের সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে দেখা যাচ্ছে।

এখানে কুরআন ও হাদীস থেকে পুনরায় দুটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে তোমরা তাদেরকে 'মোমেন নও' বলো না" (সূরা নেসা ১৩ রুকূ) অর্থাৎ যারা সালাম বলবে তাদেরকে কাফির বলা অনুচিত। নবী করীম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায পড়ে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের যবাই করা প্রাণীর মাংস খায় সে মুসলমান। তার নিরাপত্তার দায়িত্ব আল্লাহ্ ও রসূলের উপরে। সুতরাং আল্লাহ্‌র এই দায়িত্বভারের অবমাননা করো না, একে তুচ্ছ জ্ঞান করো না এবং এর মর্যাদাহানীও করো না" (বুখারী–কিতাবুস সালাত)।

## (৮) হযরত ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে 'কুফরী' ফতোয়ার ভবিষ্যদ্বাণী

এমনি যুগে যুগে আগত মোজাদ্দেদবৃন্দকেও সমসাময়িক আলেমরা ফতোয়ার তরবারিতে বার বার আঘাত হেনেছে। ইমাম মাহদী (আ.) সম্বন্ধে পূর্ব থেকে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। "সমসাময়িক মৌলবী–মৌলানা যারা পূর্বপুরুষদের ও পীর–পুরোহিতদের অন্ধ-অনুকরনে অভ্যস্ত তারা বিরোধিতা করবে এবং চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে কুফরী ও গোমরাহির ফতোয়া দিবে এবং তাঁকে অস্বীকার করবে" (মকতুবাত ২য় খণ্ড ৫৫ নং মকতুব)। হযরত মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবী বলেছেন, "যখন ইমাম মাহদী (আ.) জাহির হবেন তখন মোল্লা-মৌলবীরাই তাঁর প্রধান শত্রু হবে" (ফতুহাতে মক্কিয়া ৩৭৪ পৃঃ)। এমন কি মৌদুদী সাহেব পর্যন্ত বলেছেন, 'ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে মৌলবী ও সুফী

সাহেবরাই সবার আগে চিৎকার শুরু করবেন (ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন ২৫পৃঃ)।

উক্ত পুস্তকে আরো উল্লেখিত হয়েছে যে, পূর্ববতী যুগেও সর্বজনমান্য ইমামদের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে । যেমন ইমাম আবু হানিফা (রা.) বনী–উমাইয়া ও বনী–আব্বাস উভয়ের আমলে বেত্রদণ্ড, কারাদণ্ড ভোগ করেন। এমনকি অবশেষে তাঁকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করা হয়। ইমাম মালিককে (রা.) আব্বাছিয়া বাদশা মনসুরের আমলে ৭০ টি বেত্রদণ্ড দেওয়া হয় এবং এমন ভীষণভাবে তাঁকে পিঠমোড়া করে বাঁধা হয় যে, তাঁর হস্তদ্বয় শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ওপর সমকালীন শাসক মামুন, মো'তাসিম ও ওয়াসিক তিন জনের আমলেই অনবরত নির্যাতন চালানো হয়। (ঐ ৪৩ পৃঃ)

একই ধারাবাহিকতায় হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)–কে মসীহ ও মাহদী হবার দাবির ঘোষণার পর কাফের, মুরতাদ, দাজ্জাল ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে নানা প্রকার ফতোয়া প্রদান করা হয়েছে, অপপ্রচার চালানো হয়েছে, জুলুম–নির্যাতন করা হয়েছে এবং এখনও করা হচ্ছে। আশা করি ইতিহাসের উপরোক্ত বর্ণনা গুলো পাঠকগণ একটু ঠান্ডা মাথায় পড়বেন। নিছক ফতোয়াবাজ মুফতি ও আলেমদের অপ–প্রচার, বিরোধিতা এবং ফতোয়ার ওপর ভিত্তি করে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

এখন তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই–হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) প্রকৃত মাহদী নন, তাহলে একজন সত্য মাহদী তো অবশ্যই আসবেন। তাঁকে সব দেশের সব উলামা সত্য বলে বরণ করে নিবে এটা কি আমরা আশা করতে পারি?

মুসলমান সমাজের আলেম–উলামা (উলামা বলতে তথাকথিত আলেমদের কথা বলছি, হাক্কানী আলেমদের কথা নয়) ইমাম মাহদী যে সত্যের কথা বলবেন, সেটা কি বিভিন্ন মতবাদে বিশ্বাসী আলেমগণ মানতে পারবে? ইমাম মাহদী যদি সুন্নীদের মতবাদের সমর্থন করেন তাহলে শিয়ারা কি তাঁর বিরোধিতা করবে না? তিনি হানাফীদের মতবাদ সমর্থন করলে মালেকী এবং শাফেয়ীরা কি তাঁর বিরোধিতা করবে না? বেরলভীর মতবাদ সমর্থন করলে দেওবন্দীরা কি বিরোধিতা করবে না? কারো মতবাদ গ্রহণ না করলে সেক্ষেত্রে কী আলেম–উলামা সম্মিলিতভাবে তাঁর বিরোধিতা করবে না? অবশ্যই করবে আর এ কারণেই মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)–এর বিরোধিতা সবাই মিলে করছে। তাই আলেমদের সম্মিলিতভাবে বিরোধিতা করা এবং কাফের ফতোয়া দেওয়া প্রকৃত পক্ষে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)–এর সত্য মাহদী হবারই (নবীদের সুন্নত অনুযায়ী) প্রমাণ বহন করে। [২০]

*আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেনঃ*

*"এই ভয়াবহ নৈরাজ্যের সময় মহিমান্বিত খোদার আত্মাভিমান নিজ মহিমা প্রদর্শন করেছে। এর পাশাপাশি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাও চরম রূপ ধারণ করেছিল। এরা মতভেদের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের (সা.) ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। এদের একে অন্যের বিরুদ্ধে দুস্কৃতকারীর মত আক্রমণ করেছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এদের মতভেদ দুর করার জন্য মনোনীত করেছেন এবং মুহাম্মদ (সা.)–এর পদাঙ্ক অনুসরণে আমি মুমিনদের জন্য আগত সেই 'ইমাম'। আর আমিই খ্রীস্টান ও তাদের লালনকারীদের জন্য অকাট্য যুক্তি–প্রমাণ উপস্থাপনকারী সেই 'মসীহ'।" (সিররুল খিলাফা পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা ৭৬)।*

*আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা ঘোষণা করেছেন ঃ "আমার ধর্মীয়–বিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত সার হলো ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"* (তৌজীয়ে মারাম পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৩, প্রকাশকাল ১৮৯৯খৃঃ)।

**"যদি কেউ কাউকে কাফির বলে আর ঐ ব্যক্তি যদি কাফির না হয়ে থাকে তাহলে যে কাফির বলল সে কাফির হয়ে যায়।"**

সুতরাং, আহমদীদের এই পবিত্র–কলেমা উচ্চারণ ও ঘোষণা করার পর অন্য কোন মানুষ বা রাষ্ট্র সেই ঘোষণাকে অবজ্ঞা করার কোনই অধিকার রাখে না।

### *রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা মুসলমান হওয়ার দাবীকারীকে অমুসলমান*

### *অথবা কোন অমুসলমানকে মুসলমান বানানো যায় কি?*

ইসলাম ধর্মের কলেমা–উচ্চারণকারী কোন মানুষকে অন্য কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ 'অমুসলিম' বা ইংরেজীতে 'নট–মুসলিম' হিসেবে ঘোষণা করতে পারে না। কারণ কোন ব্যক্তি ধর্ম কতটুকু মানে এবং কতটুকু সেই ধর্ম পালন করে সেটা তার ব্যক্তিগত বিষয় এবং সে তার বিশ্বাসের জন্য একমাত্র তার স্রষ্টার কাছেই দায়ী। কোন স্ব–ঘোষিত মৌলবী–মৌলানার কাছে সে দায়ী হতে পারে না। অনুরূপভাবে কোন দেশের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়নের দ্বারাও কোন ব্যক্তির ধর্ম নিরূপণ করতে পারে না। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ মুসলমানকে অমুসলমান অথবা অমুসলমানকে মুসলমান বানাতে পারে না। সকল ধর্ম–মতের সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ওপর। যদি রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির ধর্ম নির্ধারণ করতে পারতো, তাহলে নবী–রসূলের প্রয়োজন কি ছিল এবং রাষ্ট্র–ব্যবস্থাই কি যথেষ্ট ছিল না? কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অথবা জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট বা মতামতের ভিত্তিতে কোন ধর্মের সত্যাসত্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'লা যুগে যুগে নবী–রসূল প্রেরণ করেছেন মানুষের পথ–প্রদর্শনের জন্য। যুক্তি–প্রমাণ এবং ঐশী সাহায্য ও ঐশী–নিদর্শনের মাধ্যমে সকল যুগেই সত্যের জয় হয়েছে এবং মিথ্যা পরাভূত হয়েছে' (৫৮ঃ২২,১০ঃ৪৮, ৩৭ঃ১৭২–১৭৪, ১৭ঃ৮২)।

ধর্মীয় স্বাধীনতার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা সত্ত্বেও ইসলামের অপ–ব্যাখ্যাকারী কিছু কিছু উগ্রবাদী মতাদর্শ–ভিত্তিক ধর্মীয় নেতা কোন কোন দেশের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে এবং মুসলিম হওয়ার দাবী–কারী ব্যক্তি এবং দলকে অমুসলিম বানাবার জন্য রাষ্ট্রের কাছে দাবী–নামা উপস্থাপন করে থাকে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে যুক্তি–প্রমাণের ভিত্তিতে ধর্মীয় মতাদর্শ সম্পর্কে আলোচনা হতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই শক্তি প্রয়োগ দ্বারা অথবা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অথবা সংখ্যা–গরিষ্ঠ সংসদ সদস্যদের ভোটাভুটি দ্বারা বিশেষ কোন ব্যক্তি বা দলকে মুসলিম বা অ–মুসলিম ঘোষণা করা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার পরিপন্থী, মানব–সভ্যতা এবং সুশিক্ষার পরিপন্থী। এই বিষয়টি আরো স্পষ্টীকরণের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি এবং অনুধাবনের জন্য উপস্থাপন করা হলোঃ (১) ধর্ম তৈরীর সর্বময়–কর্তা বা মালিক কে? (২) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপ–ব্যাখ্যা এবং অপ–ব্যবহার (৩) মোল্লাতন্ত্রের চাপে নতি স্বীকারকারী রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দুরাবস্থার দৃষ্টান্ত এবং (৪) শান্তিপূর্ণ চেষ্টা–প্রচেষ্টার বাস্তব দৃষ্টান্ত।

## (১) ধর্ম তৈরীর সর্বময়–কর্তা বা মালিক কে?

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি যদি চাইতেন তাহলে পৃথিবীর সকল মানুষ এক সাথে ঈমান নিয়ে আসতো। কিন্তু হেদায়েতের মালিক একমাত্র তিনিই। এ সম্বন্ধে অনেকগুলো আয়াতের মধ্যে কয়েকটি বরাত হলোঃ

* "অতএব অতি উচ্চ মহিমান্বিত আল্লাহ্ হলেন প্রকৃত সর্বময়–কর্তা (মালিক)। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য (মাবুদ) নাই। তিনি সম্মানিত আরশের প্রভূ (রাব্ব)।" (২৩ঃ১১৭)।

* "আর বান্দাদের সোজাপথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই। কেননা এই পথগুলোর মাঝে বাঁকা পথও রয়েছে। আর তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে অবশ্যই হেদায়াত দিতেন।" (১৬ঃ১০)।

* "তুমি বলো ঃ চূড়ান্ত যুক্তি–প্রমাণ একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে। অতএব তিনি যদি চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে অবশ্যই হেদায়াত দিতেন।" (৬ঃ১৫০)।

* "আর তোমার প্রভু–প্রতিপালক যদি চাইতেন তাহলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই অবশ্যই এক সাথে ঈমান নিয়ে আসতো। তুমি কি তবে শক্তি প্রয়োগ দ্বারা লোকদেরকে মুমিন (বিশ্বাসী) হতে বাধ্য করতে পারো?" (১০ঃ১০০)।

* "আর তুমি বলোঃ এই সত্য তোমাদের পভু–প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত। সূতরাং যে চায় সে ঈমান আনুক এবং যে চায় সে অস্বীকার করুক।" ( ১৮ঃ৩০)।

* "সুতরাং যে এক অনু পরিমাণ পূণ্য কাজ করেছে, সে তা দেখতে পাবে। এবং যে এক অনু পরিমানও মন্দ কাজ করেছে, সে তা দেখতে পাবে।" ( ৯৯ঃ৯–১০)।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর অসীম প্রজ্ঞা দ্বারা মানুষকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের কাছে তাঁর মনোনীত নবী–রসূলের মাধ্যমে বিশদভাবে বলে দিয়েছেন যে কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভ্রান্ত। মানুষ তার পছন্দ অনুযায়ী যে কোন পথ বা পন্থা বেছে নিতে পারে এবং সেজন্য সে তার স্রষ্টার কাছেই দায়ী থাকবে।

"আসল প্রশ্ন হলোঃ ধর্ম কি জনগণের তৈরী, না খোদার তৈরি? এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। সর্বাগ্রে এর উত্তর জানা দরকার। ধর্ম যদি জনগণের সিদ্ধান্তের দ্বারা নির্নীত হয়, তাহলে তো নবী–মাত্রই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। কেননা প্রত্যেক নবীকেই তাঁর যুগের সংখ্যা–গরিষ্ঠ লোক অস্বীকার করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে গণ–রায়ও দিয়েছিল। অতএব এটি একটি অবান্তর দাবী। জনসাধারণের অধিকারের যেমন একটা সীমারেখা আছে, তেমনিভাবে ব্যক্তির অধিকারেরও একটা সীমারেখা আছে। উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক সীমারেখা নির্ধারিত। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম এবং মানবতাবাদ এই আদর্শের বুনিয়াদকে রক্ষা করে চলেছে।" [আহমদীয়া জামাতের খলীফা সৈয়দনা হযরত মীর্যা তাহের আহমদ (রাহে.)–এর বিশেষ সাক্ষাৎকার যা বিগত ২৫-৫-৮৪ তারিখে লন্ডন হতে বি.বি. সি–র মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়েছে ]

[চলবে]

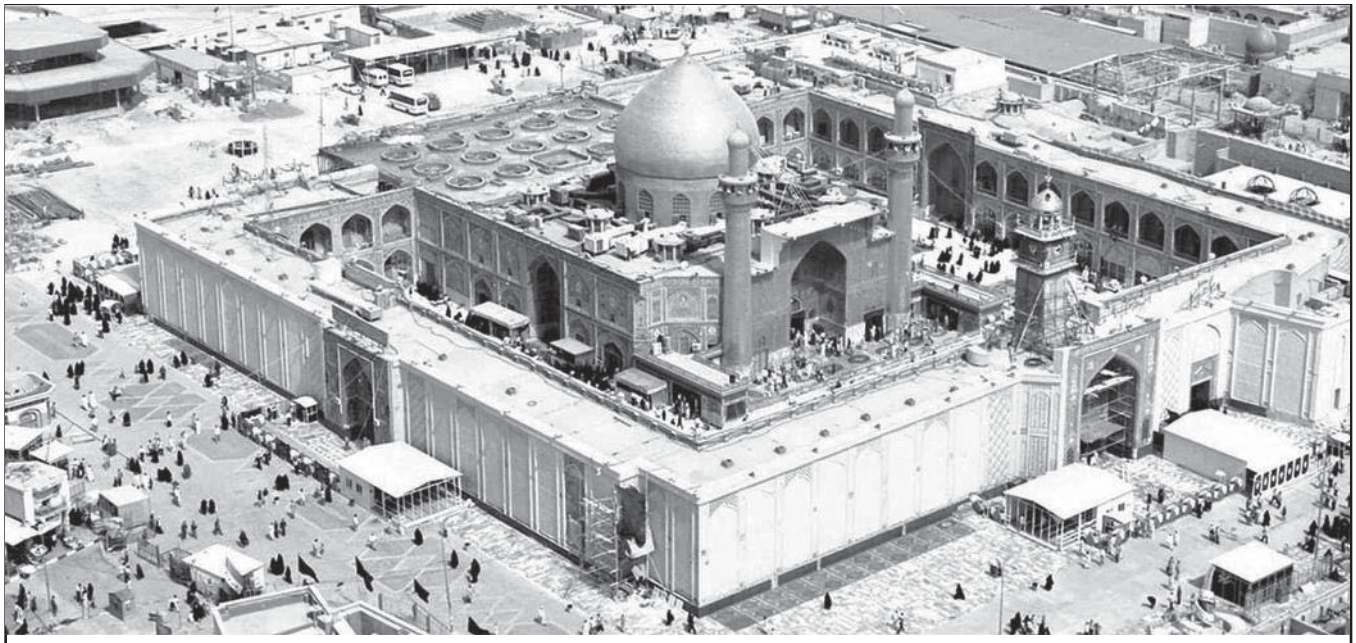

**হযরত আলী (রা.)-এর সমাধি:** ইরাকের নাজাফে অবস্থিত ইমারতটি মসজিদে আলী নামেও পরিচিত। ৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে বুয়িদ সুলতান আদুদ্দৌলা মাজারটি নির্মাণ করেন। ১০৮৬ সালে সেলজুক সুলতান মালিক শাহ তা পুনর্নির্মাণ করেন। সাফাতি সম্রাট শাহ ইসমাঈল ষোড়শ শতাব্দীর গোড়াতে মাজারটি আবার নির্মাণ করেন। ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় এটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে পরে তা সংস্কার করা হয়।

# হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর শাহাদত ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

**মাহমুদ আহমদ সুমন**

মহানবী (সা.)-এর প্রিয় দৌহিত্র, চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.)-এর পুত্র, হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে চক্রান্তকারী ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে পবিত্র এ মহররম মাসের ১০ তারিখে নির্মমভাবে কারবালার প্রান্তরে শাহাদত বরণ করেন। সেদিন প্রকৃত ইসলাম ও সত্যের জন্য হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ইয়াজিদ বাহিনীর কাছে মাথানত না করে যুদ্ধ করে শাহাদতবরণ করেছিলেন। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) সেদিন ন্যায় ও সত্যের জন্য চরম আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা অনুকরণীয়। শিয়ারা বর্তমানে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর শাহাদতের শোকে যে মাতম করে তা আবেগ তাড়িত এক বেদাত ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর শাহাদতের দিনকে স্মরণ করে যথার্থই লিখেছেন, 'ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না'।

আমাদেরকে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর ত্যাগের কথা স্মরণ করতে হবে। রাস্তা-ঘাট বন্ধ করে অপরকে কষ্ট দিয়ে শোক প্রকাশের কোন শিক্ষা ইসলামে নেই আর শোক দিবস পালনের কোন অনুমতিও শ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর উম্মতকে দেননি। তবে হযরত রসূল করীম (সা.) মৃত ব্যক্তির জন্য মাত্র তিন দিন শোক পালনের অনুমতি দিয়েছেন আর মৃত স্বামীর জন্য স্ত্রীর পক্ষে চার মাস ১০ দিন ইদ্দতকাল পালনের নির্দেশ রয়েছে। পক্ষান্তরে শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) বলে গেছেন- 'আমি শহীদ হলে তোমরা আমার জন্য উহ্! আহ্! করো না, আঁচল ছিঁড়ো না, বরং ধৈর্য ধারণ করে থাকবে'।

যদি ইসলামে শোক দিবস পালন করার কোন বিধান থাকতো তাহলে শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওফাত দিবসই শোক পালনের প্রধান দিবস হতো। কেননা তিনিই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, ইহজগত ও পরজগতের অকৃত্রিম বন্ধু এবং মু'মিনদের জন্য হুযূর (সা.)-এর ওফাত অপেক্ষা শোকের আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু আমরা হুযূর (সা.)-এর ওফাত দিবস শোক দিবস হিসেবে পালন করি না। কারণ তা ইসলামে জায়েয নয়। আর হুযূর (সা.)-এর পরবর্তী সময়ে খোলাফায়ে রাশেদিন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেইন, তাবে তাবেইন ও মুজতাহিদ ইমামরা কেউ তা পালন করেননি। ইসলামে শোক দিবস পালন না করার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে অনেক রয়েছে।

যেমন বদরের যুদ্ধে ১৩ জন, ওহুদের যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবি শাহাদতবরণ করেন এবং হুযূর (সা.)-এর চাচা সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত আমীর হামজা (রা.) ওহুদের ময়দানে নির্মমভাবে শহীদ হন। তাঁর নাক, কান কেটে বিকৃত করা হয়। বুক চিরে কাঁচা কলিজা পর্যন্ত চিবানো হয়। এতে মহানবী (সা.) খুবই মর্মাহত ও শোকাভিভূত হন। এ মর্মান্তিক ঘটনার পর তিনি প্রায় আট বছর দুনিয়ায় ছিলেন। এ দীর্ঘ আট বছরে হুযূর (সা.) হযরত হামজা (রা.)-এর জন্য কোন শোক দিবস পালন করেননি।

এছাড়াও খোলাফায়ে রাশেদিনের তিন খলিফা হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) শাহাদত বরণ করেছেন। তাঁদের শোকে তো কোন মাতম করার প্রমান ইসলামে পাওয়া যায় না। কারণ ইসলামে এর কোন অস্তিত্ব নেই।

পক্ষান্তরে শিয়া সম্প্রদায় হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর জন্য মাতম করে, অথচ তাঁর পিতা হযরত আলী (রা.) শহীদ হওয়া সত্বেও কোন শোক প্রকাশ করে না। তবে নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) খিলাফতে রাশেদার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য নিজ দেহের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত দান করে গেছেন, যুগ যুগ ধরে তাঁর এই ত্যাগ মুসলিম উম্মাহকে খিলাফতে রাশেদার অনুরূপ আল্লাহ্ মনোনিত খলিফা ও ঐশী ইমামত-এর ছত্র-ছায়ায় জীবন অতিবাহিত করার অনুপ্রেরণা জোগাবে।

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর শাহাদতের ঘটনার জন্য প্রত্যেক মুসলমানই সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করে থাকে আর শিয়ারা প্রত্যেক বছর মহররম মাসে নিজস্ব রীতি অনুসারে সেই দুঃখ এবং বেদনায় হা-হুতাশ করে থাকে শুধু তাই নয় তারা খুবই বাড়া-বাড়ি করে।

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর শাহাদতের হৃদয় বিদারক ঘটনা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসী আল খামেস (আই.) এক জুমুআর খুতবায় বিস্তারিত আলোকপাত করেছিলেন। হুযূর (আই.) প্রদত্ব সেই খুতবার আলোকে বিষয়টি আবার তুলে ধরছি।

কারবালায় হযরত ইমাম হোসাইন (রা.), তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ এবং কয়েকজন সাথী সঙ্গীকে বড় নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। সত্যিকার অর্থে এ ঘটনা হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদতের ঘটনারই একটি ধারাবাহিকতা ছিল। তাক্ওয়া যখন লোপ পেতে থাকে আর ব্যক্তিগত সার্থ যখন সমষ্টিগত সার্থের উপর প্রাধান্য পায় তখনই এমন হয়।

হযরত ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.) সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, জান্নাতের যুবকদের সরদার তারা। তাদের উভয়ের জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার কাছে এই দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ! আমি তাদের ভালোবাসি, তুমিও তাদেরকে ভালোবাস।

অতএব, যারা রসূলুল্লাহর দোয়ার কল্যাণ এতটা লাভ করেছেন আর একই সাথে যারা শাহাদতের পদমর্যাদাও লাভ করেন এমন মানুষ অবশ্যই আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অনুসারে জান্নাতে মহান জীবিকা লাভ করবেন এবং তাদের হত্যাকারী অবশ্যই খোদার গযব এবং ক্রোধের শিকার হবে। এই মহররম মাসে আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে দশ তারিখে নিষ্ঠুর পাষানরা রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর এই প্রিয়কে শহীদ করে। যে শাহাদতের ঘটনা শুনে গা শিউরে উঠে। এই পাষানরা এক মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করল না যে কাকে আমরা খড়গাঘাত করতে যাচ্ছি।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেই সমস্ত কুপ্রথা এবং সামাজিক রীতি-নীতিকে মেটাতে এসেছেন যার কারণে মানবিক মুল্যবোধ পদদলিত হয়। তিনি (সা.) কাফেরদের প্রতিও মার্জনা ও ক্ষমার নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু খোদার এই প্রিয় রাসূলের বড়ই আদরের দৌহিত্র যার জন্য তিনি আল্লাহ্র কাছে এই দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ্ আমি একে ভালোবাসি তুমিও তাকে ভালোবাস। এরপর তিনি (সা.) এও বলেছেন, যে আমার এই দৌহিত্রকে ভালোবাসে সে আমাকে ভালোবাসবে, যে আমাকে ভালোবাসে সে আসলে আল্লাহ্ পাককে ভালোবাসে, আর আল্লাহ্কে ভালোবাসার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে শিক্ষা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন তা কিভাবে পদদলিত হয়েছে হযরত হোসাইন (রা.) এর শাহাদতের ঘটনার মাধ্যমে তা ফুটে উঠেছে। হযরত হোসাইন (রা.)-এর সৈন্য বাহিনীর উপর যখন শত্রু নিয়ন্ত্রণ পায় তখন তিনি ঘোড়াকে সমুদ্রমুখী করে অগ্রসর হওয়ার জন্য ইচ্ছা করেন তারপরও তাঁকে বাধা দেওয়া হয় এবং তাঁর প্রতি তীর ছুঁড়া এবং সেই তীর হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এর চীবুকের নীচে লাগে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি শাহাদতের পূর্বে তাকে এই কথাই বলতে শুনেছি, আল্লাহ্র কসম, আমার পর খোদার এমন কোন বান্দাকে তোমরা হত্যা করবে না যার হত্যার কারণে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি আরো বেশি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন।

আমি আশা করি আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের লাঞ্ছিত করবেন আর আমাকে সম্মানিত করবেন। এরপর আমার হত্যার প্রতিশোধ এমন ভাবে নেবেন যে, যা তোমরা ভাবতেও পার না। আল্লাহ্র কসম, আমাকে যদি তোমরা হত্যা কর তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের মাঝে যুদ্ধ সৃষ্টি করবেন এবং তোমাদের রক্ত ঝরবে। যতক্ষণ পর্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তিকে আল্লাহ্ বহুগুণে বৃদ্ধি না করেন তিনি বিরত হবেন না। তাকে শহীদ করার পর কুফাবাসীরা তার পবিত্র লাশের সাথে কি

ব্যবহার করেছে দেখুন, আমর বিন সাদ আহবান জানিয়ে ঘোষণা দেয়, কে কে হযরত ইমাম হোসেনের মৃত দেহের উপর ঘোড়া দৌড়ানোর জন্য প্রস্তুত। এই কথা শুনে দশজন ঘোড়সোয়ার বের হয় যারা নিজেদের ঘোড়া নিয়ে তাঁর পবিত্র দেহের উপর ঘোড়া দৌড়ায় এবং পিষ্ট করে আর তাঁর বক্ষ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়।

এই যুদ্ধে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর দেহ ৩৫টি তীরে আঘাত বিদ্ধ হয়। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর মরদেহ পরবর্তীতে কুফার গভর্ণরের কাছে পাঠানো হয়, সে তাঁর শিরোচ্ছেদ করে এজিদের কাছে প্রেরণ করে। তো এই ছিল নির্দয় ব্যবহার যা তাঁর সাথে করা হয়েছে, তাঁর লাশের সাথে করা হয়েছে। এর তুলনায় নিষ্ঠুর পাষান ব্যবহার আর কি হতে পারে? তাঁর পবিত্র লাশের এমন অসম্মান অবমাননা কোন নোংরা শত্রুই তার শত্রুর করতে পারে কি? কোন কলেমা পাঠক যে সেই রাসূলের সাথে সম্পর্কের দাবী করে, যেই রাসূল মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর মান্যকারীরা কখনো এমন কাজ করতে পারে না। এমন কাজের মাধ্যমে এমন লোকদের অভ্যন্তরে শুধু নোংরামী আর নোংরামীই প্রকাশ পায়। এরা দুনিয়ার কীট ছিল, এরা নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সাধুতা-ভদ্রতার সকল সীমা অতিক্রম করতে পারে এবং করেছে। ধর্মের সাথে তাদের দুরতম সম্পর্ক নেই। এদের উদ্দেশ্যটা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) উপলব্ধি করতে পেরেছেন, যার ফলে তিনি এজিদের বয়আত করতে অস্বীকার করেছিলেন।

তিনি এজিদের প্রতিনিধিদের একথাও বলেছিলেন যে, আমি যুদ্ধ চাই না, আমাকে যেতে দাও, আমি গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে চাই বা কোন সীমান্তে আমাকে পাঠিয়ে দাও যেন ইসলামের জন্য যুদ্ধ করতে করতে আমি শাহাদত বরণ করতে পারি বা আমাকে এজিদের কাছে নিয়ে যাও যাতে আমি তাকে বুঝাতে পারি যে, আসল ব্যাপার কি। কিন্তু তার প্রতিনিধিরা কোন কথা শুনে নাই। অবশেষে যুদ্ধ যখন চাপানো হয় তখন বীরপুরুষের মত মোকাবেলা করা ছাড়া তাঁর আর কোন উপায় ছিল না। এই স্বল্পসংখ্যক মুসলমান যাদের সংখ্যা ৭০-৭২ হবে তাদের মোকাবেলায় ছিল এক বিশাল সৈন্যবাহিনী।

এদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করা কোন ভাবেই সম্ভব ছিল না। একে একে তারা সবাই শাহাদত বরণ করেন। আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশোধ নেয়ার নিজস্ব রীতি আছে যেভাবে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) নিজেই বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার হত্যার প্রতিশোধ নিবেন আর আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশোধ নিয়েছেনও। এজিদ বাহ্যত সাময়িক সফলতা লাভ করেছে। প্রশ্ন হলো এজিদের নেকীর কারণে কী আজকে কেউ তাকে স্মরণ করে? যদি তার সুখ্যাতি থাকতো তাহলে মুসলমান নিজেদের নাম এজিদই রাখত কিন্তু কোন ব্যক্তি নিজের সন্তানের নাম আজ এজিদ আর রাখে না।

হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর জীবনের একটি উদ্দেশ্য ছিল। তিনি কখনো রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জনের লোভ রাখতেন না, তিনি সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। যে ন্যায়ের জন্য ইমাম হোসাইন দন্ডায়মান হয়েছিলেন অর্থাৎ খিলাফতের নির্বাচনের অধিকার রাষ্ট্রবাসীদের ও জামা'তের। কোন ছেলে পিতাকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই অধিকার দিতে পারে না। তিনি বলেন, এই নীতি আজও সেভাবেই পবিত্র যেভাবে পূর্বে পবিত্র ছিল। হযরত ইমাম হোসেনের শাহাদত এই অধিকারকে আরো স্পষ্ট করেছে।

অতএব সাফল্য লাভ করেছে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.), এজিদ নয়। আর আল্লাহ্ তা'লা আরো এক ভাবে প্রতিশোধ নিয়েছেন আর তা কত ভয়াবহ দেখুন। এজিদের ইন্তেকালের পর তার ছেলে যখন সিংহাসনে আসীন হন তার নাম তার দাদার নাম অনুসারে মুয়াবিয়াই ছিল। সে বয়আত নিয়ে সোজা ঘরে চলে যান। ৪০ দিন সে ঘর থেকে বের হননি। ৪০ দিন পর একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন যে, আমার হাতে তোমরা বয়আত করছ কিন্তু এজন্য নয় যে আমি বয়আত নেয়ার যোগ্য মনে করি বরং বয়আত নিচ্ছি এজন্য যেন তোমাদের

**প্রিয় রাসূলের বড়ই আদরের দৌহিত্র যার জন্য তিনি আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ্ আমি একে ভালোবাসি তুমিও তাকে ভালোবাস। এরপর তিনি (সা.) এও বলেছেন, যে আমার এই দৌহিত্রকে ভালোবাসে সে আমাকে ভালোবাসবে, যে আমাকে ভালোবাসে সে আসলে আল্লাহ্ পাককে ভালোবাসে, আর আল্লাহ্‌কে ভালোবাসার ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।**

ভিতর ভেদাভেদ আর বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত ঘরে আমি এটিই ভাবতে থাকি যে, তোমাদের মাঝে যদি কোন ব্যক্তি বয়আত নেয়ার যোগ্য থাকে তাহলে ইমারত আমি তার হাতে সোপর্দ করে আমি দায়িত্ব মুক্ত হতে চাই। কিন্তু অনেক করে ভাবা সত্বেও এমন কোন ব্যক্তি আমি পাই নাই।

তাই হে মানব সকল! মনোযোগ সহকারে আমার কথাগুলো শুন যে, আমি এর যোগ্য নই। আর আমি এ কথাও বলতে চাই যে, আমার পিতা এবং আমার দাদাও এ পদের যোগ্য ছিল না। আমার পিতা হোসাইনের তুলনায় বড় নিম্নমানের মানুষ ছিল, নীচ ছিল। আর তার পিতা হাসান হোসাইনের পিতার তুলনায় নিম্ন মানের মানুষ ছিল। হযরত আলী (রা.) খিলাফতের যোগ্য ছিলেন আর এরপর আমার পিতা ও দাদার তুলনায় হাসান হোসাইন খিলাফতের বেশি যোগ্য ছিল। তাই ইমারত থেকে আমি অব্যাহতি নিচ্ছি।

দেখুন কিভাবে ছেলে এইসব কথা বলে পিতা এবং দাদার মুখে চপেটাঘাত করেছে। এটি এই জন্যই যে তার হৃদয়ে খোদাভীতি ছিল। বস্তুবাদী মানুষের ঘরেও কিছু নেক সন্তান, সত্যের পূজারী সন্তান-সন্ততি হয়ে থাকে। তারপর তিনি বলেন যে, এটি তোমাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিচ্ছি যার হাতে চাও তোমরা বয়আত নিতে পার। এরপর এজিদের ছেলে ঘরে চলে যায়, ঘর থেকে আর বের হয়নি। আর কয়েক দিনের মাথায় তার ইন্তেকাল হয়। তো এটি এ কথার কত বড় প্রমাণ যে এজিদের খিলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ঐকমত্য তো দূরের কথা নিজের ছেলেও একমত ছিল না। কোন লোভের কারণে ছেলে এমটি করেনি বা কোন বিরোধিতার ভয়ে তার ছেলে এমন করেনি বরং সে নিষ্ঠার সাথে চিন্তা-ভাবনার পর এ সিদ্ধান্ত করেছে যে, আলীর অধিকার বেশি ছিল আমার দাদার তুলনায় আর হাসান হোসাইনের অধিকার বেশি ছিল তার পিতার তুলনায়। আর আমি এ বোঝা নিজ কাঁধে বহনের জন্য প্রস্তুত নই।

অতএব মুয়াবিয়ার এজিদকে নিযুক্ত করা এটি নির্বাচন আখ্যায়িত হতে পারে না। কোন ব্যক্তির তুলনায় এর চেয়ে বড় লাঞ্ছনা আর কি হতে পারে যে, সন্তান স্বয়ং পিতার স্বরূপ মানুষের সামনে উপস্থাপন করে পিতাকে হীন প্রমাণ করেছে।

অতএব ইমাম হোসাইনের ত্যাগ, কুরবানী আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রেখে গেছে। নিজের অধিকার নিজের জীবন বাজি রেখে পৃথিবীতে সত্যের প্রসার করেছেন, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) সত্য প্রচারের যে আদর্শ রেখে গেছেন তা সব সময় আমাদের আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-এর কারবালা প্রান্তরে শাহাদতবরণ ইসলামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। সত্য, ন্যায় এবং নবুয়তের পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র জমিনে সত্যিকারের ইসলামী খিলাফত পুনঃপ্রবর্তনের লক্ষ্যে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথিরা যে ত্যাগ ও কুরবানি স্বীকার করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত তা আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। সত্যের পথে এবং অসত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের তা জোগাবে হিম্মত ও প্রেরণা। শুধু একটি দিন তাঁকে স্মরণ করার মাধ্যমে কোন লাভ নেই। বরং তাঁর আদর্শ অনুসরণ করার বিষয়।

masumon83@yahoo.com

## MTA INTERNATIONAL বিজ্ঞপ্তী

## এমটিএ-এর 'আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদে' সংবাদ প্রচারে করণীয়

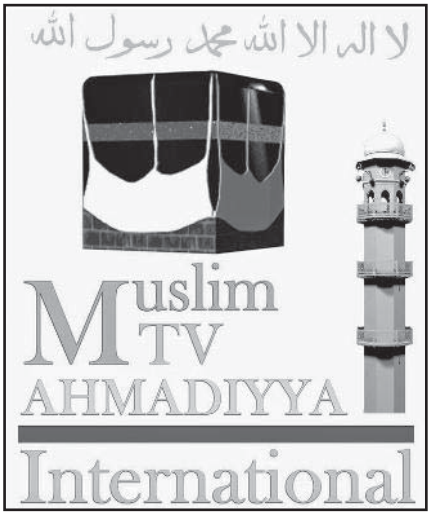


জেনে আনন্দিত হবেন যে, নিয়মিতভাবে তিনটি ভাষায় এমটিএ-তে 'আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ' প্রচার হচ্ছে যা প্রতি শনিবার বাংলাদেশ সময় দুপুর ২টায় প্রচারিত হয় এবং পুন:প্রচার করা হয় একই সময় সোমবার।

এমটিএ 'আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদে' স্থানীয় জামা'ত ও মজলিসের কর্মকান্ডের সংবাদ প্রচার করতে হলে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে-

১। যে সংবাদটি প্রচার করতে চান তা সংক্ষিপ্তভাবে লিখে পাঠাতে হবে।

২। যে সংবাদটি পাঠাচ্ছেন তার ছবি অবশ্যই পাঠাতে হবে এবং যত বেশি ছবি পাঠানো সম্ভব দিবেন।

৩। অনেক দিনের পুরনো সংবাদ না পাঠানোই ভালো।

৪। ই-মেইলে সংবাদ পাঠালেই ভালো, তবে ছবি অবশ্যই ই-মেইলে পাঠাবেন।

**সংবাদ পাঠানোর ঠিকানা-**

পাক্ষিক আহমদী
(আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ বিভাগ)
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
মোবাইল-০১৭১৬-২৫৩২১৬
ই-মেইল: masumon83@yahoo.com

# গিবত
# একটি জঘন্য পাপ

মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন
মুরব্বী সিলসিলাহ

**“আমাদের জামা’তের উচিত, তারা যেন কোন ভাইয়ের দোষত্রুটি দেখে তার জন্য দোয়া করে। কিন্তু সে যদি দোয়া না করে আর তা অন্যের নিকট বলতে থাকে তাহলে সে গুনাহ করছে।”**

(২য় কিস্তি)

### পারস্পরিক কোমলতা ও দয়াদ্রতা ঃ

পারস্পরিক কোমলতা মানবতার একটি অতি উচ্চ পর্যায়ের গুণাবলী। আল্লাহ্ তা’লা কুরআন করীমে বলেন– “মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল। আর যারা তাঁর সাথে আছে তারা অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং পরস্পরের প্রতি কোমল।” (সূরা আল ফাতাহ: ৩০) একজন মু’মিনের কথা ও হাত দ্বারা কেউ কষ্ট পায় না। মু’মিন ব্যক্তি প্রত্যেকেরই শুভাকাঙ্খী হয়ে থাকে।

### গিবতের শাস্তি

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার উন্নয়নে ও সুন্দর সমাজ ব্যবস্থায় যারা বিঘ্ন ঘটায়, বিপত্তি ঘটায় আল্লাহ্ তা’লা তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রেখেছেন। আল্লাহ্ তা’লা পবিত্র কুরআন করীমের সূরা বুরুজের ১১ নম্বর আয়াতে বলেন– ‘যারা মু’মিন পুরুষদের ও মু’মিন নারীদের নির্যাতন করে এবং পরে (এর জন্য) তারা তওবা করে না নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব এবং তাদের জন্য (এ পৃথিবীতে হৃদয়দগ্ধকারী) আগুনের আযাব (ও) রয়েছে।’ পুনরায় আল্লাহ্ তা’লা বলেন– ‘প্রত্যেক কুৎসাকারীর (ও) দোষত্রুটি অন্বেষণকারীর জন্য দুর্ভোগ।’ (সূরা আল হুমাযা ঃ ২)

হুমাযা অর্থ সেই ব্যক্তি, যে পরের অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা করে ও দুর্নাম রটায়। হুমাযা অর্থ সেই ব্যক্তি যে অপরের অনুপস্থিতিতেও দুর্নাম করে, উপস্থিতেও দুর্নাম করে। এই দু’টি দোষ সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলাকে বিনষ্ট করে দেয়। ছিদ্রান্বেষণ, কুৎসা রটনা ও গিবত এমন দোয়া যা বর্তমানে তথাকথিত সভ্য সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ্ তা’লা আমাদের প্রত্যেককে গিবতের মত জঘন্যতম পাপ থেকে নিরাপদ রাখুন। আমরা যেন গিবতকে ঘৃণা করি ও এর থেকে নিজেকে দূরে রাখি।

### হাদীস শরীফের আলোকে গিবতের বিধি-নিষেধ

যদি আমরা হাদীস শরীফের দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখতে পাই যে, রসূল করীম (সা.) গিবত করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং গিবতের ভয়াবহতা ও এর পরিনতি সম্পর্কেও মুসলিম উম্মতকে সতর্ক করেছেন। রসূল করীম (সা.) গিবত করাকে অপছন্দ করতেন এমন কি একে ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য বলে অবিহিত করেছেন। প্রকৃত মুসলমান

সেই ব্যক্তি যার কথার দ্বারাও সে কখনও কাউকে কষ্ট দেয় না এবং সে তার জিহ্বাকে নিজের আয়ত্বে রাখে। হাদীস শরীফে এসেছে– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'মুসলমান সেই ব্যক্তি যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ।' অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সবচেয়ে অপছন্দনীয় কাজ হল গিবত। (তিরমিযী)

মুসলিম শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, আর তা হল– আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল করীম (সা.) বললেন, গিবত হলো তুমি তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তোমার ভাইয়ের এমনভাবে আলোচনা করবে যা শুনলে মনে কষ্ট পায়। কোন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি যা বলেছি তা যদি সত্য হয় তাহলে কি তা গিবত হবে? তখন রসূল (সা.) বললেন, তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয় তা হলে তা হবে গিবত আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে তা হবে অপবাদ। (মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূল করীম (সা.)কে বললাম, হযরত সাফিয়া (রা.) (রসূল সা.-এর স্ত্রী) বেটে বা খাটো। তখন রসূল (সা.) বললেন, হে আয়েশা! তুমি এমন একটি কথা বলেছ তা যদি একটি ভরা নদীতে ফেলা হয় তাহলে তা সমস্ত পানিকে তেঁতো বা বিস্বাদ করবে। (আবুদাউদ)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, মেরাজের রাতে আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তাদের হাতের নখ ছিল তামার এবং তারা তাদের মুখ ও বুক এই নখ দিয়ে আঁচরাচ্ছিল। আমি তখন জিব্রাঈল (আ.)কে বললাম, এরা কারা? তখন জিব্রাঈল (আ.) উত্তরে বলল, এরা ঐ সকল লোক, যারা পৃথিবীতে লোকদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলত, তাদের সম্মানে আঘাত করত অর্থাৎ গিবত করত। (আবু দাউদ)

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন করীমে মুসলমানদের পরিচয় এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, রুহামাউ বাইনাহুম। অর্থাৎ তাদের পারস্পরিক আচরণ, মেলামেশায় কোমলতা, ভদ্রতা নম্রতা, দয়া ও ভালবাসার বর্হিপ্রকাশ হয়ে থাকে। তাই লোকদের ভালগুণ বর্ণনা করা উচিৎ ও মন্দ জিনিস বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারো কোন দুর্বলতা থাকলে তা অন্যের মাঝে প্রকাশ না করে বরং তা সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে এবং যার মাঝে দুর্বলতা রয়েছে তাকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাতে হবে।

হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল করীম (সা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি অন্য একজনের কোন দুর্বলতা দেখল আর তা সে গোপন রাখল তার এই কাজ তেমনই যেভাবে একজন কোন জীবিত পুতে ফেলা মেয়েকে উঠায় এবং তাকে জীবন দান করে। (মুসনাদ, আহমদ বিন হাম্বল, পৃষ্ঠা ৪/১৪৭)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষক্রটি ঢেকে রাখে, আল্লাহ্ তা'লা পরকালে তার দোষক্রটি ঢেকে রাখবেন। (তিরমিযি ও মুসলিম)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে গনম (রা.) ও হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তারাই আল্লাহ্‌র উত্তম বান্দা যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্‌র স্মরণ হয়। পক্ষান্তরে তারাই আল্লাহ্‌র নিকৃষ্ট বান্দা যারা গিবত করে বেড়ায়, বন্ধুদের মাঝে বিবেদ সৃষ্টি করে বেড়ায় এবং পুত পবিত্র লোকদের প্রতি অপবাদ আনতে প্রয়াস পায়। (আহমদ ও বায়হাকী)

একজন প্রকৃত মু'মিন ব্যক্তি কখনই কারো গিবত করতে পারেন না। যারা গিবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানে তারা কিভাবে গিবত করতে পারে? কুরআন ও হাদীসে গিবত সম্পর্কে যা লেখা আছে তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। গিবত কত বড় পাপ অথচ আমরা সচরাচর প্রতিনিয়ত গিবত করতেই থাকি, একে কিছুই মনে করি না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) গিবত সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের দোষক্রটি দেখে তার জন্য দোয়া কর তা অন্যের নিকট প্রকাশ করিও না। এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন–আমাদের জামা'তের উচিত, তারা যেন কোন ভাইয়ের দোষক্রটি দেখে তার জন্য দোয়া করে। কিন্তু সে যদি দোয়া না করে আর তা অন্যের নিকট বলতে থাকে তাহলে সে গুনাহ করছে। এমন কি ভুল ক্রটি রয়েছে, যা দূরীভূত হতে পারে না। এ কারণে সর্বদা দোয়ার মাধ্যমে অপর ভাইয়ের সাহায্য করা উচিত।

এক সূফী ব্যক্তির দু'জন শিষ্য ছিল, তারা দু'জনের মাঝে একজন মদ পান করে অচেতন অবস্থায় নালাতে পরে রয়েছে আর অপরজন সূফীর কাছে এসে অভিযোগ করে। এতে সূফী উত্তর দিলেন তুমি তো অনেক বড় বেআদব, তুমি আমার কাছে তার অভিযোগ করছ আর তুমি তাকে সেখান থেকে উঠিয়ে আনছো না। সে ততক্ষণাৎ সেখানে যায় এবং তাকে উঠিয়ে আনল। বলছিল যে, একজন অনেক বেশি মদ পান করেছিল আর দ্বিতীয়জন কম পান করায় তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সূফীর বলার উদ্দেশ্য ছিল তোমার ভাইয়ের গিবত কেন করলে।

রসূল করীম (সা.) এর নিকট গিবত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সা.) বলেন, যদি সে সেখানে উপস্থিত থাকত তাহলে সে কষ্ট পেত বা তার খারাপ লাগত তাহলে তা গিবত। আর যদি সেই কথা তার মধ্যে না থাকে যা তুমি বর্ণনা কর তাহলে তার নাম অপবাদ। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, "আ ইউহিব্বু আহাদুকুম আইয়্যাকুলা লাহমা আখিহে" (সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩) এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা গিবত করাকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। আমাদের কোন ভাইয়ের মাঝে যদি কোন দুর্বলতা থেকে থাকে তাহলে তাকে নিভৃতে একান্তে বোঝানো উচিত, সেই সাথে তার সংশোধনের জন্য দোয়া করা উচিত। কোনভাবেই তার সম্পর্কে অন্যের নিকটে বলা উচিত নয়।

(চলবে)

# দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি

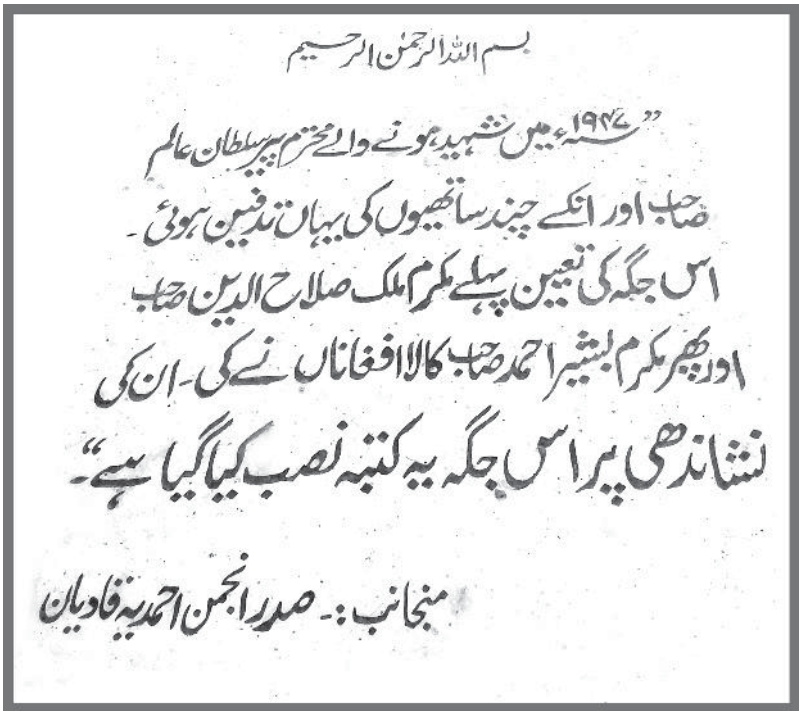
بسم اللہ الرحمن الرحیم

"سنہ ۱۹۴۷ء میں شہید ہونے والے محترم پیر سلطان عالم
صاحب اور انکے چند ساتھیوں کی یہاں تدفین ہوئی۔
اس جگہ کی تعیین پہلے مکرم ملک صلاح الدین صاحب
اور پھر مکرم بشیر احمد صاحب کالا افغاناں نے کی۔ ان کی
نشاندھی پر اس جگہ یہ کتبہ نصب کیا گیا ہے۔"

منجانب :- صدر انجمن احمدیہ قادیان

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(প্রথম কিস্তি)

বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আখেরী যামানায় হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ানে আবির্ভূত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার মহা পরিকল্পনা অনুসারে ইসলামের শরীয়তের বিধানের পরিপূর্ণতায় বিশ্বনবী হযরত রসূল করীম (সা.)-এর বিশ্ববাণীকে সাড়া বিশ্বে প্রচারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হযরত (আ.) আবির্ভূত হন। ইসলামের রবির উদয় দেশ যেমন আরবের মক্কা শরীফ তেমনি আখের যামানায় ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের প্রাণ কেন্দ্র পাঞ্জাবের কাদিয়ান শরীফ। ধর্মজগতের সূর্য আরবে উদিত হয় এবং সূর্যের সাক্ষী চন্দ্র কাদিয়ানে উদিত হয়। তাই কাদিয়ানের ঐশী নূরের আলো সারা বিশ্বে বিকিরণের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কর্মসূচি বিদ্যমান এবং বর্তমান বিশ্ব শান্তির মিলন কেন্দ্র কাদিয়ানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সে জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে সারা বিশ্বে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে অসংখ্যক ঐশী নিদর্শন ও মোজেযা প্রদর্শিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা হযরত (আ.)কে সম্বোধন করে বলেন –

আমি আমার মহালীলা দেখাবো। আমি আমার শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তোমাকে উঠাবো। দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত তোমার নামকে অতি সম্মানের সাথে কায়েম রাখবো। তোমার প্রচার পৃথিবীর কোনে কোনে পৌঁছে দিবো। তোমার অনুসারী জামা'তকে কেয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর প্রধান্য দান করবো। যারা তোমাকে অপমান-অপদস্থ করতে চাইবে তারা ব্যর্থ হবে এবং এই ব্যর্থতা নিয়েই মরবে। তোমার প্রতি যে তীর চালানো হবে সে তীর দিয়েই তার ভবলীলা সাঙ্গ করা হবে। লোকে যদি তোমাকে রক্ষা না-ও করে তবে আল্লাহ্ই তোমাকে রক্ষা করবেন এবং কোন ব্যক্তিই তোমাকে হত্যা করতে সমর্থ হবে না (ইলহাম)।

ফলে ইসলামের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)এর বিরুদ্ধে যারা বিরোধিতা করেছে তারা সকলেই ব্যর্থ হয়েছে এবং তাঁর সফলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

১৯৩৪ সালে মজলিসে আহরারে ইসলাম নামক একটি শক্তিশালী সংগঠন কাদিয়ানকে ধুলিস্যাৎ করে দিতে পরিকল্পনা করে। তাদের নেতা আমীরে শরীয়ত মৌলবী সৈয়দ আতাউল্লাহ্ শাহ বোখারী ঘোষণা দেন– পূর্বে বহু লোক কাদিয়ানীদেরকে নির্মূল করার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু আল্লাহ্র ভবিষতব্য এটাই ছিল, কাদিয়ানী সম্প্রদায় আমার হাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। তখন ঐশী নেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এক জুম্মার খুতবায় তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, আমি আহরারের পায়ের তলদেশ হতে মাটি সরে যেতে দেখছি। ফলে কাদিয়ানে আর্য সমাজীদের হাই স্কুল মাঠে তাদের লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতির ঘোষণা থাকলেও ৫/৬ হাজার লোকের উপস্থিতিতে ২১-২৩ অক্টোবর ১৯৩৪ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় শুধু আহমদীদেরকে গালাগালি করে। সরকারী পুলিশ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। তাই কোন আক্রমণ করতে পারে নাই। কাদিয়ানের দারুল আমান অক্ষতভাবে রক্ষা পায়।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তিতে ভারত ও পাকিস্তান পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট মুসলমান ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান এবং ১৫ আগষ্ট হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র। অত:পর ভারতের বিভিন্ন স্থানের অনেক

মুসলমানদের ওপর হিন্দু ও শিখদের অত্যাচার, হত্যাযজ্ঞ, বাড়ি ঘরে অগ্নি সংযোগ ও বেদখল শুরু হয়। ফলে অনেক মুসলমান ভারত ছেড়ে পাকিস্তান চলে যেতে বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানের অনেক হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের অনেক অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ, বাড়িঘরে, অগ্নি সংযোগ এবং বেদখল শুরু হয়। ফলে অনেকে তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়।

ভারত ও পাকিস্তানের এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বিশেষত: ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানদের ওপর হিন্দু ও শিখদের অত্যাচার ছিল ভয়াবহ ও খুবই হৃদয় বিধারক। শিখ ও হিন্দুরা মুসলমান গ্রামগুলো একের পর এক জ্বালিয়ে দেয়। তারা নগ্ন তরবারি নিয়ে পাঞ্জাবের প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় প্রবেশ করে। অলী-গলীতে যেখানে মুসলমান দেখা পায় সেখানেই মুসলমানদেরকে হত্যা করে। মুসলিম মহিলা ও শিশুদেরকেও নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। তাদের এ নির্মম অত্যাচারে মুসলমানরা প্রাণ ভয়ে পাঞ্জাব ছেড়ে পাকিস্তান চলে যেতে শুরু করে। তখন কাদিয়ানে আহমদী জামাতের মারকাজ ও কাসরে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কাদিয়ানে বসবাস করতেন। প্রায় চল্লিশ হাজার আহমদীর বসবাস ছিল কাদিয়ানে।

দেশের এ উদ্ভুদ্ব পরিস্থিতিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) আল্লাহ্ তা'লার ঐশী নির্দেশে কাদিয়ান থেকে পাকিস্তান হিজরত করতে সিদ্ধান্ত নেন এবং কাদিয়ানের আহমদীদেরকে পাকিস্তান চলে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

কিন্তু এ অবস্থায় কাদিয়ানকে অরক্ষিত রেখে সকল আহমদীর চলে যাওয়া কখনও সম্ভব নয়। এতে পবিত্র ভূমি দারুল মসীহ্সহ দারুল আমান বেদখল হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ্ তা'লার অঙ্গীকার পালনে কাদিয়ান হেফাজতের বাহ্যিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। সে জন্য ঐশী নেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কাদিয়ানের সুরক্ষার জন্য ৩১৩ জন মোজাহীদের নাম তাহরীক করেন। জঙ্গে বদরের সেই তেজোদীপ্ত মোজাহীদের মত কাদিয়ানের জামাতের সম্পদ রক্ষায় স্বেচ্ছায় জীবন কুরবানী দানে কে কে প্রস্তুত তাদের নাম আহ্বান করা হয়। হুযূর সানী (রা.) তাদের নামকরণ করেন 'দরবেশানে কাদিয়ান'। ফলে আশেকে মসীহ্ কাদিয়ান প্রেমিক অনেকে লাব্বায়েক বলে জামা'তের খেদমতে নিজেকে সোপর্দ করেন।

এতে কাদিয়ানের বাইরের বিভিন্ন বয়সের আহমদীরাও ছুটে আসেন। তাঁরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা– হে যারা ঈমান এনেছো! আমি কি এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হতে রক্ষা করবে? এটা এই, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আন এবং নিজেদের ধন সম্পদ এবং জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জেহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জ্ঞান রাখ (সূরা আস্ সাফ্ফ ৬১ : ১১-১২)। দরবেশগণ সেই জ্ঞানই রাখতেন।

তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কর্তৃক নির্দেশনা ছিল– স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্ররা দরবেশে কাদিয়ানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না। কিন্তু কাদিয়ান পাগল অনেক ছাত্র হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) নিকট নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য নিজের আকুতি ব্যক্ত করেন। ফলে হুযূর (রা.) বিশেষ বিবেচনায় তাদের অনেকের আবেদন মঞ্জুর করেন।

কাদিয়ান হেফাজতে যারা নিজেকে পেশ করেন তাদের মধ্য থেকে হুযূর (রা.) ৩১৩ জনকে নির্বাচিত করেন। কাদিয়ান ও কাদিয়ানের বাইরের এবং বিভিন্ন বংশধর থেকে এটা মনোনীত করা হয়। এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বংশধর এবং অনেক সাহাবী ও বুযুর্গ আহমদী দরবেশী জীবন লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন–তিনি যাকে চাহেন আপন রহমতের জন্য বেঁচে নেন এবং আল্লাহ্ মহাকল্যাণের অধিকারী (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৭৫)। ফলে তাঁরা সেই রহমত ও ফজলের অধিকারী হন।

এই ৩১৩ জনের মধ্যে ২২১ জন যুবক, ৫৭ জন মধ্য বয়সী এবং ৩৫ জন বৃদ্ধ বয়সের ছিলেন। এছাড়া ৩১৩ জনের মধ্যে ১১৫ কাদিয়ানের বাইরের এবং যুবকদের অধিকাংশ ছিলেন অবিবাহিত। যারা বিবাহিত ছিলেন তারা পরিবার-পরিজন পাকিস্তানে কিংবা নিজ বাড়িতে রেখে দরবেশী জীবনের প্রত্যাশায় চলে আসেন। তাঁরা জীবন কুরবানী দানে কাদিয়ান সুরক্ষায় আত্মউৎসর্গ করতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হন। জীবনের শেষ বিন্দু রক্ত দিয়ে হলেও পবিত্র ভূমি হেফাজতে নিজেকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুতি নেন। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা– তুমি বল, নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ সবকিছুই বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'লার জন্য। তার কোন শরীক নেই এবং আমাকে এ (ঘোষণা দেয়ারই) আদেশ দেয়া হয়েছে। আর আমি আত্মসমর্পনকারীদের (মাঝে) সর্বপ্রথম (সূরা আল্ আনআম, ৬ : ১৬৩-১৬৪)। এ আদেশের আলোকে তাঁরা স্বীয় সত্তাকে খোদার রাহে উৎসর্গ করেছিলেন।

সে সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কাদিয়ানের আহমদীগণকে নিরাপদে পাকিস্তান চলে যেতে সহায়তার জন্য জামাতের যুবকদের মধ্যে থেকে একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.), যিনি পরবর্তী কালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) হিসেবে খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রত্যহ ২০/২৫ টি বাসে করে আহমদীরা কাদিয়ান থেকে লাহোর চলে যান। পথে নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনীর আহমদী সদস্যরা দায়িত্ব পালন করেন এবং কোন বাসে আক্রমণ হল কি না ওপর থেকে পর্যবেক্ষনের জন্য একটি উড়োজাহাজ সর্বক্ষণ নিয়োজিত ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)সহ জামাতের সদস্যরা নিরাপদে পাকিস্তান চলে যান। ফলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ইলহাম 'দাগে হিজরত অর্থাৎ হিজরতের চিহ্নাবলী' বাস্তবায়িত হয়।

**এ পরিস্থিতিতে আপনারা যারা কাদিয়ানে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, যদি পুণ্য ও খোদা ভীতির সাথে দিনাতিপাত করেন, তবে আহমদীয়াতের ইতিহাসে আপনাদেরকে সম্মানের সাথে স্মরণ করা হবে। আগত প্রজন্ম আপনাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে এবং আপনাদের জন্য দোয়া করবে। আর আপনারা লাভ করবেন বিরল মর্যাদা যা অন্যদের ভাগ্যে জুটেনি।**

বলাবাহুল্য, ঐশী নেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ১৯৪৭ সালে এ উদ্ভদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আগে জামাতকে বেশী করে গম ক্রয় করে মজুত রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে এটা করা হয়। পরবর্তীতে কাদিয়ানের আশপাশের অনেক আহমদী ও অ-আহমদী মুসলমান তাদের নিরাপত্তার জন্য কাদিয়ানে চলে আসেন। আহমদীয়া জামাত কর্তৃক লঙ্গরখানায় তাদের থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা করা হয়। অ-আহমদী মুসলমানদের মধ্যে অনেকে স্ত্রী সন্তান হারা, আবার অনেকে স্বামী সন্তান হারা, কিংবা সন্তান মাতাপিতা হারা ছিলেন। স্বামী হারা অসহায় মহিলা জামাতের আতিথেয়তায় আহমদীদেরকে বিয়ে করে আশ্রয় গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাদেরকে বিয়ে না করে তাদের আত্মীয়-স্বজন খোঁজ করে নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দেন। ফলে সবাইকে নিরাপদে পাকিস্তান চলে যেতে সহায়তা করা হয়।

প্রথমিক সিদ্ধান্ত ছিল প্রতি দুই মাস অন্তর খোদার রাহে আত্মদানে প্রস্তুত দরবেশগণ পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ দুই মাস পর পাকিস্তান কিংবা মাতৃভূমিতে একদল চলে যাবেন এবং নতুন এসে যোগ দিবেন। কিন্তু ভারত সরকার পাকিস্তানে যাওয়ার আসার পক্ষে সম্মতি দেয়নি। সরকারী সিদ্ধান্ত ছিল যারা ভারতে থাকবে তারা স্থায়ীভাবে থাকতে হবে। নতুবা পাকিস্তান চলে যেতে হবে।

তবে পরবর্তীতে ভারতের বিভিন্ন স্থান এবং পাকিস্তান থেকে কাদিয়ান পাগল আশেকে মসীহ্‌র কয়েকটি দল কাদিয়ানে আসেন। তাদের মধ্যে প্রথম ১০ জন ছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫ মার্চ ১৯৪৮ তারিখ আসেন ১৫ জন এবং ১৯৪৮ সালের মে মাসে আসেন আরো ৩৫ জন। ফলে দরবেশে কাদিয়ানের মোট সংখ্যা দাড়ায় ৩৭৩ জন। তাঁরা ধর্মের সেবায় স্বেচ্ছায় জীবন নির্বাসনে দরবেশী জীবন লাভ করেন। উল্লেখ্য, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) নির্দেশে দ্বিতীয় কাফেলায় আসেন সাহেবযাদা হযরত মির্যা ওয়াসিম আহমদ (রাহে.) এবং তৃতীয় কাফেলায় ১২ জন সাহাবীর শুভাগমন হয়।

১৬ নভেম্বর ১৯৪৭ তারিখ সর্বশেষ হিজরতকারী দলটি পাকিস্তান চলে যাওয়ার পর কাদিয়ানে শুধু দরবেশগণ বসবাস করেন। তখন কাদিয়ানকে বলা হয় 'দত্তরে দরবেশ অর্থাৎ দরবেশগণের যুগ'। কাদিয়ানের মোকামী আমীর ছিলেন মৌলভী আব্দুর রহমান জাট সাহেব। সে সময় কাদিয়ানের দরবেশদের হৃদয় নিংড়ানো দোয়ায় বিশেষ আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিরাজ করে। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–এরাই ঐ সব লোক যাদের প্রতি তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আশীষ এবং রহমতসমূহ বর্ষিত হয় এবং এরাই হেদায়াত প্রাপ্ত (সূরা আল্ বাকারা ২ : ১৫৮)। তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহ্‌র দল, জেনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হবে (সূরা আল মুজাদেলা ৫৮ : ২৩)।

বদর যুদ্ধের সময় এক আনসার সর্দার হযরত রসূল করীম (সা.)কে সম্বোধন করে বলেছিলেন–ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা হযরত মূসা (আ.) এর সঙ্গীদের ন্যায় আপনাকে কখনো বলবো না–'আপনি আর আপনার প্রভু যান এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকেন। আমরা এখানেই থাকবো'। বরং আমরা আপনার ডানে যুদ্ধ করবো, আপনার বামে যুদ্ধ করবো, আপনার সামনে যুদ্ধ করবো, আপনার পিছনে যুদ্ধ করবো। হে আল্লাহ্‌র রসূল! যে দুশমন আপনার ক্ষতি সাধন করতে এসেছে তারা আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না। যতক্ষণ না তারা আমাদের লাশের ওপর দিয়ে যাবে। হে আল্লাহ্‌র রসূল! যুদ্ধ তো একটা মামুলি ব্যাপার। এখান থেকে কিছু দূরেই সমুদ্র, আপনি যদি হুকুম করেন তোমরা তোমাদের ঘোড়া নিয়ে সেই সমুদ্রে ঝাঁপ দাও, আমরা তৎক্ষণাৎ ঘোড়াসহ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো (ইবনে হিশাম : ২য় খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা)।

আশেকে রসূল দরবেশে কাদিয়ান ঠিক তেমনি জামা'তের সম্পদ রক্ষায় বদর যুদ্ধের সেই তেজোদীপ্ত সিপাহীদের মত ভূমিকা পালনের প্রস্তুতি নেন। তাঁরা

জীবন বাঁজী রেখে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে মোকাবেলা করেছেন। তখন তাঁরা উপলব্ধি করতেন পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা– হে যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও (সূরা আল্ মায়েদা, ৫ : ৩৬)। যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিসর্জন দেয় আল্লাহ্‌র পথে তাদের যুদ্ধ করা উচিত। আর যে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক অবশ্যই আমরা তাকে এক মহাপুরস্কার দিব (সূরা আন্ নিসা ৪ : ৭৫)।

একবার কয়েক হাজার হিন্দু ও শিখ সুসজ্জিত হয়ে দারুল মসীহ্‌সহ জামা'তের গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখলের জন্য আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়। দরবেশগণ এটা অবগত হয়ে বিগলিত চিত্তে খোদার দরবারে দোয়া করেন। পবিত্র কুরআনের আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা –তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর (সূরা আল্ বাকারা ২ : ৪৬) এর প্রতি প্রতিফলনে তাঁরা দোয়া করেন এবং আক্রমণকে প্রতিহত করতে প্রস্তুতি নেন। এমন সময় আল্লাহ্ তা'লার করুণায় প্রচন্ড বৃষ্টি আসে। কয়েকদিন পর্যন্ত ঘর হতে বাহির হওয়া দায় হয়। ফলে তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

বলাবাহুল্য, বদর যুদ্ধে কাফেররা এটেল শক্ত মাটিতে তাদের সেনা ছাউনী নির্মাণ করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। পক্ষান্তরে মুসলমানরা বালুকাময় ময়দানে অবস্থান করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। ফলে যুদ্ধের ময়দানে শক্ত মাটিতে তাদের অবস্থান ভাল ছিল। কিন্তু মুসলমানদের বালুকাময় স্থানে তাদের পা বালুর মধ্যে ঢেবে যায় বলে অবস্থান সুবিধাজনক ছিল না। তখন হযরত রসূল করীম (সা.) এর দোয়ার বরকতে পূর্বরাতে প্রচুর বৃষ্টি হয়। ফলে রাতারাতি অবস্থা পাল্টিয়ে যায়। এটেল শক্ত মাটি পিচ্ছিল হয়ে যায় এবং বালুকাময় মাটি জমাট শক্ত ময়দানে পরিণত হয়। যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থান সুবিধাজনক হয়। অনুরূপ সেদিন কাদিয়ানের আশেকে রসূলদের দোয়ার ফলশ্রুতিতে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার কারণে শত্রুদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়।

রাতের অন্ধকারে কয়েক হাজার হিন্দু ও শিখ কাদিয়ানের বেহেস্তী মাকবেরা দখলের জন্য আক্রমণ করতে আসে। এটা প্রতিহত করতে দরবেশগণ পূর্বেই বাঁশের খুটি পুঁতে রাখেন। ফলে আক্রমণকারীরা অন্ধকারে পুঁতে রাখা বাঁশের খুটিকে বন্দুক মনে করে। তাদের ধারণা হয় আহমদীরা বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন। তাই তারা আক্রমণ না করে ভয়ে চলে যায়। বিরুদ্ধবাদীদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল আহমদীরা মরতে প্রস্তুত। কাজেই তাদের সম্পদ দখল করা সহজ নয়।

তখন কাদিয়ানে শিখদের অত্যাচারের তীব্রতা দেখে রাত হলে দরবেশগণ মনে করতেন হয়তো এটাই বুঝি তাদের শেষ রাত। আর দিন হলে মনে হতো হয়তো এটাই তাদের শেষ দিন। আহমদীরা দারুল মসীহ্‌র বাইরে খুব কমই বের হতেন। বাইরে ডিউটি ছাড়া সবাই বেশির ভাগ সময় ইবাদত ও দোয়ায় রত থাকতেন। খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। কখনও আযান দেওয়ার সময় শিখরা গুলি বর্ষণ করে।

কিন্তু দরবেশগণের মনে ছিল সর্বদা প্রফুল্লতা। বুকভরা মসীহেজ্জামানের ভালোবাসা। হাসি-খুশী ব্যবহারে সবাই ছিলেন প্রাণ চঞ্চল। সবার মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের গভীর হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। ভিন্ন ভাষার ও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত সবাই ছিলেন একই আত্মার আত্মীয়। ছোট বড়, গরীব ধনীর মাঝে কোন ভেদাবেদ ছিল না। নিজ পরিবার পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছিন্নতার জন্য মনে কোন দুঃখ হতো না। একমাত্র খোদাই ছিলেন তাদের চাওয়া-পাওয়া ও স্বপ্ন সাধনা। একে অপরের সহমর্মিতা প্রকাশে উৎকৃষ্ট আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতি কষ্টের দুর্দিনে অপর ভাইয়ের খেদমতে নিজেকে বিলিয়ে দেন। নিজের কষ্ট ভুলে সতীর্থের দুঃখ কষ্ট লাগবে সবাই সচেষ্ট ছিলেন। হযরত উমর (রা.)-এর সময় এক যুদ্ধে আহত সাহাবীরা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করা অবস্থায় তাদের পিপাসা মিটানোর জন্য পানি নিয়ে গেলে তারা নিজে পান না করে একে অপরের সহমর্মীতায় আহত ভাইকে দানের ইচ্ছা ব্যক্ত করে যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ সৃষ্টি করেছিলেন, তখন কাদিয়ানের দরবেশগণ সে আদর্শের অনুপ্রেরণায় নিজের সুখ বিসর্জনে অপর ভাইয়ের সুখের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আশেকে মসীহ্‌গণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়ার বরকতে তাঁর আধ্যাত্মিক চার দেওয়াল ও বাহ্যিক চার দেওয়াল দারুল মসীহতে নিরাপদে অবস্থান করে সর্বদাই দোয়ায় মগ্ন থাকতেন। বায়তুদ্‌দোয়া ও বায়তুদ জিকিরসহ মসজিদ মোবারক ও মসজিদ আকসায় ইবাদতের মাঝেই দিনাতিপাত করতেন। তখন ফেরেশতাতুল্য এ বুযুর্গদের বিচরণে দারুল মসীহতে রূহানীয়তের এক বাগান সৃষ্টি হয়েছিল। প্রত্যেকেই ছিলেন সেই বাগানে পরিস্ফুটিত এক একটি সৌরভীত গোলাপ। ফলে তারা আধ্যাত্মিকতায় উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়= লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজদেরকে বিক্রি করে দেয় এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ এরূপ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল। (সূরা আল্ বাকারা ২ : ২০৮)।

দরবেশগণ জীবিকা নির্বাহে অমানুষিক কষ্ট করেছেন। তাঁরা কৃষি কাজ থেকে শুরু করে কায়িক পরিশ্রমের বিভিন্নমুখী কাজ করেন। কোন কাজকেই ঘৃণা করেন নি। তখন তাদের খাদ্যের তীব্র সংকট ছিল। অনেক সময় অনাহারে অর্ধাহাতে দিনাতিপাত করেন। কখনও গম সিদ্ধ করে খেয়েছেন। কখনও যাতাকলে গম পিষে আটা তৈরী করে খাবারের ব্যবস্থা করেন। তাদের এ কষ্টের কথা শুনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) অনেক দোয়া করেন এবং অভয়বাণী শুনান। হযরত আম্মাজান নুসরাত জাহান (রা.) পাকিস্তান থেকে রুটি তৈরী করে কাদিয়ানে প্রেরণ করেছেন এবং দরবেশগণ তবারক হিসেবে খান।

এমনি ভাবে আল্লাহ্ তা'লার তাঁর প্রেরিত ইমামুজ্জমান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জন্মভূমি এবং তাঁর স্মৃতি বিজড়িত

ঐতিহাসিক ঘটনার ধারক ও বাহক পবিত্র স্থান কাদিয়ানকে অসংখ্যক ঐশী নিদর্শন ও মোজেজা প্রদর্শনের মাধ্যমে রক্ষা করেছেন। দরবেশগণের জীবনে দোয়া কবুলিয়তের অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে।

তবে কাদিয়ানের আহমদী মহল্লার বাইরে কুটি দারুস সালাম এলাকায় বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণে কয়েকজন আহমদী শহীদ হন। তাঁরা শহীদী মর্যাদায় আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ করেছেন। তাদের আত্মত্যাগের অবদান কোন দিন ম্লান হবে না। পবিত্র কুরআনের ভাষায়– যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাদের সম্বন্ধে বলিও না যে তারা মৃত। বরং তারা জীবিত। কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারছ না (সূরা আল বাকারা ২ : ১৫৫)। যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তুমি কখনও মৃত মনে করিও না। বরং তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সান্নিধ্যানে জীবিত এবং তাদেরকে রিযক দেয়া হচ্ছে (সূরা আলে ইমরান ৩ : ১৭০)। যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও অথবা (স্বাভাবিকভাবে) মৃত্যুবরণ কর তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে ক্ষমা এবং রহমত উহা হতে অনেক উত্তম যা তাঁরা জমা করেছে (সূরা আলে ইমরান ৩ : ১৫৮)।

এ ছাড়া তখন আহমদীয়া জামা'তের তালিমুল ইসলাম হাইস্কুলসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান শিখরা দখল করে নেয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নির্মিত বাড়ি, হযরত স্যার জাফর উল্লাহ্ (রা.) বাড়ি এবং খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরীর বাড়িসহ কয়েকজন আহমদীর স্থাপনা বেদখল হয়ে যায়।

দরবেশে কাদিয়ানগণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সঙ্গী। হযরত (আ.) বলেন– আমি স্বপ্নে এক ফেরেশতাকে একটি ছেলের আকৃতিতে দেখেছি, সে একটি বেলকুনিতে বসে ছিল। তাঁর হাতে একটি পবিত্র রুটি ছিল, যা ছিল খুবই উজ্জ্বল তিনি সেই রুটি আমাকে দিলেন এবং বললেন–'ইয়ে তেরে আওর তেরে সাথ কে দরবেশোঁ কে লিয়ে হে অর্থাৎ এটা তোমার এবং তোমার সঙ্গী-সাথী দরবেশগণের জন্য' (তাযকেরা পৃষ্ঠা ১৮)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কাদিয়ানের জলসায় দরবেশগণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এক বাণীতে বলেন– এ পরিস্থিতিতে আপনারা যারা কাদিয়ানে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, যদি পুণ্য ও খোদা ভীতির সাথে দিনাতিপাত করেন, তবে আহমদীয়াতের ইতিহাসে আপনাদেরকে সম্মানের সাথে স্মরণ করা হবে। আগত প্রজন্ম আপনাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে এবং আপনাদের জন্য দোয়া করবে। আর আপনারা লাভ করবেন বিরল মর্যাদা যা অন্যদের ভাগ্যে জুটেনি।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) কাদিয়ানের দরবেশগণকে 'আসহাবে সোফফা' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। হুযূর (রা.) অপর এক বাণীতে দরবেশগণকে বলেন– আপনারা হচ্ছেন সেইসব ব্যক্তি যাদেরকে হাজার বছর ধরে আহমদীয়াতের ইতিহাসে আনন্দ ও গর্বের সাথে স্মরণ করা হবে, আপনাদের সন্তানদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে এবং খোদা তা'লার কল্যাণের উত্তরাধিকারী করা হবে। কেননা খোদা তা'লা তাঁর ফজল কোন করুণা ছাড়া কাউকে প্রদান করেন না। (আল ফুরকান দরবেশে কাদিয়ান সংখ্যা)।

দেশের পরিস্থিতি ১৯৫০ সালের শেষ দিকে শান্ত হলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) দরবেশগণকে আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে গমনের নির্দেশ দেন এবং যারা বিয়ে করেনি তাদেরকে বিয়ে করার আদেশ করা হয়। ফলে তৎকালীন নাযেরে আলা কাদিয়ান হযরত মির্যা ওয়াসিম আহমদ (রাহে.) জামা'তের ডিগ্রীধারী ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মোবাল্লেগ ও মোয়াল্লেমগণকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। তাঁরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সত্যতা প্রচারে নিরলস কাজ করেছেন। বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। আহমদীগণকে তালিম তরবিয়ত প্রদানে জামা'ত চাঙ্গা করে তোলেন। অনেকে জামা'তের নির্দেশে কাদিয়ানেই বিভিন্নমুখী কাজে নিয়োজিত হন। ইসলামের খেদমতে অনন্য অবদান রাখেন। কিছু সংখ্যক দরবেশ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) অনুমতিক্রমে পাকিস্তান কিংবা নিজ মাতৃভূমিতে চলে যান। স্থানীয় জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে জামা'তের খেদমতে কাজ করেন।

কাদিয়ানে জামা'তের সম্পদ রক্ষায় যারা জীবন কুরবানী দানে নিজেকে সোপর্দ করেছিলেন প্রকৃত পক্ষেই তাঁরা আল্লাহ্ তা'লার দরবেশ। তাদের আত্মত্যাগ ও কুরবানী আমাদের আদর্শনীয়। তাদের জীবনাদর্শ আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। ন্যায় ও সত্যের পথে নানা সংকট ও আন্দোলনে অনুকরণীয়। পরবর্তী জীবনেও তাদের জামা'তের খেদমত অবিস্মরণীয়। তাই তাদের কর্মময় জীবন এবং ঐশী জামা'তের খেদমত অনেক বর্ণাঢ্য ও ঘটনা বহুল। তাদের কর্ম আহমদীয়াতের এক সৃজনশীল ইতিহাস। তাঁরা আহমদীয়াতের আকাশে তারকা। হাজার বছর ধরে তাদের নাম আহমদীয়াতের ইতিহাসে জ্যোতিস্মান হয়ে থাকবে।

এ দরবেশে কাদিয়ানের মধ্যে সাতজন বাঙালি দরবেশ আছেন। তাঁরা বাঙালি তারকা হিসেবে চিহ্নিত। বাঙালিদের জন্য তাদের কুরবানী অনুপ্রেরণার হাতিয়ার। কেননা তাদের ত্যাগ ও কুরবানী বাঙালি জাতিকে নিয়ে গেছে সম্মান ও মর্যাদার উচ্চ শিখরে। তাঁরা রেখে গেছেন ধর্ম সেবার অনুপম আদর্শ। বাঙালি জাতি তাদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে এবং লালিত করবে তাদের গৌরবোজ্জ্বল সোনালী ইতিহাস। তাই তাদের আত্মত্যাগের জীবনাদর্শ আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। সেই আশেকে মসীহ্ ও কাদিয়ান প্রেমিকরা হলেন– (১) দরবেশ মওলানা ওমর আলী, (২) দরবেশ মওলানা আব্দুল মোতালেব, (৩) দরবেশ মৌলভী ওবায়দুর রহমান ফানী, (৪) দরবেশ তৈয়ব আলী, (৫) দরবেশ মৌলভী আব্দুস সালাম, (৬) দরবেশ মৌলভী উসমান আলী এবং (৭) দরবেশ মোতাহের আলী।

(চলবে)

নবীনদের পাতা-

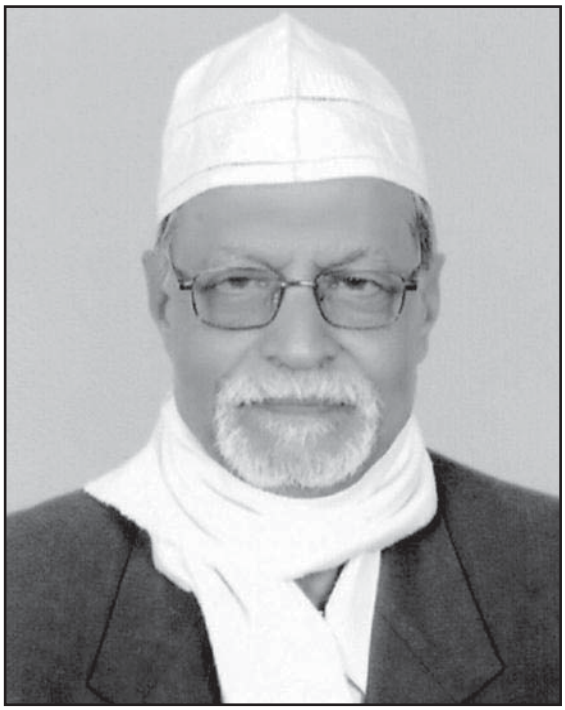

# এক আলোকিত মানুষের তিরোধান

আহমদ আতাউল্লাহ্, চট্টগ্রাম

২০০৯ সালে ২ অক্টোবর খাক্‌ছার আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়আত গ্রহণ করার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত অনেকগুলো আহমদীর পরলোক বরণ করার দৃশ্য দেখেছি। কিন্তু সবার জন্য খাক্‌ছারের অন্তরে শোক ও ব্যাথা সৃষ্টি না করলেও চট্টগ্রাম জামা'তের দুই জন আলোকিত ব্যক্তিত্বের মৃত্যু খাক্‌ছারের অন্তরে গভীর ব্যাথা ও শোকের সৃষ্টি করেছে। তার মধ্যে প্রথমটি হলেন চট্টগ্রাম জামা'তের সাবেক আমীর মরহুম জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী সাহেব আর দ্বিতীয়টি হলেন মরহুম জনাব সৈয়দ মমতাজ আহমদ সাহেব। খাক্‌ছার বয়আতের পর থেকে গত ৫টি বছর ধরে সৈয়দ মমতাজ আহমদ সাহেবের জীবনকে যতটুকু দেখেছি এবং উপলব্ধি করতে পেরেছি তিনি ছিলেন আহামদীয়াতের জন্য একজন আদর্শের মূর্ত প্রতীক।

বংশগত পরিচয়ের দিক থেকে যতটুকু জেনেছি, তিনি হলেন মরহুম মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের বড় ছেলে এবং মরহুম মৌলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (রহ:) এর নাতী। তিনি ১৯৪৩ সালের ১৭ই জানুয়ারী কাদিয়ানে মরহুম মুগনী সাহেবের বাসায় জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাল্যকাল ও কৈশোর কাল কাদিয়ানেই কেটেছে। যার ফলশ্রুতিতে উত্তম নৈতিক আদর্শ মরহুমের জীবনে গড়ে উঠেছিল। তার শিক্ষা জীবন কাদিয়ানেই শুরু হয়েছিল। তিনি অন্নদা হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ থেকে কমার্সে পড়াশুনা করেন।

চাকুরী জীবনে তিনি "Bangladesh Chemical Industries Corporation" (BCIC)-এ চাকুরী করতেন। BCIC-এর অনেক প্রতিষ্ঠানে তিনি চাকুরী করেছেন। National Rubber, Paruma, Karim Rubber, Bangladesh Inoulator Sanitary Ware Factory, Kohinoor Group, Karnafhuli Paper Mills Ltd. ইত্যাদি।

চাকুরী জীবনের শেষের দিকে তিনি কর্ণফুলী পেপার মিলের জেনারেল ম্যানেজার মার্কেটিং হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ ৭ বছর চট্টগ্রাম জামা'তের নায়েব আমীর ও জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। জামা'তের কাজে অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। চট্টগ্রাম জামা'তের মসজিদ বায়তুল বাসেত কমপ্লেক্সের বর্তমান যে নান্দনিক সৌন্দর্য্য সবার মনকে মুগ্ধ করে তার বেশির ভাগ তাঁরই অবদান। তাঁর সময়কালেই তিনি এবং সাবেক আমীর মরহুম মাহমুদ হাসান সিরাজী সাহেব দু'জনের মহৎ ও উদার মানসিকতার চেষ্টার ফলশ্রুতিতে চট্টগ্রাম জামা'তের বর্তমান লঙ্গরখানা চালু হয়। চট্টগ্রামের মাহিল্ল্যা জামা'তের উন্নতির জন্য তিনি এবং মাহমুদ হাসান সিরাজী সাহেব সর্বপ্রকার চেষ্টা করতেন এবং কিভাবে মাহিল্ল্যার গরীব আহমদীদের আর্থিক উন্নতি করা যায় সেগুলো নিয়ে চিন্তা করতেন।

জামা'তের যেকোন অনুষ্ঠানে তাঁকে কোন দায়িত্ব দেয়া হলে তিনি তা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতেন। জামা'তী কাজের তাঁর যে অফিসিয়াল ফাইলগুলো রয়েছে সেগুলো দেখলেই বুঝা যায় যে, তিনি জামা'তের কাজগুলো কত গভীর ভালোবাসা, সচেতনতা ও আন্তরিকতা নিয়ে করতেন। আহমদীয়াতের ভালোবাসায় তিনি জামা'তী তিনটি পুস্তকও সংকলন করেন। যেমন ১) Profile in Commitment

২) জীবনের কম্পাস ৩) কীর্তিমান পুরুষের জীবন কথা।

আমার আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে যেদিন প্রথম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি সেদিনই তাঁর নরম কোমল স্বভাবের কথা আমার হৃদয়ে আহমদীয়াত গ্রহণের জন্য গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। সেদিনই তাঁর মুখের মৃদু হাসি, নরম কোমল স্বভাব-সিদ্ধ কথা, অনাড়ম্বর পূর্ণ পোশাক দেখে আমি অভিভূত হই। আহমদীয়াত গ্রহণের পর থেকে জামা'তে দায়িত্ব থাকা পর্যন্ত তিনি এবং সাবেক আমীর মরহুম মাহমুদ হাসান সিরাজী মিলে আমার সার্বিক কষ্টকর অবস্থার সময় কি পরিমান ভালোবাসা, আন্তরিকতা দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তা আমার বলার ভাষা এই মুহূর্তে নেই।

গরীব ও অসহায়দের জন্য সৈয়দ মমতাজ সাহেব ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। অসহায়দের প্রতি আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতার অনেক লুকানো দৃষ্টান্ত আছে যা খাক্‌ছার কেবল নিজেই জানতাম। তিনি খুব বেশী বই পড়তেন আর নিজের মননে, চাল-চলনে, স্বভাব-সিদ্ধে গভীর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কাউকে তা প্রকাশ না করে অন্ত্যন্ত বিনয়ের সাথে জীবন-যাপন করতেন। যাই হোক এক কথায় তিনি ছিলেন একজন সাদা মনের মানুষ।

আমার শোকাহত হৃদয়ে যতটুকু পেরেছি তাঁর সম্পর্কে দু-কলম লিখার চেষ্টা করেছি। সৈয়দ মমতাজ আহমদ সাহেব গত কয়েক বছর ধরে খুবই কষ্টকর অসুস্থতার মধ্যে ভোগছিলেন। অবশেষে তিনি গত ২১/১০/২০১৪ইং রোজ মঙ্গলবার বেলা ৩:১০ মিনিটে চট্টগ্রামের নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহিওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৭২ বছর। তাই আমি জামা'তের সকলের নিকট তাঁর আত্মার শান্তির জন্য খাস দোয়ার আবেদন করছি। সাথে সাথে তাঁর অত্যন্ত প্রিয় সহযোগী সাবেক আমীর মরহুম জনাব মাহমুদ হাসান সিরাজী সাহেবের জন্যও খাস দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা এই দু'জন আদর্শ ব্যক্তিত্বকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মোকাম দান করুন। আমীন, সুম্মা আমীন।

# ইসলাম-ই আমাদের ধর্ম

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেনঃ

"আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারাংশ ও সারমর্ম হলো- **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্**। এ পার্থিব জীবনে আমরা যা বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ও তাঁরই প্রদত্ত তওফীকে যা নিয়ে আমরা এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করবো তা হচ্ছে, আমাদের সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) হলেন **'খাতামান্ নবীঈন'** ও **'খায়রুল মুরসালীন'** যাঁর মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং যে নেয়ামত দ্বারা সত্যপথ অবলম্বন করে মানুষ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস রাখি, কুরআন শরীফ শেষ ঐশী-গ্রন্থ এবং এর শিক্ষা, বিধান, আদেশ ও নিষেধের মাঝে এক বিন্দু বা কণা পরিমাণ সংযোজনও হতে পারে না আর বিয়োজনও হতে পারে না। এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন কোন ওহী বা ইলহাম হতে পারে না যা কুরআন শরীফের আদেশাবলীকে সংশোধন বা রহিত কিংবা কোন একটি আদেশকেও পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি এমন মনে করে তবে আমাদের মতে সে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের জামাত বহির্ভূত, ধর্মত্যাগী ও কাফির। আমরা আরও বিশ্বাস রাখি, সিরাতে মুস্তাকীমের উচ্চমার্গে উপনীত হওয়া তো দূরের কথা, কোন মানুষ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ছাড়া এর সামান্য পরিমাণও অর্জন করতে পারে না। আমরা আমাদের নবী (সা.)-এর সত্যিকার ও পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া কোন ধরনের আধ্যাত্মিক সম্মান ও উৎকর্ষ কিংবা মর্যাদা ও নৈকট্য লাভ করতে পারি না।"

[ইযালায়ে আওহাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]

## পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
**“মসজিদের সাথে কেমন হবে আমাদের সম্পর্ক।”**
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

# আত্মাকে সজীব ও সতেজ রাখতে মসজিদ উত্তম স্থান

মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর। এক নেতার অধীনে এক আল্লাহ্‌র উপাসনা এর উদ্দেশ্য। মসজিদে পবিত্রাবস্থায় প্রবেশ করতে হয়। মানসিক প্রস্তুতি, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, পরিচ্ছন্ন পোশাক এমন কি সম্ভব হলে উত্তম পোশাক পরে মসজিদে প্রবেশ করতে হয়, আর এর উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন। পবিত্র কুরআন মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ, হাদীস তথা পথ প্রদর্শক। রসূলুল্লাহ্‌র সুন্নত মোতাবেক নামাযে কাবামুখী দাঁড়িয়ে পবিত্র কুরআনের সূরা বা আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়। রুকু বৈঠক, সেজদায় আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা ও প্রশংসাগীতি গাওয়া হয় এবং আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ নিজ নিজ জীবনে বাস্তবায়নের জন্য দৈনিক পাঁচবার আল্লাহ্‌র নির্দেশের অনুশীলন করা হয়।

ইসলামের জীবন সার্বক্ষণিক আল্লাহ্‌র হাতে সম্পর্কিত জীবন। সৈনিকের মত সদা সচেতন ও প্রস্তুত থাকা, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাঞ্ছনীয়। মানব জীবনের লক্ষ্য সুদূর প্রসারী, আল্লাহ্‌র সাথে মিলন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজেকে বিলীন করে দেওয়া, তাঁর প্রকৃত দাসে পরিণত হওয়া। অতএব এর চাইতে উত্তম সুসংবাদ আর কি হতে পারে। ইসলাম সে সুসংবাদ সমগ্র মানবকুলকেই প্রদান করেছে। আর এ উদ্দেশ্যে সফলতা লাভের জন্য নামাযই উৎকৃষ্টতম পাথেয়। স্বয়ং আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন “নামায আমার চোখের স্নিগ্ধতা দানকারী”। নামায মু’মিনের মে’রাজ, নামায ঐক্যের প্রতীক। সুশৃঙ্খল ঐক্যবদ্ধ ও তাক্‌ওয়া লাভের এক অনন্য আত্মীক অনুশীলন নামায। মসজিদ আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য মু’মিনদের মিলন কেন্দ্র।

হাদীসে আছে– কারো বাড়ির পাশ দিয়ে যদি একটি নদী প্রবাহিত হয় আর সে তাতে পাঁচ বেলা স্নান করে তবে যেভাবে তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে না তেমনি পাঁচ বেলার নামায আদায়কারীদের মধ্যেও পাপ থাকতে পারে না। মসজিদ সেই সমুজ্জল প্রবাহিত নদীর পাকা ঘাট। পানির সাথে মাছের যেমন সম্পর্ক, নামায ও মসজিদের সাথে তেমনি সম্পর্ক মু’মিনদের।

আত্মাকে সজিব ও সতেজ রাখতে মসজিদ উত্তম স্থান। মসজিদের আদব রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী। দোয়ার মাধ্যমে মসজিদে প্রবেশ করা এবং দোয়া পড়ে মসজিদ হতে বের হওয়া রীতি। মসজিদের ভিতর পার্থিব কথাবার্তায় রত হওয়া মসজিদের স্বর্গীয় পরিবেশের পরিপন্থী। নির্দেশ আছে, খুতবা চলা কালে যদি কেউ কথা বলে বসে তবে তাকে কথা বলা থেকে বারণ করাও।

পবিত্র কুরআনে আছে, আর যে আল্লাহ্‌র মসজিদ সমূহে তাঁর নাম নিতে বাধা দেয় এবং এগুলো ধ্বংস করতে চেষ্টা করে তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? (অথচ) কেবল আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়েই এ (মসজিদে) প্রবেশ করা তাদের পক্ষে সমীচীন ছিল। তাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য পরকালেও রয়েছে এক মহা আযাব। (সূরা বাকারা ঃ ১১৫) মক্কার কাফিররা মুসলমানদের নামাযে বাধা দিত এমন কি উটের ভুরি সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ঘাড়ে ফেলে দেওয়ার ইতিহাসও সংরক্ষিত। সে-তো ছিল যাহেলিয়াত বর্বরতার যুগ। কিন্তু এ যুগে আমরা কি দেখছি! মসজিদে নামাযরত শত শত মুসল্লীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যাযজ্ঞ করা হচ্ছে। ভেবে দেখা হয় না এরা-ও-তো কলেমা পাঠকারী রসূল প্রেমিক ও আল্লাহ্‌র বান্দা। অথচ পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে শুধু মসজিদ কেন মঠ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা কোনটিই ধ্বংস করা এবং কোনটিরই অবমাননা করা যাবে না। এসব উপাসনার স্থান।

সব মুসলমানেরই ভেবে দেখা দরকার, মসজিদের সাথে কেমন হওয়া চাই আমাদের সম্পর্ক। আমরা কি বর্বরতার অনুসরণ করে আদি বর্বরতার দিকে ফিরে যাব নাকি প্রকৃত ইসলামের অনুসারী হয়ে তাঁর (সা.) অনুসরণে মসজিদের সাথে স্থাপন করবো পবিত্র সম্পর্ক? পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির স্থান না হয়ে মসজিদ হোক আমাদের উপাসনার স্থান। মসজিদের সাথে আমাদের সম্পর্ক হোক আত্মীক। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে শুভ বুদ্ধি দান করুন।

**মোহাম্মদ নূরুজ্জামান**, বরচর

# সকাল-সন্ধ্যায় যে মসজিদে যায়, জান্নাতে আল্লাহ্ তার জন্য আপ্যায়ন প্রস্তুত করেন

মসজিদের সাথে আমাদের সম্পর্ক মাছের সাথে পানির যেমন সম্পর্ক ঠিক একই সম্পর্ক হতে হবে আমাদেরও মসজিদের সাথে। মসজিদের সাথে আমাদের সম্পর্ক যদি ভালো থাকে তাহলে আমাদের সন্তানরা কখনই নষ্ট হতে পারে না। যে পিতা-মাতা সব সময় সন্তানদের মসজিদে নিয়ে যায় সেই সন্তানরা কখনই পথভ্রষ্ট হয় না। কেননা মসজিদ সবার জন্য কল্যাণকর।

আমরা সবাই জানি, আমাদের প্রিয় নবী, রাহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর মসজিদ ছিল অতি সাধারণ খেজুর পাতার কিন্তু তাতে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা আর শান্তির কোন কমতি ছিল না। বৃষ্টি পড়লে মসজিদে পানি ঢুকে কর্দমাক্ত হয়ে যাওয়া সত্বেও মুসল্লিদের দ্বারা মসজিদ সব সময় থাকত ভরপুর। সামান্য খেঁজুর পাতায় নির্মিত মসজিদের সোভা ও সৌন্দর্যে যেন ঝক-মক করত। এর কি কারণ ছিল? এর কারণ একটাই, আর তাহল আমাদের প্রিয় নবী ও সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম আদর্শ এবং তাকওয়ায় সুশোভিত তাঁর সাহাবিগণ। মহানবী (সা.)-এর মসজিদ ছিল সবার জন্য শান্তি আর নিরাপত্তার কেন্দ্র। সেই খেঁজুর পাতার মসজিদের রূপের সাথে কোন মসজিদের কি তুলনা হতে পারে? মহানবী (সা.)-এর মসজিদ ছিল সমাজের সকল শ্রেণীর শান্তির কেন্দ্র। তাঁর মসজিদে আসতে ছিল না কারো বাধা, হোক না সে বিধর্মী বা যে কোন মতাদর্শের অনুসারি। তিনি (সা.) সবার সমস্যার কথা মসজিদেই আলোচনা করতেন এবং তার সমাধানও দিতেন মসজিদে বসেই। বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাহদের প্রতিনিধিদেরকে হযরত রসূল করীম (সা.) মসজিদেই স্বাগত জানাতেন এবং তাদের সাথে ধর্মীয় আলোচনা করতেন। তাই নি:সন্দেহে আমরা বলতে পারি মহানবী (সা.)-এর মসজিদ ছিল শান্তির কেন্দ্র আর তাঁর মসজিদ থাকত সব সময় ভরপুর।

আমাদের সবার উচিৎ, মসজিদগুলোতে বেশি বেশি এসে একে সব সময়ের জন্য আবাদ রাখা। যেভাবে হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে কেহ সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, জান্নাতে আল্লাহ্ তার জন্য আপ্যায়ন প্রস্তুত করেন যতবার সে মসজিদে যায় (বুখারী ও মুসলিম)। তাই আমাদেরকে অনেক বেশি মসজিদ মুখি হওয়া উচিৎ আর ছুটির দিনগুলোতে পুরো পরিবারসহ মসজিদে এসে কাটাতে পারি এছাড়া যখনই সময় পাই অন্য কোথাও না গিয়ে মসজিদে এসে সময় কাটালেই সবচেয়ে উত্তম হয়।

**ফারহানা মাহমুদ তন্বী**, তেজগাঁও, ঢাকা

# জরুরী সার্কুলার

## জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর তত্ত্বাবধানে ভাষা শিক্ষা ইনিষ্টিটিউটের ভাষা শিক্ষা কোর্স-২০১৪

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের ৩৫তম ন্যাশনাল মজলিসে শূরা-২০১৩ সাধারণ বিষয়ক সাবকমিটির সুপারিশ মোতাবেক জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে ভাষা শিক্ষা ইনিষ্টিটিউটের অধীনে আরবী ও উর্দূ ভাষা শিক্ষা কোর্স এ বছরও শুরু হতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে তথ্যাদি নিম্নরূপ :–

* ৫ ডিসেম্বর ২০১৪ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৪, শুক্রবার পর্যন্ত ১৫ দিনব্যাপী ক্লাস চলবে।

* ২০১৪ সালের জে.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সকলে বিনা ব্যতিক্রমে এই ক্লাসে অংশগ্রহণ করবে।

* ওয়াকফে নও সকল বালক যারা জে.এস.সি পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে তাদেরকে এই ক্লাসে অংগ্রহণ করার জন্য জোর তাগিদ প্রদান করা হচ্ছে।

* অষ্টম শ্রেণী সম্পন্নকারী বা উত্তীর্ণ তদুর্ধ্ব সকল সদস্য সার্বক্ষণিক ক্লাস করার শর্তসাপেক্ষে এই কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

* প্রতিটি কোর্সের পাঠগ্রহণ সমাপনান্তে মূল্যায়ণপূর্বক ছাত্রদের পরবর্তী নিয়মিত অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি/শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হবে।

*মওলানা বশিরুর রহমান*

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও চেয়ারম্যান, ভাষা শিক্ষা প্রোগ্রাম কমিটি

# কেমন হবে মসজিদের সাথে আমাদের সম্পর্ক

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "এবং (আর তবে) তোমরা প্রত্যেক মসজিদে উপস্থিতির সময়ে মনোযোগ নিবদ্ধ কর এবং তাঁর উদ্দেশ্যে দ্বীনকে বিশুদ্ধ করে কেবল তাঁকেই ডাক (৭ঃ৩০)।

আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ইবাদতের উদ্দেশ্যেই। মসজিদ হলো আল্লাহ্‌র ইবাদতের স্থান। ইসলাম ধর্মানুসারীদের জন্য মসজিদই ইবাদতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। নির্ধারিত সময়ে ওয়াক্তের নামাযের জন্য নামাযীদের আহ্বান এই মসজিদের মাধ্যমেই আযানের দ্বারা করা হয়। "হাইয়্যালাস্ সালাহ্"– নামাযের জন্য এসো, মসজিদের মিনারের ওপর দাঁড়িয়ে মুয়ায্‌যিন কিবলা মুখী হয়ে সুমধুর সুরে শুদ্ধ ও উচ্চকণ্ঠে নামাযীদের আহ্বান করেন।

নামাযের সময় উপস্থিত মুসল্লীগণ মসজিদে উপস্থিত হতে থাকে এবং সম্পূর্ণ মনোযোগ পার্থিব বিষয়াদি থেকে বিরত থেকে আল্লাহ্‌র দিকে নিবদ্ধ রাখে। নামাযের জন্য ওযুর বিষয়টিও মু'মিনের যাবতীয় ধ্যান-ধারণাকে সঠিক স্থানে নিয়ে যায়। সালাম দিয়ে প্রবেশের মাধ্যমে পারস্পরিক-হৃদ্যতা ও বৃদ্ধি পায়। মূলতঃ মসজিদের সাথে সম্পর্ক হওয়ার মূল ভাবার্থ এ সকল অমোঘ বাক্যের অন্তর্নিহিত বিষয়। বুখারী ও মুসলিম-এর হাদীসে বর্ণিত আছে, "যে কেহ সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, আল্লাহ্ জান্নাতে তার জন্য আপ্যায়ণ প্রস্তুত করেন যতবার সে মসজিদে যায় এবং ঘন ঘন মসজিদে যাওয়া এবং এক নামায শেষ হবার পর অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করা এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম।"

কুরআনে বলা হয়েছে-"হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেকে মসজিদে উপস্থিতির সময় সৌন্দর্য অবলম্বন করো" (৭ঃ৩২) যতদূর সম্ভব মসজিদে যাওয়ার সময়ে পরিচ্ছন্ন সুন্দর পোশাক পরে পবিত্র হয়ে যাওয়া উচিত। মুসল্লীদের বা-জামাত নামায আদায়ের মাধ্যমে মসজিদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এজন্য মসজিদে বেশি বেশি উপস্থিত হয়ে বা-জামাত নামায পড়া অতি উত্তম।

## "হে আদম সন্তানগণ! তোমরা প্রত্যেকে মসজিদে উপস্থিতির সময় সৌন্দর্য অবলম্বন করো"

মসজিদ তবলীগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্মিত আহমদীয়া মসজিদ ইসলামের প্রকৃত রূপ তুলে ধরার মাধ্যম। এ গৃহে উপস্থিত মুসল্লীদের শৃংখলা ও আচরণের দ্বারা পৃথিবীর ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আহমদীয়াত তথা ইসলামের প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে সুধারণার সৃষ্টি হয় যা ইসলাম ধর্মের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মসজিদে প্রবেশ করে নামাযের জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় সকল পার্থিব চিন্তাভাবনা ছেড়ে যিকরে-ইলাহীতে রত থাকা উচিত। লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে শামেল হওয়া মুসল্লীদের আচরণ দেখেই বুঝা যায় যে, মসজিদের আদব কেমন হওয়া উচিত।

মসজিদের সাথে যদি সম্পর্ক থাকে তাহলে একমাত্র সম্পর্ক যেন হয় খোদার নিমিত্তে, লোক দেখানো যেন না হয়। সকল পার্থিবতা বর্জন করে আমাদেরকে মসজিদমুখী হতে হবে এবং মসজিদে উপস্থিতির মাধ্যমে ধর্মকে সঞ্জীবিত রাখতে হবে।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

## দৃষ্টি আকর্ষণ

### পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

**"সুদ পরিহার সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা"**

**আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ৩০ নভেম্বর, ২০১৪-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।**

**পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী এক সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।**

**১। শীতে অসহায়দের সেবায় আমাদের করণীয়।**

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

**বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।**

**লেখা পাঠানোর ঠিকানা-**

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
মোবাইল: ০১৭১৬-২৫৩২১৬
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

# সংবাদ

## বটিয়াপাড়ায় আহমদীয়া মসজিদ ‘মসজিদে নূর’-এর শুভ উদ্বোধন

বটিয়াপাড়া গ্রামে আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের একটি ছোট কিন্তু নিষ্ঠাবান শাখা জামা’ত রয়েছে। অতি সম্প্রতি সেখানে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। গত ২৪শে অক্টোবর, ২০১৪ এই গ্রামের নতুন মসজিদটির শুভ উদ্বোধন করা হয়। মসজিদটি উদ্বোধন করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত বাংলাদেশের শ্রদ্ধেয় ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মোবাশ্বের উর রহমান সাহেব। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, নায়েব আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ, বাংলাদেশ এবং আলহাজ্জ মুহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ সাহেব, নায়েব আমীর-৩ ও সেক্রেটারী জায়েদাদ, বাংলাদেশ। বাংলাদেশের আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী পালনকালে এই মসজিদ নির্মাণ আল্লাহ্ তা’লার একটি বিশেষ অনুগ্রহ। মসজিদটিতে মহিলাদের নামাযের জন্য পর্দার আড়ালে পৃথক নামাযের স্থান বরাদ্দ করা আছে। হুযুর(আই.) এই মসজিদের নাম রেখেছেন ‘মসজিদে নূর’।

মসজিদ উদ্বোধনকালে ন্যাশনাল আমীর সাহেব তার মূল্যবান বক্তৃতায় মসজিদের সাথে একজন মু’মিনের সম্পর্ক কেমন হওয়া চাই সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর মসজিদ ছিল নিতান্তই সাদাসিধে খেজুর পাতার তৈরী কিন্তু সেই মসজিদ থাকতো সব সময় মু’মিনদের দ্বারা পরিপূর্ণ। তাই আমাদেরকেও সকল পার্থিবতাকে পিছনে ফেলে খোদামুখী ও মসজিদমুখী হতে হবে এবং মসজিদে উপস্থিতির মাধ্যমে ধর্মকে সঞ্জীবিত রাখতে হবে। এই মসজিদ এই এলাকার জন্য যেন আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। এখান থেকে লোকেরা এক আল্লাহ্‌র শিক্ষা লাভ করবে এবং পথহারা সঠিক পথের সন্ধান লাভ করবে। আল্লাহ্ তা’লার সন্তুষ্টি আদায় এবং দোয়ার মাধ্যমে ন্যাশনাল আমীর সাহেব ‘মসজিদে নূর’-এর শুভ উদ্বোধন করেন। এছাড়া নবনির্মিত এই মসজিদে জুমুআর নামায পড়ান মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব, নায়েব আমীর ও মোবাল্লেগ ইনচার্জ, বাংলাদেশ। মসজিদ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অত্র এলাকার অনেকেই অংশনেন এবং সবাই দোয়ার পর মিষ্টিমুখ করে যান।

একইভাবে বাংলাদেশে অনেকগুলো প্রকল্প নির্মাণাধীন রয়েছে এবং কাজ চলছে, সকলের কাছে বিনিত দোয়ার আবেদন, এসব পরিকল্পনা যেন সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন হয়।

*ডেস্ক রিপোর্ট*

# মিরপুর জামা'তে তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর এর উদ্যোগে গত ১৮ অক্টোবর ২০১৪ রোজ শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় এক তবলীগি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। কুরআন তেলাওয়াত, নযম ও দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের কাজ শুরু হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জনাব মীর মোহাম্মদ আলী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ। এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব বি. আকরাম খাঁন চৌধুরী, জনাব মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ্, মওলানা বশিরুর রহমান, মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সুমন ও মৌ. হাফেজ আবুল খায়ের। সেমিনারের শুরুতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করেন মৌ. হাফেজ আবুল খায়ের।

আগত মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মওলানা বশিরুর রহমান, মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন ও মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান সুমন। প্রশ্ন উত্তর পর্বে শ্রোতারা মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বক্তব্য শুনেন ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। কোন কোন মেহমান একথাও বলেন যে, এতদিন আমাদের মধ্যে আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে যে ভুল ধারণা ছিল তা আজ দূর হল। সেমিনারে মোট ১৮০ জন উপস্থিত ছিলেন এর মধ্যে ৭৫ জন ছিলেন মেহমান। আগত মেহমান প্রবল আগ্রহ থাকা সত্বেও অধিক রাত্র হওয়ায় ও দূরদূরান্ত থেকে মেহমানরা আসায় রাত ১০ ঘটিকায় দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

*মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মিল্টন*

# লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশের ৩৮তম কেন্দ্রিয় বার্ষিক ইজতেমা উদযাপন

গত ১৩, ১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪, ৩ দিনব্যাপী লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশের ৩৮তম কেন্দ্রিয় বার্ষিক ইজতেমা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রিয় কার্যালয়ে মহান আল্লাহ্‌র কৃপায় অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয় পবিত্র কুরআন পাঠ এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ-এর সদর সাহেবার দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে। ৩ দিন ব্যাপী এই ইজতেমায় তরবিয়তী বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যাগণ মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। এছাড়া কুরআন তিলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, কুইজ এবং খেলাধুলাসহ বিভিন্ন বিষয়ে লাজনাও নাসেরাতদের ভেতর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় ৮৮টি মজলিস থেকে ১ হাজার ১শত ৫২ জন লাজনা ও নাসেরাত অংশগ্রহণ করেন। এ সময় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যাদের হাতে তৈরী বিভিন্ন জিনিষ পত্রের স্টল খোলা হয় এবং বুক স্টলেরও ব্যবস্থা করা হয়। ইজতেমায় কৃতী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জনকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ এবং সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশের সমাপনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে ৩৮তম বার্ষিক ইজতেমার সমাপ্তি ঘটে।

*ডেস্ক রিপোর্ট*

# মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া কোড্ডার ২৯তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া কোড্ডার উদ্যোগে ২৯তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা গত ০৯ ও ১০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে জনাব মাহবুবুর রহমান জেপি- মোহতামিম মাল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রথম দিন বাদ মাগরিব উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। এতে নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন মৌ. আব্দুল হাকীম, স্থানীয় মোয়াল্লেম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব এজাজ আহমদ, কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, কোড্ডা, দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন সম্মানিত অতিথি জনাব মাজহারুল খোকন, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কোড্ডা। সভাপতির বক্তব্যের পর দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে শুরু হয়। অত্যন্ত আনন্দঘন ও প্রাণবন্ত পরিবেশে কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা ও বিভিন্ন খেলাধূলায় খোদ্দাম ও আতফালগণ অংশগ্রহণ করেন। বাদ জুমুআ সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন প্রথম স্থান অধিকারী খাদেম তানভীর আহমদ রাজিব। তরবিয়তী বক্তব্য প্রদান করেন মৌ. আব্দুল হাকীম, মোয়াল্লেম, জনাব এজাজ আহমদ, কায়েদ। শেষে সভাপতি সাহেবের জ্ঞানগর্ব বক্তব্যের পর পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে সর্বমোট ৫৯ জন খোদ্দাম ও আতফাল অংশগ্রহণ করেন।

*এজাজ আহমদ ভুইয়া*

# পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে মাদারটেক হালকার কর্যক্রম

ঢাকা জামা'তের আমীর জনাব আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেবের নির্দেশক্রমে গত ০৭-১০-২০১৪ তারিখ সকালে ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও তৌফা বিতরণের লক্ষ্যে খিলগাঁও থানায় যাওয়ার জন্য ৬ সদস্যের একটি দল বাইতুল হুদা মসজিদ থেকে দোয়া করে মাদারটেক হালকার প্রেসিডেন্ট জনাব এস, এম, আনসার উদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে জনাব এস, এম, আব্দুল আজিজ, জনাব কুদরোতুর রহমান ভূইয়া, জনাব এস, এম, রহমত উল্লা, মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন ও জনাব এস, এম, মতিউর রহমানসহ ৬ জন রিক্সা যোগে খিলগাঁও থানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সকাল ১০.০৫ মিনিটে আমরা ৬ জন খিলগাঁও থানায় পৌছাই। খিলগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব এস, কে মোহাম্মদ কামরুজ্জামান সাহেব আমাদেরকে দেখে আনন্দিত হোন। এরপর প্রেসিডেন্ট সাহেব ঈদের শুভেচ্ছা বিনয়ান্তে তাকে পড়ার জন্য জামা'তের কয়েকটি বই উপহার দেন, তিনি সানন্দে বইগুলি গ্রহণ করেন। আহমদীয়া জামা'তের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তার সামনে তুলে ধরা হয়। এরপর তিনি ইমাম মাহ্দী (আ.) সত্যতা সংক্রান্ত প্রশ্ন করেন যার উত্তর কুরআন হাদীস এর আলোকে মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন প্রদান করেন। সেই সাথে খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক বিশ্বের নেতৃস্থানীয় নীতিনির্ধারক ও রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট লিখিত পত্র ও সাংসদদের উপস্থিতিতে দেয়া বক্তৃতা সম্মলিত বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ পুস্তক খানা দেয়া হয় এবং তা পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়।আলাপের এক পর্যায়ে তিনি আমাদের দাওয়াত গ্রহণ করেন এবং আমাদের এখানে আসার জন্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আলোচনার মধ্যভাগে তিনি আমাদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করেন।

*এস, এম আনসার উদ্দিন*

# মাহিগঞ্জে স্থানীয় মক্তব ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

গত ০২/১০/২০১৪ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় স্থানীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট সাহেব এর সভাপতিত্বে স্থানীয় মক্তব ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়। ইজতেমার প্রথম অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ সজীব এবং নযম পাঠ করেন ইশরাত জাহান এর পর দোয়া করান সভাপতি সাহেব।

এরপর মক্তব ছাত্র/ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন হালকা মক্তব শিক্ষক আব্দুল খালেক এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম এস, এম, রাশিদুল ইসলাম ও সভাপতি।

এরপর ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। মক্তবের মোট ৪০ জন ছাত্র/ছাত্রীদের ৩টি গ্রুপে ভাগ করে, কুরআন তেলাওয়াত, লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, বক্তৃতা ও স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়।

বিচারক হিসেবে ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খালেদুল ইসলাম, হালকা মক্তব শিক্ষক আব্দুল খালেক, খাদেম মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, স্থানীয় মোয়াল্লেম মোহাম্মদ সালাউদ্দিন ছিলেন। প্রতিযোগিতায় কৃতকার্যদের ঈদুল আযহার নামাযের পর জামা'তি বই ও অন্যান্য পুরস্কার দেওয়া হয়। সকলে খুবই উৎসাহের সাথে এই ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন

*মৌ. মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম*

# লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে গত ৩০-০৮-২০১৪ তারিখ রোজ শনিবার ২১তম বার্ষিক ইজতেমা মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে সাফল্যজনক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ইজতেমার উদ্বোধনী অধিবেশন সকাল ৯.৩০ মিনিটে শুরু হয়। সভানেত্রী ছিলেন দিলরুবা বেগম মায়া, ভাইস প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাদেকা হক (সম্মানিত সদস্যা), লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নার্গিস ইসলাম, সেক্রেটারী সানাত দাস্তগীর, লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আফরিন আহমদ হিয়া। ইজতেমায়ী দোয়া এবং আহাদনামা পাঠ করেন সভানেত্রী সাহেবা। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন জনাব মোস্তফা পাটোয়ারী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ। ইজতেমায় স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন দিলরুবা বেগম মায়া, চেয়ারম্যান, ইজতেমা কমিটি। উর্দু ও বাংলা নযম পেশ করেন খাওলাদ্বীন উপমা এবং বুশরা আক্তার।

অতঃপর ইজতেমায় বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন উম্মে কুলসুম চায়না। বক্তৃতা পর্বে 'তবলীগে সফলতার চাবিকাঠি' এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জুয়েল বেগম দিবা। 'বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে পর্দা' এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন হামিদা আকবর এবং 'হুযূর (আই.) এর লাজনাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ' এ নিয়ে সাজেদা রশিদ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এরপর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সাদেকা হক ও নার্গিস ইসলাম ইজতেমায় উপস্থিত লাজনা ও নাসেরাত বোনদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

ইজতেমার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩.০০ ঘটিকায়। সভানেত্রী ছিলেন মাসুদা পারভেজ, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, নারায়ণগঞ্জ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন খাওলাদ্বীন উপমা। নযম পেশ করেন যথাক্রমে বুশরা আক্তার, সুলতানা নাছিরা ও তাহমিনা ফয়েজ মিতু। অতঃপর সন্তানদের তালিম ও তরবীয়তে মায়েদের ভূমিকা এর ওপর বক্তৃতা উপস্থাপন করেন ডাঃ শিমুল আহমদ। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন মাসুমা শামীম। উক্ত ইজতেমা উপলক্ষ্যে মাস ব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সমাপনী অধিবেশনে সভানেত্রীর মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের পর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরিশেষে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ২১তম বার্ষিক ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত ইজতেমায় লাজনা ৯০ জন, নাসেরাত ও শিশু ৬৪ জন এবং মেহমান ৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

*উম্মে কুলসুম চায়না*

# লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের উদ্যোগে গত ১৭ আগষ্ট ২০১৪ তারিখ ৪২তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট নাঈমা বুশরা। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দেন মোহতরম আমীর সাহেব। স্বাগত ভাষণ দেন রওশন আরা আহমদ।

সমাপনী অধিবেশনে বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ করেন খালেদা দাউদ এবং অর্থ বিষয়ক রিপোর্ট পেশ করেন মুশরাবাত আফরিন। এরপর পূর্বে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পরীক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার ইতি টানা হয়। এতে ১০৬ জন লাজনা ও ৬৭ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

*সারাহ্ সাঈদ*

# সুন্দরবনের পাথরঘাটায় আতফালদের পবিত্র কুরআন পাঠ শুরু

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সুন্দরবনের পাথরঘাটার দুইজন আতফাল নাজমুল ইসলাম ও সজিব আহমদকে গত ২৬/০৯/২০১৪ তারিখ বাদ জুমুআ আনুষ্ঠানিক ভাবে পবিত্র কুরআন হাতে দেওয়া হয়। হালকা প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন আতফালের তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করা হয়। স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেব সংক্ষিপ্ত এবং অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দান করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অতএব উল্লেখিত দুই আতফাল পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করে তদনুযায়ী খোদা তা'লার ঐশী জামা'তের সেবা এবং তারা যেন উত্তম খাদেম হতে পারে এরই জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

*আলী হোসেন*

# ঢাকার মাদারটেক হালকায় পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে বিশেষ ওয়াকারে আমল

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার মাদারটেক হালকায় বিশেষ ওয়াকারে আমল করা হয় গত ০৫/১০/২০১৪ তারিখে। এশার নামাযের পর থেকে ওয়াকারে আমল শুরু করা হয়। এতে মসজিদ সংলগ্ন রাস্তা, মসজিদের ভিতর ও মসজিদ কমপ্লেক্স পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। ওয়াকারে আমলে ৭ জন আতফাল, ৫ জন খোদ্দাম, ৩ জন আনসারসহ একজন অ-আহমদী আনসার উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে গ্রুপ ছবি উঠানোর মাধ্যমে ওয়াকারে আমলের সমাপ্তি ঘটে রাত ১১টায়।

*সরওয়ার আহমদ আলমগীর*

# লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

গত ২৬/০৯/২০১৪ তারিখ শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ওয়ার্কশপের সভানেত্রী ছিলেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোছাঃ তাহেরা মাজেদ রাফা। দোয়া ও আহাদ পরিচালনা করেন সভনেত্রী। এতে সকল সেক্রেটারীকে কেন্দ্র হতে আগত চিঠি ও কাগজপত্র বুঝিয়ে দেওয়া হয়। উক্ত ওয়ার্কশপে মোট ১৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

*তাহেরা মাজেদ রাফা*

# মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরার ২০তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরা, সরাইল, নাটাই ও শালগাঁও এর উদ্যোগে গত ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ২ দিনব্যাপী ২০তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন রিজিওনাল নাযেম জনাব মোশারফ হোসেন। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আবুল কাসেম হাজারী।

এরপর সভাপতির আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। নসিহত মূলক বক্তৃতা দেন মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মুরব্বী সিলসিলাহ, জেলা নাযেম জনাব শেখ মোশারফ হোসেন, মওলানা তারেক আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ, এবং জনাব দুলাল মিয়া, মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঘাটুরা। অবশেষে সভাপতির ভাষণের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হয়।

২৬ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা হতে ১২টা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। যার মধ্যে ছিল পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা, লিখিত পরীক্ষা, নামায, কুইজ, পয়গামে রেসানী, স্মৃতিশক্তি, বল নিক্ষেপ, বালিশ বদল, ইত্যাদি প্রতিযোগিতা। বিকাল ৩টায় সমাপনী অধিবেশন শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন রিজিওনাল নাযেম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা নাযেম ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন প্রথম স্থান অধিকারী। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি।

শেষে জেলা নাযেম সাহেব পুরস্কার বিতরণ করেন। আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত ইজতেমায় ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

*খলিলুর রহমান*

## তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৮/০৯/২০১৪ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার শহীদ শাহ আলম সাহেবের বাড়ীতে জনাব মতিয়ার রহমান, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রঘুনাথপুর (বাগ) এর সভাপতিত্বে এক তরবিয়তী সভা আয়োজন করা হয়। সভায় পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ বাপ্পি। একজন ভাল আহমদীর বৈশিষ্ট্য, একজন আহমদীর সামাজিক দায়িত্ব, পবিত্র কুরআনের আলোকে ইসলামী পর্দা, বিষয়গুলির ওপর বক্তৃতা করেন সর্বজনাব আতিয়ার রহমান (প্রেসিডেন্ট) জাহিদ হাসান আব্দুল্লাহ্, জেনারেল সেক্রেটারী এবং মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক, মোয়াল্লেম, ওয়াকফে জাদীদ। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে তরবিয়তী সভার সমাপ্তি হয়। এতে ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

*এস, এম, মাহমুদুল হক*

## নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ঈদ পূর্ণমিলন উৎসব পালিত

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ১৭/১০/২০১৪ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ঈদ পূর্ণমিলন উৎসব সফলতার সাথে পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মাসুদা পারভেজ সাহেবার নেত্রীত্বে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে উৎসবের কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলা নযম পাঠ করেন আফরিন আহমদ হিয়া। হাদীস ও হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর অমৃতবাণী পাঠ করেন জাকিয়া আহমদ রুমকী। উর্দু নযম পাঠ করেন সুরাইয়া নাছের তুলি ও জান্নাতুল ফেরদৌস নদী। নাতে রসূল ও আবৃত্তি পাঠ করেন আমাতুল ওয়াকিলা ও আমাতুল হাই। এতে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন সভানেত্রী মাসুদা পারভেজ। উক্ত উৎসবে ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

*উম্মে কুলসুম চায়না*

# শোক সংবাদ

জনাব কবির আহমদ, পিতা- মরহুম খোরশেদ মিয়া, উত্তর আহমদী পাড়া, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। গত ১৪ই অক্টোবর রোজ মঙ্গলবার ভোর রাত ৪-১০ মিনিটে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন, মৃত্যুর সময় তিনি স্ত্রী, তিন সন্তান ও পাঁচ বোন এবং অনেক আত্মীয়স্বজন, শুভাকাঙ্খি এবং গুণগ্রাহী রেখে যান। মরহুম ব্রাহ্মণবাড়িয়া ডিসি অফিসে চাকুরী করতেন, মৃত্যুর পর উনাকে দেখার জন্য এডিসি সহ উনার সকল সহকারীগণ দেখতে আসেন, সকলে শোকাহত ও সবার মাঝে বলেন যে কবির ভাই একজন অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন। তিনি আহমদী ছিলেন, আমরা জানা স্বত্বেও একত্রে বন্ধুর মত মিলেমিশে কাজ করেছি। তিনি অফিসের কাজে কখনো ফাঁকি বা গাফিলতি করেন নাই, নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। উনার মৃত্যুতে আমরা সবাই শোকাহত এবং তার রূহের মাগফেরাত কামনা করি। মরহুম কবির আহমদ এর দাদা ছিলেন মরহুম আব্দুল আজিজ দপ্তরি। যিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মরহুম হযরত মৌলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের হাতে ১৯১৩ সালে বয়আত গ্রহণ করেন। যার নাম জযবাতুল হক পুস্তকে উল্লেখ আছে। মরহুমের পিতা খোরশেদ মিয়াও অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত নিরীহ প্রকৃতির আহমদী ছিলেন। মরহুমের দাদা ও পিতার কুরবানীর ফলে কবির আহমদ আতফাল হতেই আমৃত্যু পর্যন্ত জামা'তের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। মরহুম আতফাল ও খোদ্দাম সংগঠনের অনেক দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে জামা'তের সেক্রেটারী তালিম ও দীর্ঘ দিন আনসারুল্লাহ্ চট্টগ্রাম রিজিওন ও আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র মোন্তাজেম মালের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মরহুম জামা'তের ও মজলিসের সংগৃহিত সমুদয় টাকা নির্দিষ্ট আলমারীতে রাখতেন, জামা'তের টাকার সাথে নিজের টাকা কখনো মেলাতেন না। তিনি সরকারী চাকুরী করে উপরোক্ত দায়িত্বগুলি অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে পালন করেছেন। মাঝে মধ্যে অসুস্থ হলেও কখনো অপারগতা প্রকাশ করেন নাই। মরহুম অত্যন্ত ভদ্র, নম্র ও ঠান্ডা মেজাজের মানুষ ছিলেন, তিনি বর্তমান হুযূরের (আই.) ২০০৫ সালের ওসীয়্যত তাহরীকের অনেক পূর্বেই ওসীয়্যত করেছিলেন এবং তার বিবিও ওসীয়্যত করেছেন।

তিনি সদা সর্বদা সবার সাথে ভদ্রচিত ব্যবহার ও মিষ্টি ভাষায় কথা বলতেন। তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে সবাই বলতেন একজন ভদ্র লোক হেঁটে যাচ্ছেন। কারো সাথে ঝগড়া বিবাদ ও মনোমালিন্য ছিল না। তিনি জামা'তের একজন তাক্‌ওয়াশীল ও এতায়াতকারী সদস্য ছিলেন। মৃত্যুর পর আহমদী ও অআহমদী ভাই-বোনের কাছে দোয়ার আবেদন করছি যে মরহুমের জীবনের অজানা ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে মুসীয়ান মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন। মহান আল্লাহ্ যেন এই শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সাব্‌রে-জামীল দান করেন এবং আল্লাহ্ যেন এই পরিবারকে সর্বরকম কল্যাণের ছায়াতলে রাখেন, আমীন।

*শেখ মোশারফ হোসেন*

# শোক সংবাদ

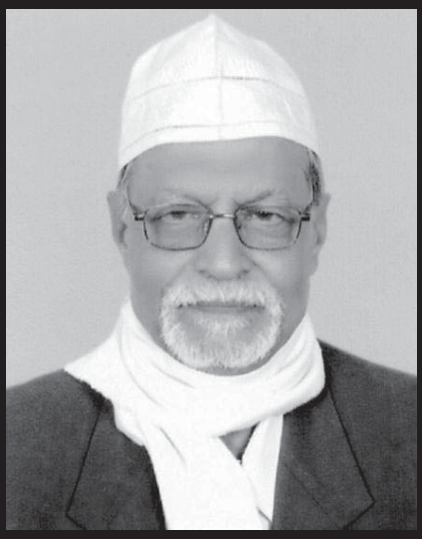

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি, চট্টগ্রাম জামা'তের সাবেক নায়েব আমীর ও জেনারেল সেক্রেটারী মোহতরম সৈয়দ মমতাজ আহমদ সাহেব গত ২১.১০.২০১৪ ইং: রোজ মঙ্গলবার দুপুর ৩ টা ১০ মিনিটে ৭২ বছর বয়সে আমাদেরকে ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। উল্লেখ্য সৈয়দ মমতাজ আহমদ সাহেব ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মোহতরম মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের বড় ছেলে এবং বড় মৌলানা নামে সু পরিচিত মোহতরম আব্দুল ওয়াহেদ (রহ:)-এর নাতী ছিলেন। তাকেঁ তার ওসিয়্যত মোতাবেক চট্টগ্রাম জামা'তের মুরাদপুর গোরস্থানে রাত ৯ ঘটিকার সময় দাফন করা হয়। তিনি ১৯৪৭ সালের ১৭ জানুয়ারী কাদিয়ানের পূণ্য ভূমিতে মোহতরম মরহুম মুগনী সাহেবের বাসায় জন্মগ্রহণ করেন। মরহুম চট্টগ্রাম জামা'তে দীর্ঘ সাত বছর অত্যন্ত দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা সাথে জামা'তের সেবা করেন। বিশেষভাবে কুরআনের আয়াত, হাদীস ও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্বৃতি মসজিদ কমপ্লেক্স ও গেটে সুন্দরভাবে তুলে ধরেন যা অনেক মেহমানের প্রশ্নের উত্তর হিসাবে কাজ করে এবং তবলীগের জন্য একটি অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে। তিনি জামা'তের নিবেদিত প্রাণ আহমদী ছিলেন। তিনি স্ত্রী এবং এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। মরহুম একজন মুসী ছিলেন। আমরা তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

*নিলুফার মমতাজ*
(মরহুমের স্ত্রী)

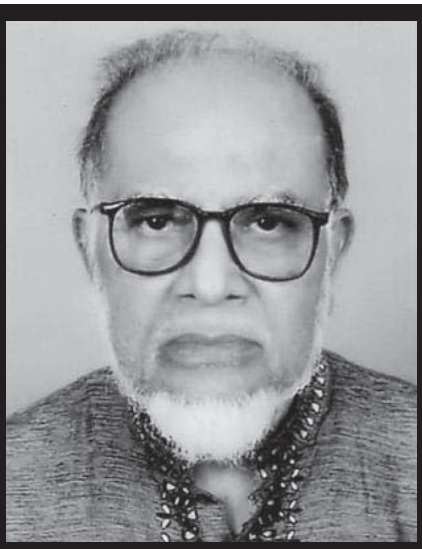

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের প্রবীন সদস্য জনাব সৈয়্যদ মোহাম্মদ শামসুল আলম, পিতা: মরহুম মোহাম্মদ নুরুল হক গত ১৩/০৯/২০১৪ইং দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার সময় হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স ছিল ৮৬ বছর। তিনি একজন জন্মগত আহমদী, তাদের পরিবারে মরহুমের পিতার মাধ্যমে আহমদীয়াত আসে। তিনি দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ অত্যন্ত দ্বায়িত্বশীলতার সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের সেক্রেটারী ফাইনান্সের দায়িত্ব পালন করেন। মরহুমের পৈত্রিক বাড়ি ভূজপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রামে। তিনি জনাব আজিজুর রহমান টি টি সাহেবের বড় কন্যাকে বিবাহ করে চট্টগ্রামের ষোল শহর, চশমা হিল আবাসিক এলাকায় বসবাস করেন। মরহুম নিয়মিত নামাযী ছিলেন। জামা'তি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি কুরআন তেলাওয়াত ও নযম প্রতিযোগীতায় নিয়মিত অংশ নিতেন এবং সর্বদা ভাল পজিশন অর্জন করতেন। তিনি চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যানের পি,এ হিসাবে বিশ্বস্ত কর্মী রূপে সুনামের সাথে অবসর গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি এক ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। এক ছেলে ও এক মেয়ে পূর্বেই মারা যান। তিনি কলকাতার ধর্মনগর, ত্রিপুরায় লেখাপড়া করেন। আল্লাহ্ যেন মরহুমকে জান্নাতের উচু আসনে সমাসিন করেন এজন্য সকল আহমদী ভাই বোনদের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনায় তার ছেলে মেয়েরা

*আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চট্টগ্রাম*

**অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:**

www.youtub.com/shottershondhane

**Please visit it**

# আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

## হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

**নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (৭ নভেম্বর ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।**

সূরা আলে ইমরানের ৯৩ নাম্বার আয়াত পাঠ করেন এর অনুবাদ হলো, "তোমরা যা কিছু ভালোবাস তা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। আর তোমরা যা-ই খরচ কর আল্লাহ্ নিশ্চয় সে বিষয়ে পুরোপুরি অবগত।" এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু খোদার পথে উৎসর্গ না করবে ততক্ষণ সে খোদার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে না। এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) রসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজের ঘরের সব জিনিষ-পত্র নিয়ে হাজির হয়েছিলেন।

**মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু খোদার পথে উৎসর্গ না করবে ততক্ষণ সে খোদার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে না। এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) রসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজের ঘরের সব জিনিষ-পত্র নিয়ে হাজির হয়েছিলেন।**

হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্‌র ফযলে আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, কারণ তিনি আমাদেরকে যুগ মসীহ্‌কে মানার তৌফিক দিয়েছেন। আমাদের জামা'তের বেশিরভাগ সদস্যের ভেতরই জান-মাল ও সময় কুরবানী করার প্রেরণা রয়েছে। বিশ্বের সকল প্রান্তে বসবাসকারী আহমদী তা সে আফ্রিকার দূর-দূরান্তে বসবাস করুক বা ইউরোপ ও দ্বীপপুঞ্জেই বসবাস করুক না কেন।

হুযূর (আই.) বলেন আজও আহমদীরা খোদার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য আর্থিক কুরবানী করছে এবং এর অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে।

এরপর হুযূর আইভরিকোষ্ট, বুর্কিনাফাঁসো, লাইবেরিয়া, বেনিন, তাঞ্জানিয়া, নাইজেরিয়া, ভারত, পাকিস্তান, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারী আহমদীদের মালী কুরবানী সংক্রান্ত বিভিন্ন ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করেন।

এসব ঘটনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, যারা শুধুমাত্র খোদার খাতিরে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আর্থিক কুরবানী করেন খোদা তাদের ধন-সম্পদে অশেষ প্রাচুর্য দান করেন।

খোদা ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদান এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা পূরণে প্রত্যেক আহমদী যত্নবান হবে বলে হুযূর (আই.) আশা প্রকাশ করেন।

তিনি আরো বলেন, যারা আয় করেন তাদেরকে জামা'তের নিয়ম অনুসারে লাজেমী চাঁদা দিতে হবে। এরপর প্রত্যেককে নিজ নিজ আর্থিক সামর্থ অনুসারে বিভিন্ন তাহরীকে অংশ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের মূল দায়িত্ব হল, ইসলাম প্রচার ও প্রসার আর একাজের জন্য আমাদের অর্থের প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে দেখতে হবে যে, কীভাবে কম খরচে বেশি কাজ করা যায়। আল্লাহ্‌র ফযলে এখন ১০টি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিশ্বময় এমটিএ'র অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া মসজিদ, স্কুল ও হাসপাতাল নির্মাণেও জামা'ত বেশ মোটা অংকের অর্থ ব্যয় করছে। আর এ সবই করা হচ্ছে ইসলাম প্রচারের জন্য।

এরপর হুযূর (আই.) তাহরীকে জাদীদের ৮১তম নববর্ষের ঘোষণা দেন এবং ৮০তম বছরে জামা'ত এ খাতে কি কি কুরবানী করেছে তার পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। গত বছরের তুলনায় এ খাতে ৬ লক্ষাধিক পাউন্ড বেশি আদায় করেছে বিশ্ব জামাতে আহমদীয়া। শত প্রতিকূলতার পর এবারও পাকিস্তান সবার শীর্ষে আছে। এছাড়া চাঁদা আদায়ের দিক থেকে বর্হিবিশ্বের প্রথম তিনটি দেশ হচ্ছে, জার্মানি, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র। গত চার বছরে ১২ লক্ষেরও অধিক চাঁদাদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এখাতে।

খুতবার শেষদিক হুযূর ঘানার নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিতপ্রাণ আহমদী জনাব ইউসুফ এডোসাই সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি গত ২রা নভেম্বর প্রায় ৭০বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তিনি ছিলেন একজন উত্তম দাঈইলাল্লাহ্ এবং আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে খুবই অগ্রগামী। তিনি ১৬ বছর বয়সে খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আন্তরিকভাবে জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি নিজ খরচে ৪০-৪৫টি মসজিদ বানিয়েছেন এছাড়া বিভিন্ন তবলীগি সেন্টারও বানিয়েছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এবং ৩ জন পুত্র ও ৫ জন কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর জান্নাতে নিজ নৈকট্যপ্রাপ্তদের তাকে মাঝে স্থান দিন।

# হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ১৭ অক্টোবর, ২০১৪-এর জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

হুযূর (আই.) বলেন, আহমদীয়া জামা'তের প্রত্যেক নর-নারী একটি বাক্য খুব ভালোভাবে জানে আর তাহলো, "আমি পার্থিবতার ওপর ধর্মকে অগ্রাধিকার প্রদান করবো"। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), জামা'তের খলীফাগণ এবং সকল অংগ-সংগঠনের অঙ্গীকার নামাতেও এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এক কথায়, এটি জামা'তের মূল অঙ্গীকার, আমাদের বয়আতের শর্তের মধ্যেও এটি রয়েছে। জামা'তের সদস্যগণ এবং ব্যবস্থাপনা যদি যুগ খলীফার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না থাকে তাহলে এই মৌখীক অঙ্গীকার কোনই কাজে আসবে না। আমাদের ধর্মীয় বিষয় পালনে জাগতিকতা যেন কোনভাবেই বাঁধ না সাধে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, ধর্ম হচ্ছে, নিজেকে খোদার নির্দেশের অধীন করা আর খোদার সন্তুষ্টির জন্য সকল কাজ করা।

হুযূর বলেন, আল্লাহ্‌র কৃপায় আমাদের জামা'তের অধিকাংশ সদস্য এমনটি করেন। কিন্তু সবার শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা ও বৃত্তি যেহেতু সমান না, তাই সবাই এক কাজ সমানভাবে করতে পারে না। তবে, নিয়্যত বা সংকল্প স্বচ্ছ হলে, খোদার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা সহজ হয়ে যায়।

তিনি বলেন, ভাল কাজ করতে কোন বাঁধা নেই। যদি ধর্মের নির্দেশ পালন করা এবং এর সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে তাহলে জাগতিক সুখ-সাচ্ছন্দ বা আরাম-আয়েশে কোন নিষেধ নেই। তবে মনে রাখতে হবে, কোন ভাল কাজ যদি ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে তাহলে তা বৈধ নয়। আর কোনো অবৈধ কাজ ভালো নিয়্যতে করা হলেও তা অবৈধ।

কাজেই, আমাদের উচিত খোদার সন্তুষ্টি, ধর্মের উন্নতি, ইসলামের দৃঢ়তা এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা। ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন এবং ব্যক্তি জীবনে তা বাস্তবায়ন আবশ্যক। নামায ধর্মের মৌলিক স্তম্ভ, এ বিষয়ে আন্তরিক হওয়া আবশ্যক। খোদার সন্তুষ্টির জন্য শক্তি-সামর্থ অনুসারে আর্থিক কুরবানী আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, দু'ধরনের মানুষ হয়ে থাকে। এক হচ্ছে তারা যারা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আর্থিক উন্নতির ফলে খোদাকে ভুলে যায়, শয়তান তাদের কাঁধে ভর করে। কিন্তু, সাহাবীরাও ব্যবসা করতেন, জাগতিক কাজ তাদের ধর্মের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে নি। শয়তানের আক্রমনে তাঁদের ঈমান দোদুল্যমান হয় নি। সত্য প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁরা কোনরূপ নমনীয়তা দেখান নি। দ্বিতীয় দল হচ্ছে তারা, যারা, হিজবুল্লাহ্ বা খোদার সন্তুষ্টির জন্য সকল কাজ করেন।

কাজেই, আমাদের প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব হচ্ছে, খোদার সন্তুষ্টির জন্য সকল কাজ করা, মানবীয় মূল্যবোধ এবং নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের জন্য সকল প্রকার চেষ্টা-সাধনা করা।

হুযূর বলেন, আজকে যুক্তরাজ্য আনসারুল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা এবং শূরা আরম্ভ হচ্ছে। আনসারদের উচিত, এদিনগুলোতে নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করা। নিজেদের মাঝে আমূল পরিবর্তন সাধন করার পাশাপাশি নিজেদের সন্তান-সন্ততির উত্তম তরবীয়ত বা প্রতিপালন করতে হবে। যাতে তারাও ভবিষ্যতে জামা'তের উত্তম সেবক হতে পারে এবং ধর্মের উন্নতি ও দৃঢ়তার জন্য কাজ করতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন।

খুতবার শেষ দিকে হুযূর একজন শহীদের স্মৃতিচারণ করেন। গত ১৫ই অক্টোবর পাকিস্তানে ৬২ বছর বয়স্ক মোহতরম লতিফ বাট সাহেবকে অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারীরা গুলি করে শহীদ করে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

শহীদের শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও ৪জন পুত্র এবং একজন কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। হুযূর মরহুমের মাগফিরাত কামনা করেন এবং জুমুআর নামাযের পর তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়ান।

**আমাদের মনে রাখতে হবে, ধর্ম হচ্ছে, নিজেকে খোদার নির্দেশের অধীন করা আর খোদার সন্তুষ্টির জন্য সকল কাজ করা।**

# হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

## নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (২৪ অক্টোবর ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

তিনি বলেন, আল্ ফযলের চলতি সংখ্যা পড়ছিলাম এতে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর ১৯৩৭ সনের একটি বক্তৃতার অংশ বিশেষ ছাপা হয়েছে। এতে তিনি লিখেছেন, এখনও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যেসব সাহাবী জীবিত আছেন তাঁদের কাছ থেকে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আচরিত জীবন এবং বিভিন্ন ঘটনা সংকলন করা উচিত। কেননা, এর মধ্যে আমাদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে, যা জীবন চলার পথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়।

**হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ধর্ম এবং ধর্মের সম্মান রক্ষার জন্য সদা উদগ্রীব থাকতেন। তিনি কুরআনের সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য অহোরাত্র কাজ করতেন। বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তির জোরালো উত্তর দিতেন। মনে হত যেন খোদার ফিরিশ্‌তা তাঁর ওপর ভর করেছে।**

হুযূর বলেন, আমি বিভিন্ন সময় খুতবার মাধ্যমে সাহাবীদের ঘটনা বর্ণনা করি এর মূল কারণ হলো, বিশ্বে এমটিএ-র মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি মানুষ আমার খুতবা শুনে থাকে তাই সবার কাছে এসব ঘটনা এবং শিক্ষামূলক উপদেশ পৌঁছে দিতে চাই।

হুযূর আজকের খুতবায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেন যার চাক্ষুষ সাক্ষী ছিলেন হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)। এর মধ্যে বাজামা'ত নামায পড়ার বিষয়ে তিনি কতটা যত্নবান ছিলেন তা যেভাবে ফুটে ওঠে এর পাশাপাশি সন্তানদের উত্তম প্রতিপালন, প্রয়োজনে শাসন এবং ধর্মীয় আদেশ-নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে কঠোর হতেও দেখা যায়। অনুরূপভাবে জাতীর নেতা এবং সম্ভ্রান্ত মানুষের প্রতি হৃদয়ে যে গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল তাও সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি তখন ৭/৮ বছর বয়সের বালক। একদিন আমাদের ঘরের দরজায় একটি কুকুর এসে দাঁড়ায় আর আমি টিপু টিপু নামে কুকুরটিকে ডাকতে থাকি। ঘরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। তিনি রাগান্বিত হয়ে বাইরে আসেন এবং বলেন, ইংরেজরা ব্যঙ্গ করে একজন বীর মুসলমানের নামে কুকুরের নাম রাখতে পারে কিন্তু তুমি কি করে এমনটি করতে পারো। আমি অনেক পরিশ্রম করে লেখা হুযূরের একটি মূল্যবান পান্ডুলিপি খেলাচ্ছলে পুড়িয়ে ফেলেছিলাম তাতেও তিনি রাগ হন নি কিন্তু একজন ত্যাগি মুসলমানের নাম বিকৃত করার কারণে তিনি রেগে যান।

এরপরও একথা বলা যে, তিনি (আ.) ছিলেন খ্রিস্টানদের চর এটি কত বড় অন্যায় অপবাদ।

এরপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর প্রতি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিশেষ স্নেহ ছিল। ছোট বেলায় তিনি প্রায়শঃই চোখের অসুখে ভুগতেন। ৩/৪ বছর লাগাতার কষ্ট পান। চোখের পাপড়িতে ফুসকুড়ি পড়ে যায়, ফলে তিনি চোখ খুলতে পারছিলেন না। এজন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিশেষ দোয়া করেন এবং ৪ থেকে ৭টি রোযা রাখেন। শেষ রোযার দিন ইফতারীর সময় হঠাৎ করে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) চোখ খুলেন এবং বলেন, আমি দেখতে পাচ্ছি।

এছাড়া বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতার সময় তিনি খুবই সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। এতে বুঝা যায় যে, নবীরা সবকিছু খোদার সন্তুষ্টির জন্য করেন আর সাধারণ মানুষ নিজ প্রবৃত্তির জন্য করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, জামা'তের বিরোধিতা সবসময় জামা'তের উন্নতির কারণ হয়ে থাকে, সব সময় এমনটিই হয়েছে। মৌলভীদের বিরোধিতাও অন্যের ঈমান আনার কারণ হয়। অনেক সময় শত্রুরা নবীর বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপানোর চেষ্টা করে কিন্তু সৎপ্রবৃত্তির লোকেরা না ক্ষেপে উল্টো সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আজও এমন ঘটনা অহরহ ঘটছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ধর্ম এবং ধর্মের সম্মান রক্ষার জন্য সদা উদগ্রীব থাকতেন। তিনি কুরআনের সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য অহোরাত্র কাজ করতেন। বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তির জোরালো উত্তর দিতেন। মনে হত যেন খোদার ফিরিশ্‌তা তাঁর ওপর ভর করেছে।

এভাবে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর বিভিন্ন লেখা হতে নানাবিধ ঘটনা উল্লেখ করে হুযূর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনাদর্শ ও গুণাগুণ বর্ণনা করেন।

সবশেষে হুযূর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণের পাশাপাশি তাঁর প্রত্যাশা পূরণের তৌফিক দিন।

# হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

## নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (৩১ অক্টোবর ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

গত শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবার শুরুতে হুযূর বলেন, পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে, তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত যাদের মানব জাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু আজ মুসলমানদের অন্যায় কর্মকান্ড ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর জন্য দুর্ণামের কারণ হচ্ছে। পাশ্চাত্ব আজ মুসলমানদের নাম শুনলেই ভয়ে কেঁপে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে একমাত্র আহমদীয়া জামা'তই আছে যারা বিশ্বের দরবারে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষামালা তুলে ধরেছে এবং আমাদের চেষ্টার ফলে তারা বুঝতে পারছে যে, ইসলামী শিক্ষা এবং এর নবীর আদর্শে কোন খুঁত নেই বরং আজ নামধারী কতক মুসলমান এবং উগ্র সংগঠন নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি ও পরিবেশ সৃষ্টি করে ইসলামের জন্য দুর্ণাম বয়ে আনছে।

হুযূর বলেন, আমরা সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনা করি। সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের মঙ্গল চাই। আমরা আমাদের শক্তি ও সামর্থ অনুসারে মানবসেবায় রত আছি। এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসেছেন ইসলমের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষামালা জগদ্বাসীর সম্মুখে তুলে ধরার জন্য। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর জামা'ত অহোরাত্র এই কাজ করে যাচ্ছে বিশ্বময়।

কিন্তু সত্যের বিরোধিতা এক চিরন্তর রীতি। এ রীতি অনুসারে জামা'ত গঠনের প্রথম দিন থেকেই আহমদীয়াতের বিরোধিতা হয়ে আসছে। এখনও হচ্ছে আর ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু এসব বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্রমশঃ জামা'তের উন্নতি হচ্ছে আর হতে থাকবে। কেননা, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটি অবশ্যই পূর্ণ হবে। কেননা, এটি খোদার অমোঘ সিদ্ধান্ত।

হুযূর বলেন, কিন্তু এই বিজয় যাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য আমাদেরও কিছু করণীয় আছে। আমাদের প্রত্যেক আহমদীকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে তবলীগি কাজ করতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণী ও পেশার মানুষের কাছে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের বাণী পৌঁছাতে হবে। শত্রু-মিত্র সবার জন্যই আমরা কল্যাণপ্রত্যাশী।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন হিসেবে খোদা প্লেগের পাদুর্ভাব ঘটিয়েছেন, কিন্তু সৃষ্টির প্রতি পরম সহানুভূতির চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর শত্রুদের প্রাণ রক্ষার জন্যই আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ্! যদি তুমি এদের ধ্বংস করে দাও তাহলে সত্যের ওপর ঈমান আনবে কে? অতএব, আমাদের মাঝেও সৃষ্টির প্রতি এরূপ সহমর্মিতা থাকা চাই।

হুযূর বলেন, আমরা মহানবীর সত্যিকার অনুসারী। আমাদের সেবামূলক কর্মকান্ড সবার জন্য। আমাদের জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড পৃথিবীর মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। আমরা এসব সেবার কোন প্রতিদান চাই না। আমাদর একটি মাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, আর তাহলো মানুষ যেন খোদাকে চিনে এবং তাঁর পক্ষ হতে প্রেরিত মহাপুরুষকে মেনে ইহ ও পরকালীন শান্তি ও মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে।

খুতবার শেষ দিকে হুযূর বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের বিরোধিতা হচ্ছে। কিন্তু এখনও যেসব দেশে বিরোধিতা নাই সেখানে ব্যাপকভাবে তবলীগি কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত যাতে বিরোধিতা শুরু হওয়ার আগেই আমাদের মজবুত জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

হুযূর দাঈইলাল্লাহ্‌র সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং জামা'তের সকল কর্মকর্তাকে তবলীগের বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদানের নির্দেশ দেন।

আল্লাহ্ জামা'তের সকল সদস্য ও কমকর্তাকে এই গুঢ় দায়িত্ব অনুধাবনের তৌফিক দিন।

**বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের বিরোধিতা হচ্ছে। কিন্তু এখনও যেসব দেশে বিরোধিতা নাই সেখানে ব্যাপকভাবে তবলীগি কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত যাতে বিরোধিতা শুরু হওয়ার আগেই আমাদের মজবুত জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।**

**হুযূর দাঈইলাল্লাহ্‌র সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং জামা'তের সকল কর্মকর্তাকে তবলীগের বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদানের নির্দেশ দেন।**

# সুইডেনের বই মেলায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অংশ গ্রহণ

সুইডেনের গোথেনবার্গ শহরের প্রাণকেন্দ্রে হয়ে গেল চারদিন ব্যাপী এক বইমেলা। এতে প্রায় ১লক্ষ দর্শনার্থী এবং ৪৬টি দেশের প্রতিনিধি হিসেবে ২৩০০ অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিল। এটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সবচে' বড় ও ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিক্ষামূলক উৎসব। প্রায় ২০০০ লেখক, সাংবাদিক ও গবেষক এতে যোগ দেন। এটি অনেক বুদ্ধিজীবির সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাত ও তাদের বক্তব্য শোনার এক অনন্য সুযোগ।

এ বছরের বইমেলার মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'ব্রাজিলিয়ান সাহিত্য' এবং ব্রাজিলে উদযাপিত সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানমালা। ২৪জন ব্রাজিলিয়ান সাহিত্যিকের বিশেষ দল এ মেলায় দেশটির প্রতিনিধিত্ব করে।

ঐতিহ্য অনুসারে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সুইডেন সত্যিকার ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করার উদ্দেশে এই মেলায় অংশ নেয়। জামা'তের স্টলটি মহানবী (সা.)-এর জীবন চরিত সংক্রান্ত সদ্য প্রকাশিত বই এবং ব্যানার দিয়ে সাজানো হয়। এ সময় প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.) ও তাঁর খলীফাদের ছবিও প্রদর্শন করা হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত "বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ" মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী, এবং পবিত্র কুরআনের সুইডিশ অনুবাদ দর্শনার্থীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

জামা'তের তবলীগ টীম প্রায় ৫০টি স্টল পরিদর্শন করে বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর দাবী সমূহ তুলে ধরেন। এরফলে ইসলাম সম্পর্কে তাদের অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়। আহমদীয়া জামা'তের শ্লোগান "ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' সবার দৃষ্টি কাঁড়তে সক্ষম হয়।

এ সময় জামা'তের কিশোর-কিশোরীরা প্রায় ৫০০০ লিফলেট বিতরণ করে। ইসলামের মূল শিক্ষা সম্পর্কিত একটি প্রশ্নপত্র দর্শনার্থীরা আগ্রহ ভরে পূরণ করেন। ইসলাম ও আহমদীয়াত সম্পর্কে মানুষ কতটুকু জানে তা এর মাধ্যমে জানা যাবে। বিনিময়ে লাজনাদের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী তাদের উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়।

ইসলাম ও আহমদীয়াতের বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা সুইডেন জামা'তের এই বিনীত প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে বলে আমরা বিশ্বাস রাখি।

# মজলিস আনসারুল্লাহ্ ইউকে'র ৩২তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের ৩২তম বার্ষিক জাতীয় ইজতেমা এবং শূরা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৭, ১৮ ও ১৯ অক্টোবর ২০১৪। ৩ দিন ব্যাপী এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটি Ôsurrey' প্রদেশের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। নানাবিধ আয়োজন, প্রতিযোগিতা, Presentation, এবং উত্তম শিক্ষা লাভের উদ্দেশে যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত হতে আনসার সদস্যরা এতে যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় শুক্রবার সকালে ন্যাশনাল 'মজলিশে শূরা'র মাধ্যমে।

মজলিস আনসারুল্লাহ্, যুক্তরাজ্যের সদর জনাব ওয়াসীম আহমদ চৌধুরীর স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে শুক্রবার সন্ধায় ইজতেমার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল আমীর জনাব রফিক আহমদ হায়াত পতাকা উত্তোলনের মাধমে ইজতেমার উদ্বোধন করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ দিক-নির্দেশনা দিয়ে সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন।

আনসার ভাইয়েরা নানাবিধ শিক্ষামূলক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। তরবীয়ত, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব-কর্তব্য ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক বিষয়ে Presentation ও ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়।

একটি বিশেষ অধিবেশনে অতিথিদের কয়েকজন আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হওয়া সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন ঈমান উদ্দীপক ঘটনা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। ইজতেমার শেষদিনের সমাপনী অধিবেশনটি ছিল পুরো ইজতেমার মূল আকর্ষণ। এদিন জামা'তের সম্মানিত খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) স্বশরীরে ইজতেমা স্থলে উপস্থিত হন। এ সময় আনসারুল্লাহ্‌র সদর সাহেব ইজতেমার রিপোর্ট পাঠ করেন। গত বছরের চেয়ে এ বছর ইজতেমার উপস্থিতি বেশি ছিল এবং আয়োজনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয়।

শ্রদ্ধেয় হুযূর, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ইজতেমায় যোগদানকারী আনসারদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে একটি অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, ইসলামের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন। হুযূর (আই.) তাঁর বক্তব্যের শেষে বলেন, আনসারদের উচিত খোদার সাহায্যকারী হওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা; কেবল নামে নয় বরং কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করা যে, আপনারা সত্যিকারেই আনসার। প্রত্যেক আনসারের উচিত পবিত্র কুরআনের শিক্ষা শিরোধার্য করা এবং সমাজ ও জামা'তের সবাইকে তা শেখানো। নীরব দোয়ার মাধ্যমে হুযূর ইজতেমা সমাপ্তী ঘোষণা করেন।

# কানাডার ক্যালগরীতে "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় জীবন কাহিনী" শিরোনামে একটি বিশেষ প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনী

আল্লাহ্‌র অপার কৃপায় গত ১২ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ক্যালগরী "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় জীবন কাহিনী" শিরোনামে একটি বিশেষ প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এতে মহানবী (সা.)-এর পূত-পবিত্র জীবনালেখ্য তুলে ধরা হয়। ক্যলগরীর একটি নামকরা হলে এটি প্রদর্শিত হয়।

পবিত্র কুরআন পাঠের পর কানাডা জামা'তের আমীর জনাব লাল খান মালিক সাহেব জামা'তের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই আয়োজনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে, মহানবী (সা.)-এর অনিন্দ্য সুন্দর জীবন চরিত তুলে ধরা এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সঙ্গে যে ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই তা সবাইকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া।

দু'ঘন্টাব্যাপী এই অনুষ্ঠানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। জামা'তের মিশনারী জনাব উমায়ের খান এবং জামা'তের কিশোর-কিশোরী ও তরুণরা এরূপ যুক্তি ও বর্জনিনাদ কণ্ঠে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে আলোকপাত করে যে, শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত তা শুনতে থাকে এবং যুক্তির বলে হতবাক হয়ে যায়।

২৪০০ লোকের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন হলটি এসময় ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। এর মধ্যে প্রায় ১৮০০জন ছিলেন অমুসলমান। পুরো নগর জুড়েই এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা চলতে থাকে আর প্রচার মাধ্যমও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রচার করে। অনেক দর্শকই এরূপ আকর্ষণীয় ও তথ্যসমৃদ্ধ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য আহমদীয়া জামা'তের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

# আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ক্যলগরীর উদ্যোগে ৫ম বার্ষিক "Run for Calgary"-র ব্যানারে দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় গত ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ক্যলগরীর উদ্যোগে ৫ম বার্ষিক "Run for Calgary"-র ব্যানারে একটি দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই দৌড় প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য ছিল, Alberta শিশু হাসপাতালের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা।

এ সময় প্রাদেশিক সংসদের বিভিন্ন সাংসদ ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তারা সমাজসেবা মূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডের জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ক্যলগরীর প্রেসিডেন্ট জনাব তারেক মজীদ তার বক্তব্যে বলেন, মহানবী (সা.)-এর অনুপম শিক্ষা অনুসারে, সে-ই সত্যিকার মুসলমান যার মাধ্যমে অন্যরা উপকৃত

হয়। আর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত হচ্ছে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আদর্শ ও শিক্ষার পূর্ণঅনুসরণকারী একটি জামা'ত।

দৌড় প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবার পূর্বে একজন অভীজ্ঞ প্রশিক্ষক সবাইকে প্রস্তুতিমূলক ব্যায়াম করান।

১০, ৫ ও ৩ কি:মি: এই তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে নারী, পুরুষ ও কিশোররা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। তরুণরা ৫ ও ১০ কি: মি: দৌড়ে এবং বয়স্ক ও কিশোররা ৩ কি:মি: দৌড় বা পদব্রজে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রতিযোগিতার জন্য স্থান নির্ধারণ করা হয় শহরের মুলকেন্দ্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ইড়ি নদীর পাড় ঘেরা একটি সুন্দর পার্ককে। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। প্রায় ১ঘন্টার এই প্রতিযোগিতায় সাড়ে চার শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

# লাজনা ইমাইল্লাহ্, অস্ট্রেলিয়ার মানবসেবা মূলক কর্মকান্ড

লাজনা ইমাল্লাহ, ভিক্টোরিয়ার বার্ষিক "মানবসেবা" বিষয়ক সম্মেলন গত ২৩শে আগস্ট, ২০১৪ ল্যাংওয়ারিন (Langwarrin) এর 'বায়তুস্ সালাম' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার দুই শতাধিক উচ্চপদস্থ ভিক্টোরিয়ান মহিলা অতিথী এতে অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে ছিলেন রাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক সাংসদ, পুলিশ অফিসার, আন্তঃধর্মীয় সংযোগ বিভাগের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ, স্থনীয় কাউন্সিলর এবং সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ এবং আরো ছিলেন বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিত্বকারী ৬ জন বক্তা।

ভিক্টোরিয়া অঙ্গরাজ্যের নারী বিষয়ক মন্ত্রী মাননীয় হেইডি ভিক্টোরিয়ার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য ও স্পিকার মাননীয় ক্রিস্টিন ফাইফ (Christine Fyffe)| মাননীয় ক্রিস্টিন ফাইফ বলেন, এ সম্মেলনে মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিত থাকার একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি আসতে পারেননি তবে তিনি সকলকে আন্তরিক শুভেছা জানিয়েছেন এবং এ সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করেছেন।

পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরুর পর সম্মানিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিত্বকারী ৬জন বক্তা "মানব সেবা" সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

অতিথিদের জন্য "পবিত্র কুরআন প্রদর্শনী"র বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। সবশেষে অতিথিদের মাঝে বিশেষ উপহার এবং খাদ্য পরিবেশন করা হয়।

খোদার অপার কৃপায় অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয় এবং অতিথিগণ দর্শনার্থী বইয়ে তাদের সুন্দর এবং ধন্যবাদমূলক মন্তব্য প্রদান করেন। স্বেচ্ছাসেবকদের বিনীত প্রচেষ্টা আল্লাহ্ গ্রহণ করুন এবং এই আয়োজন ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারে সহায়ক হোক।

# আহমদীয়া মুসলিম যুব সংগঠনের উদ্যোগে চ্যারিটি ওয়াকের আয়োজন

আহমদীয়া মুসলিম যুব সংগঠনের উদ্যোগে, খিদমতে খাল্‌ক অর্থাৎ সৃষ্টির-সেবা বিভাগ জার্মানির ফ্রাঙ্কফোর্ট ও উইযবাদেন শহর দু'টিতে একটি চ্যারিটি ওয়াকের আয়োজন করে। এই চারিটি ওয়াকের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন কল্যাণকর ও সমাজসেবা মূলক সংগঠনের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা।

গত ৬ ও ৭ই অক্টোবর যথাক্রমে ফ্রাঙ্কফোর্ট ও উইযবাদেন শহরে সফলভাবে এই পদযাত্রার আয়োজন সম্পন্ন হয়। জামা'তের তরুণ ও কিশোররাই শুধু নয় বরং স্থানীয় বাসিন্দারাও মহতি এই চ্যারিটি ওয়াকে অংশগ্রহণ করেন। এই চ্যারিটি ওয়াক যথাক্রমে ৫ ও ১০ কিলোমিটার পথ অতিক্রমের জন্য দু'টি ভাগে বিভক্ত ছিল। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, জার্মানির শ্রদ্ধেয় আমীর জনাব আব্দুল্লাহ্ ওয়াগিস হাউসার সাহেবও যুবকদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য এই পদযাত্রায় যোগদান করেন।

বিভিন্ন সমাজসেবা মূলক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও নগরীর মেয়রও এই চারিটি ওয়াকে অংশ নেন।

উপস্থিত প্রতিযোগিদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন রুগ্ন ও দুস্থ শিশুদের সংগঠন Zwerg nase Wiesbaden এর প্রতিনিধি সাবিনা স্চেন্‌ক। তিনি বলেন, আমি আপনাদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আজকের এই পদযাত্রার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দুঃস্থ ও রুগ্ন শিশুদের চিকিৎসায় ব্যয় করা হবে। এই ধরনের আয়োজন সেসব শিশুর মনোবল বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এ সময় আরেকটি সেবামূলক সংগঠন Barenherz এর প্রতিনিধি তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, আমাকে এমন একটি চমৎকার আয়োজনে অংশ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার এবং এই তহবিল হতে আমাদের প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করার জন্য আমি আহমদীয়া জামা'তকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এ সময় উইযবাদেন নগরীর সম্মানিত মেয়রও এরূপ মহৎ উদ্যোগের জন্য আহমদীয়া জামা'তের ভুয়সী প্রশংসা করেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, জার্মানির, শ্রদ্ধেয় আমীর সাহেব স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। পদযাত্রা শেষে পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করা হয়। পবিত্র কুরআন পাঠ ও এর জার্মান অনুবাদের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং জামা'তের আমীর সাহেব বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এতে যোগদানকারীরা এমটিএ'র সঙ্গে সাক্ষাতকারে নিজেদের অনুভূতিও ব্যক্ত করেন। অত্যন্ত সফলতার সাথে এই আয়োজন সমাপ্ত হয় বলে জানা গেছে।

# খোদ্দামুল আহমদীয়া কানাডার ২৭তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা

গত ১৫, ১৬ ও ১৭ আগষ্ট ২০১৪ কানাডার ২৭তম ব্রাডফোর্ডেও হাদিকা আহমদ, খোদ্দামুল আহমদীয়া কানাডার ২৭তম জাতীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় যা টরোন্টার বায়তুল ইসলাম মসজিদ হতে ৪০ কিলোমিটার উত্তর দিকে অবস্থিত।

ইজতেমার দিনটি শুরু হয় পতাকা উত্তোলন ও জুমার নামাযের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন মিশনারী ইনচার্জ মাওলানা মোবারক নাজির সাহেব।

তারপর অনুষ্ঠিত হয় শিক্ষা বিষয়ক প্রতিযোগিতা যার মধ্যে ছিল পবিত্র কুরআন, নযম এবং বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ছাড়াও রচনা লেখা, ধর্মীয় জ্ঞানের ওপর কুইজ, হাফেজ কুরআন এবং আন্ত:ইউনিভার্সিটি আহমদীয়া মুসলিম ছাত্র সংঠন কুইজ প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়।

তাছাড়া অনুষ্ঠানটিতে আরও ছিল খেলাধূলার প্রতিযোগিতা যার মধ্যে ছিল ভলিবল, দঁড়ি টানাটানি, রিং টস, ক্রিকেট, দৌড়, সকার ও বেসইবল প্রতিযোগিতা। এই ইজতেমায় দৌড়, দীর্ঘ লাফ, ধনুক নিক্ষেপ, ফ্রিসবি, ট্রেজার হান্ট ইত্যাদি খেলার আয়োজন করা হয়।

এই ইজতেমায় বিনোদনমূলক কার্যক্রমও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার মধ্যে ছিল মাছ ধরা নৌকা, বাইচ, টেবিল টেনিস, ঘোড়ার পিঠে চরা, দেয়ালে আরোহন মিনি গল্ফ ইত্যাদি।

সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। আমীর সাহেব কানাডা লাল খান মালিক সাহেব পুরস্কার বিতরণী ও সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন। সদর সাহেব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া কানাডা তাহের আহমদ সাহেব সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং খোদ্দামদের আহাদনামা পাঠ করেন। দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

# মজলিস আনসারুল্লাহ্, সিডনির প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় মজলিস আনসারুল্লাহ্, সিডনি গত ১৮ই মে, ২০১৪ তারিখে বায়তুল হুদা মসজিদ প্রাঙ্গনে একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করে। এই প্রীতি ম্যাচের মূল লক্ষ্য ছিল "গাইড ডগস" সংস্থার জন্য অনুদান সংগ্রহ করা। "গাইড ডগস" সংস্থাটি মূলত দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের চলাফেরার কাজে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

মজলিসে আনসারুল্লাহ্, নিউ সাউথ ওয়েলস এই সংস্থার সাহায্যে এগিয়ে আসার নেপথ্য উদ্দেশ্য ছিল এদের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি সবার সামনে তুলে ধরা। কারণ "গাইড ডগস" অস্ট্রেলিয়ান দৃষ্টি প্রতিবন্ধী লোকদের স্বাধীনভাবে চলাফেরায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এবং "গাইড ডগস" সংস্থা বিনামূল্যে এই সেবা প্রদান করে থাকে। "গাইড ডগস" সংস্থাটি বায়তুল হুদা মসজিদ থেকে ২০ কি: মি: দক্ষিণে Windsor এর নিকটতম Glossodia তে অবস্থিত। নিউ সাউথ ওয়েলস এর ৬টি মজলিস থেকে ২টি টিম এই ম্যাচের জন্য বাছাই করা হয়। ম্যাচ শুরু হওয়ার পূর্বে সদর মজলিসে আনসারুল্লাহ্, সকল খেলোয়ারকে ম্যাচের নিয়ম-কানুন মেনে চলার আহ্বান জানান। এরপর তিনি দোয়া করান। ২০ ওভারের এই ম্যাচটি ছিল তুমুল উত্তেজনাপূর্ণ।

হাড্ডা-হাড্ডি লড়াইয়ে দু'দলই নিজ নিজ পারঙ্গম প্রদর্শন করেছে। সদর মজলিসে আনসারুল্লাহ্, সকল অংশগ্রহণকারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এই প্রীতি ম্যাচ থেকে সর্বোমোট ৩১০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার অনুদান সংগৃহ করে নিউ সাউথ ওয়েলস মজলিস। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ী দলকে ট্রফি প্রদান করা হয়। নীরব দোয়ার মধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। পরিশেষে যোহর এবং আসরের নামাযের পর দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

# হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক তাহরীককৃত দোয়াসমূহ

গত কয়েক দশক ধরে আহমদীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে পাকিস্তানে নির্যাতিত হয়ে আসছে। অন্যান্য দেশে এ অবস্থার পরিবর্তন হলেও পাকিস্তানে দিন দিন এ অবস্থা কঠিন রূপ ধারণ করছে। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ্‌র প্রতি বেশী বিনত হতে হয়। গত ৩০ মে ২০১৪ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) পুনরায় পুরো জামাতকে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নোল্লিখিত ১০টি দোয়া বেশী করে করার আহ্বান করেছেন।

১ সূরা ফাতিহা অধিক হারে পাঠ করা।

২ দরূদ শরীফ নিয়মিত পাঠ করা ।

৩ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি দরূদ সম্বলিত নীচের ইলহামী দোয়াটিও বেশী বেশী করা।

سُبۡحَانَ اللّٰہِ وَ بِحَمۡدِہٖ سُبۡحَانَ اللّٰہِ الۡعَظِیۡمِ
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

"সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদ"

অর্থঃ আল্লাহ্ অতীব পবিত্র এবং তিনি তাঁর সমস্ত প্রশংসাসহ বিরাজমান। আল্লাহ্ পবিত্র যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

## পবিত্র কুরআনের দোয়া

৪

رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ عَلَیۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ ھَدَیۡتَنَا وَ ھَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَۃً ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَھَّابُ

"রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব।"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিয়ো না, আর তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে বিরাট রহমতের ভাগী কর, নিশ্চয় তুমিই সবচেয়ে বড় দাতা।

৬

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَ اِسۡرَافَنَا فِیۡۤ اَمۡرِنَا وَ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَ انۡصُرۡنَا عَلَی الۡقَوۡمِ الۡکٰفِرِیۡنَ

"রাব্বানাগ ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফি আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাউমিল কাফিরীন"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের বাড়া-বাড়ি ক্ষমা কর। আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

## হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া

৭

اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہَ رَبِّیۡ مِنۡ کُلِّ ذَنۡۢبٍ وَّ اَتُوۡبُ اِلَیۡہِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ: আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

৮

اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجۡعَلُکَ فِیۡ نُحُوۡرِھِمۡ وَ نَعُوۡذُبِکَ مِنۡ شُرُوۡرِھِمۡ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্‌আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

## হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

৯

رَبِّ کُلُّ شَیۡءٍ خَادِمُکَ
رَبِّ فَاحۡفَظۡنِیۡ وَانۡصُرۡنِیۡ وَارۡحَمۡنِیۡ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্‌নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী ।

অর্থ: হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএবহে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

১০

یَارَبِّ فَاسۡمَعۡ دُعَائِیۡ وَمَزِّقۡ اَعۡدَاءَکَ وَاَعۡدَائِیۡ وَاَنۡجِزۡ وَعۡدَکَ وَانۡصُرۡ عَبۡدَکَ وَاَرِنَا اَیَّامَکَ وَ شَھِّرۡلَنَا حُسَامَکَ وَلَا تَذَرۡ مِنَ الۡکَافِرِیۡنَ شَرِیۡرًا

"ইয়া রাব্বি ফাসমা' দুয়ায়ী ওয়া মায্‌যিক আ'দায়াকা ওয়া'দায়ী ওয়ানজিয ওয়া'দাকা ওয়ানসুর আব্‌দাকা ওয়া আরিনা আইয়ামাকা ওয়া শাহহিরলানা হুসামাকা ওয়ালা তাযার মিনাল কাফিরীনা শারীরা ।"

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার মিনতি শোন। আর তোমার ও আমার শত্রুকে ধ্বংস করে দাও, আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর, তোমার বান্দাকে সাহায্য কর আর তোমার নিদর্শন প্রকাশের দিন আমাদেরকে দেখাও। আর তোমার তীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক আমাদেরকে দেখাও এবং অস্বীকারকারীদের মাঝ থেকে কোন বিদ্বেষীকে ছেড়ে দিয়ো না।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

**Md. Musleh Uddin**
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং
আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

**Meer Hasan Ali Niaz**
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 77 | 9th Issue

# The Ahmadi
Fortnightly

15th November, 2014 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta
CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com